শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা

বা

শঙ্খাসুর-বধ গীতাভিনয়

"গোলক ত্যজিয়া হরি ভু-ভার হরিতে।
ভুলোকে আসিয়া দেব অনন্ত সহিতে॥
শিক্ষা দিলা নরলোকে গুরুভক্তি সার।
গুরুপুত্র প্রাণ দিলা করুণা আধার॥"

বস্তির নিবাসী—

শ্রীকালীকিঙ্কর যশ প্রণীত।

ডায়মণ্ড-লাইব্রেরি—১১৩ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে

শ্রীনদেরচাঁদ শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, ২৫।৩ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন

পঞ্চানন-যন্ত্রে

শ্রীহরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২ সাল।

উৎসর্গপত্র।

মান্যবর—

শ্রীযুক্ত রামবিষ্ণু রুজ।

মহাশয় মান্যবরেষু।

মহাশয়!

আপনার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুরু-দক্ষিণা বা শঙ্খাসুর-বধ গীতাভিনয়খানি ভক্তি ও প্রীতির সহিত দুইহাজার কাফি আপনার কর-কমলে অর্পিত হইল ইতি।

বিনয়াবনত—

শ্রীনন্দেরচাঁদ শীল।

কলিকাতা,—১১৩ নং অপার চিৎপুর রোড,

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

মহাদেব	মহাকাল।
শ্রীকৃষ্ণ	পূর্ণব্রহ্ম।
বলরাম	অনন্তদেব।
ইন্দ্র	দেবরাজ।
ব্রজরাখালগণ	কৃষ্ণের সখা।
বসুদেব	কৃষ্ণ জনক।
নন্দ	ঐ পালিত পিতা।
নারদ	দেবর্ষি।
যম	সংহারকর্ত্তা।
ব্যাধ	ছদ্মবেশী ধর্ম্ম।
সান্দিপনী	কৃষ্ণের গুরু।
শঙ্খাসুর	(শাপগ্রস্থ গন্ধর্ব্বরাজ।)
কালদণ্ড	সেনাপতি।
জরাসন্ধ	মগদাধিপতি।
বকটাঙ্ক	জরাসন্ধের সেনাপতি
সুধাম	কৃষ্ণভক্ত।
সুশীল	সুধামের পুত্র।

দূতগণ, শিষ্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

যশোদা	নন্দ-বনিতা।
শ্রীমতী	আদ্যাশক্তি।

বৃন্দাদি সখীগণ।

সান্দিপনী পত্নী।

সুমনা	সুধাম পত্নী।
শঙ্খাসুরের	পঞ্চপত্নী।

শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা
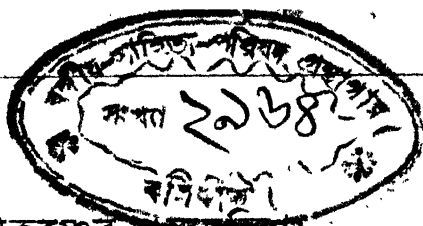
বা

শঙ্খাসুর-বধ গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ। কে আমি ?

যদানন্দলেশৈঃ সদানন্দ বিশ্বং,
যদাভাতি সত্বে তদাভাতি সর্ব্বম্।
যদা লোচনে হেমমন্তং সমস্তং,
পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি॥

কি জন্য এসেছি ? এসেছি লীলারস আস্বাদনের জন্য, এসেছি আমার সর্ব্বস্বধন ভক্তগণের প্রাণের ব্যথা স্বহস্তে মুছে দেবার জন্য। কংস আমার পরম ভক্ত জয়, তার ডাকে আমায় গোলক ছেড়ে আস্‌তে হ'য়েছে। তার দুঃখ দূর ক'ল্লেম, এইবার ভক্ত বিজয়কে নিষ্কৃতি দিতে পারলেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমিও নিষ্কৃতি পাই। না না কি ব'ল্‌ছি, আমার নিষ্কৃতি কোথায় ? এক পলের তরে আমার নিষ্কৃতি নাই। যে দিন আমার

নিষ্কৃতি—সেইদিন এই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয়-পয়োধিমুখে গ্রাসিত হবে। কার্য্যই আমার প্রাণ, কার্য্যই আমার জ্ঞান, কার্য্যস্রোতে আমি ভেসে জগতকে ভাসাই।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। প্রণমামি।

শ্রীকৃষ্ণ। কি সংবাদ?

দূত। দেব! মগধাধিপতি জরাসন্ধ স্বসৈন্যে মথুরাক্রমণ হেতু অগ্রসর হ'য়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। মগধরাজ এখন কতদূরে?

দূত। অতি নিকটে। যমুনার পরপারে শিবির সন্নিবেশ ক'রেছেন। বিশেষ অনুসন্ধানে জানলেম, ঘৃণ্য ম্লেচ্ছাচারে মথুরাক্রমণ ক'র্‌বেন।

শ্রীকৃষ্ণ। এ সংবাদ বিশ্বাস যোগ্য। জরাসন্ধ অত্যাচারী, অনাচারী, অধর্ম্মী, বিশ্বাসঘাতক। তার অকার্য্য কুকার্য্য বোধ নাই, কিন্তু আজ সমুচিত শিক্ষা পাবে। যাও দূত, মহারাজ উগ্রসেনকে এ সংবাদ দাওগে।

দূত। যে আজ্ঞা।

[দূতের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সংহারিণী লীলাচিত্র আবার নয়নপথে এলো। পরশুরাম, রামমূর্ত্তি অন্তর দর্পণে প্রতিবিম্বিত হ'লো। দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রিয়কুল পুনরপি দর্পান্ধ হ'য়ে বিশ্বভার পীড়িতা বসুন্ধরাকে কাতরা ক'রে তুলেছে। বহুদিন পূর্ব্বে ধরিত্রী একবার আমার নিকট মর্ম্মভেদী রোদন ক'রে গেছে।

(গাহিতে গাহিতে পৃথিবীর প্রবেশ।)

গীত।

পুনঃ চিন্তামণি, যায় অভাগিনী, লইতে শরণ অভয় চরণে।
দিন দিন দিন, তনু মম ক্ষীণ, দহিছে এ দেহ পাপের আগুনে॥
চিন্ত একবার, যাতনা ধরার, ধারার বিরাম নাহি নয়নে,
কমললোচন, কর দরশন, কিঞ্চিৎ কৃপাকণা বিতরণে।
দুরাচার যত, পাপে হয়ে রত, সতত শত শত শেল হানে,
হে নীরদকায়, রাখ রাখ পায, নহে যায় যায় ধরা তুফানে॥

শ্রীকৃষ্ণ। সাধ্বি! করুণ সঙ্গীত সম্বরণ কর। তোমার বেদনা আমার হৃদয়ে প্রতিক্ষণ যাতনা দিচ্ছে। আমি নিশ্চিন্ত নাই বসুন্ধরে! শীঘ্রই তোমার ক্লেশ দূর ক'র্‌বো। সম্প্রতি কংস সহ অগণ্য অসুরকে বিনাশ ক'রেছি, তাতেও কতক পরিমাণে তুমি সুস্থ হ'তে পেরেছ, এইবার বিনাশ মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারায় ক্রমান্বয়ে বিশ্ব-সংহার ক'র্‌বো।

পৃথিবী। রমানাথ! আরও কতদিন পাপানলের জ্বালা সহ্য ক'র্‌বো?

শ্রীকৃষ্ণ। আর অধিক দিন নয় ধরণী। অবিলম্বেই কুরুক্ষেত্র সমরানল প্রজ্জ্বলিত হবে, অবিলম্বেই আমি অর্জ্জুন সারথী-বেশে অশ্বরজ্জু ধারণ ক'র্‌বো।

পৃথিবী। দয়াময়! কুরুক্ষেত্র রণাবসানেই পৃথিবীর যাতনাবসান হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চয়, তোমার বিশাল বক্ষ হ'তে আঠার অক্ষৌহিণী পাপাশক্ত জীব অনন্তে মিশাবে। যাও মেদিনী স্বস্থানে গমন কর, অনন্তদেব আস্‌ছেন।

পৃথিবী। যে আজ্ঞা প্রভু। [প্রণামান্তর প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা হলায়ুধ বৃন্দাবনের মধুরভাবে বিভোর। প্রতিনিয়তই আমায় ব্রজে যাবার জন্য অনুরোধ করেন, দেখি এখন কি বলেন।

(বিষণ্ণ চিত্তে বলরামের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। আসুন আসুন দেব! এরূপ বিমর্ষভাব কেন?

বলরাম। কেন যে তাকি রামানুজ কৃষ্ণের অবিদিত? কুহকি! কি কুহক বলে আমায় ভুলালি? আমি যে এখন দিশে-হারা পথিক প্রায় পথ ভুলেছি। কোনটি আমার গন্তব্য পথ তা যে ঠিক বুঝতে পারছি না। ব্রজে যাই, কি মথুরায় থাকি তার স্থির নিশ্চয় ক'রতে পারছি না। একদিকে নন্দের স্নেহ, যশোমতীর বাৎসল্য এবং প্রিয়তম রাখালগণের দুচ্ছেদ্য প্রণয় বন্ধনের বিষম আকর্ষণ, অপরদিকে আমার সর্ব্ব-সুখময় বা সর্ব্ব-যন্ত্রণাময় কৃষ্ণচন্দ্রের মধুর হাস্য, মধুর বাক্য এবং মধুর হ'তেও সুমধুর দাদা বুলির মোহন মোহিনী শক্তির সতেজ আকর্ষণ। কি করি! কি করি!! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! জরাসন্ধের মথুরাক্রমণ সংবাদ অবগত হ'য়েছেন কি?

বলরাম। হ'য়েছি, কিন্তু ক'রতে হবে কি?

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্ব্বৃত্তের দুর্ব্বৃত্ততার দণ্ড দিতে হবে।

বলরাম। সে ইচ্ছা তোমার আমার কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন আপনার আমার হাতে মথুরার রাজশক্তি, কাযেই আততায়ী হস্ত হ'তে মথুরা রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

বলরাম। ভাল ভাল, তোর যে কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, এ কথা শুনেও সন্তোষ হ'লাম। প্রাণাধিক! বলি মথুরা রক্ষা করাটি

যেমন কর্ত্তব্য ব'লে বোধ হ'য়েছে, নন্দ যশোমতীর প্রাণ রক্ষা করাটি কি তেমন কর্ত্তব্য ব'লে মনে হয় না? অবোধ রাখাল, যারা কৃষ্ণগত প্রাণ—বলি তাদের চক্ষে জল মুছে দেওয়া কি অতি কর্ত্তব্য ব'লে মনে হয় না?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! এ প্রকার কার্য্যবিধি, যেটি অগ্রের কাজ সেটি অগ্রে সাধন করা উচিত। মথুরেন্দ্র কংস নিহত হওয়ায় মথুরারাজ্য অরাজক প্রায়, চতুর্দ্দিকে করদ ভূপতিগণ বিদ্রোহ-কেতন উড্ডীন ক'র্‌ছে, বিজাতীয় তস্করদল সুযোগ বুঝে অসহায় প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বস্বাপহরণ ক'র্‌ছে, দুর্ব্বৃত্তগণ অবাধেই স্বাভিলাষ পূর্ণ ক'র্‌ছে, এ সময় কোনটি অগ্রের কাজ আর্য্য? লক্ষ লক্ষ অনাথ প্রজার ধন, মান ও প্রাণ রক্ষা অগ্রের কাজ না পালন-কারী পিতা মাতার নিকট গমন করা অগ্রের কাজ?

বলরাম। এটি কি আমাদের পিতৃরাজ্য? এ রাজ্যে আমা-দের এত মমতা কিসের?

শ্রীকৃষ্ণ। অযোগ্য কথা কেন ব'ল্‌ছেন বিজ্ঞতম? এ রাজ্য আমাদের পিতৃরাজ্য না হ'লেও এর প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ মমতা রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যেহেতু আমরা রাজ্যেশ্বর রাজাকে বিনাশ ক'রে ধর্ম্মের নিকট ও প্রজাগণের নিকট ঋণী হ'য়েছি।

বলরাম। কিছুই বুঝতে পারি না ভাই, তোমার লোকাতীত জ্ঞান এবং মোহকারিতা শক্তি থাকা নিবন্ধন যদি অন্যায়কে ন্যায় ব'লে বোঝাও তাই বুঝি, আবার প্রকৃত ন্যায়কে অন্যায় ব'লে বোঝালে তাই বুঝি। তবে কৃষ্ণ, বলরামের যৎসামান্য জ্ঞানে এই বোধ—বাল্য জীবন যে স্থানে, যাদের যত্নে এবং যাদের প্রণয়-বন্ধনে বাঁধা, সেই স্থান, সেই যত্ন স্নেহ, সেই সৌহার্দ্দ চির-

পূজ্য।—কৃষ্ণ রে! মা যশোদার প্রত্যেক দিনের সেই স্নেহ চিত্রগুলি হৃদয়ে অঙ্কিত ক'রে দেখ দেখি ভাই, আহা সরলা নন্দরাণী নীলমণি নীলমণি ব'লেই উন্মাদিনী! তুমি ঘুমাতে, তিনি তোমায় বুকে রেখেও নিঃসন্দেহ হ'তে পারতেন না, তুমি গোষ্ঠে যেতে, তিনি পাগলিনীর মত পথ পানে চেয়ে থাকতেন। যেদিন তুমি কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছিলে, সে দিনের শোক-বারতা বর্ণনাতীত! সেই পিতা নন্দের উন্মাদভাব! সেই মাতা যশোমতীর গোপাল গোপাল সরোদনধ্বনি! সেই বাল্যসহচর ব্রজরাখালগণের অন্তর্ভেদী বিলাপ! সেই ব্রজবাসীগণের জলময় আঁখি! অহো কৃষ্ণ রে! তুই দেখিস নাই, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বৃন্দাবনবাসী হ'তে বৃন্দাবনস্থিত পশু পক্ষীগণ পর্য্যন্ত তোর শোকে কেঁদেছিল, তাদের অশ্রুধারে সে দিন কালীদহের জল, তরঙ্গ বিস্তার ক'রে ছুটেছিল। ওরে কঠিন হৃদয়! ওরে পাষাণ! তুই তাদের নিকট ঋণী না হ'য়ে দুদিন মথুরায় এসে মথুরাবাসীর নিকট ঋণী হ'য়েছিস?

গীত।

যায় না বোঝা তোমার মর্ম্ম ওরে নীলকায়।
কি ভাবে হও কারে সদয় কিছু নাহি বুঝা যায়॥
একদিন ব্রজবাসী,
ছিল প্রিয় কালোশশী,
বাজায়ে মোহনবাঁশী, মোহিত করিতে সবায়।
সে ভাবে অভাব এখন,
কাঁদে ব্রজনিবাসীগণ,
কৃষ্ণ দুর্ল্লভ তাদের এখন একি কৃষ্ণ করিলি হায়॥

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! ঋণী আমি জগতের কাছে। কিন্তু কি ক'র্‌বো, সকল বিষয় সামঞ্জস্য ক'রে নিয়ে আমায় চ'লতে হয়।

বলরাম। তা স্বীকার করি। কিন্তু ভাই আমার এ যন্ত্রণা কেন? আমায় ছেড়ে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনাকে ছাড়লে আমার কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। আপনি আমার লীলারসের আধার। আমি লীলা-কারী সত্য—কিন্তু আপনাকে আশ্রয় ক'রে লীলারস আস্বাদন ক'রে থাকি। ক্ষীরোদ মধ্যস্থলে অনন্তদেবের সুকোমল কোল যে বাসুদেবের চিরপ্রিয় শয্যা তা কে না জানে? দাদা আপনি আমি অভিন্ন, আপনি তাকি বিদিত নন্।

বলরাম। তবে কৃষ্ণ, গুণ বিষয়ে তারতম্য আছে। তোমাতে যে যে গুণগুলি পরিলক্ষিত হয়, আমাতে তা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনাতে কোন্ কোন্ গুণগুলি নাই?

বলবাম। এই পোড়ান গুণ, কাঁদান গুণ আর কঠিনতা গুণ! এ গুলির তো একটিও দেখি না ভাই, পরের দুঃখে আমার চক্ষে জল আসে, পরের কান্নায় চ'খের জল ধ'রে রাখতে পারি না, পরের দুটো মিষ্ট কথা—সে কথা যেন সুধার অধিক সুপেয় দ্রব্য ব'লে মনে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার কি তা হয় না প্রভু?

বলরাম। তাহ'লে আর তোমাতে আমাতে প্রভেদ থাকলো কি?

শ্রীকৃষ্ণ। একবিন্দু প্রভেদ নাই, রাম কৃষ্ণ অভেদ। তবে আপনার সদয়তা, সরলতা, কোমলতা গুণাবলী বাহ্যভাবে দৃষ্ট হয়, আমার তা হয় না। জলবিম্ব যেমন জলে উদয় হ'য়ে জলেই লয় হয়, আমার অন্তরের ভাব তদ্রূপ অন্তরে দেখা দিয়ে আবার অন্তরেই লীন হ'য়ে যায়। নতুবা পরদুঃখে আমিও কাঁদি, পর-সুখে আমিও হাসি।

বলরাম। অখিলের ধন! তা জানি, তুমি না কাঁদলে, তুমি না হাসলে হাসি কান্না এ সংসারে এলো কিরূপে? তোমার ঐ মুখ ইন্দুর একবিন্দু হাসি পেয়ে পূর্ণেন্দু সারানিশি সুধাহাসি বিলায়। কুসুম কলিকা, তব মুখজাত হাসি রেখার এক কণিকা লাভ ক'রেই হাসিমাখা মুখে ফুটে উঠে, তোমার হাসির আভাস পেয়েই সুখ-শয্যায় দম্পতি হাসে, জননী কোলে শিশু হাসে, সরোবর সলিলে নলিনী হাসে এবং আকাশ বুকে তপন হাসে, সেই হাসিতে জগৎ হাসে। পূর্ণানন্দময় গোবিন্দ রে! আবার তোর দুঃখের নিশাণ স্বরূপ সমুদ্রবক্ষে বাড়বানল, অত্যুচ্চ বিন্ধ্য-গিরির নত শির, মৃণালে কণ্টক এবং পরম সুন্দর বজ্রাগ্নিতে দাহিকাশক্তি সংযুক্ত র'য়েছে। কৃষ্ণ! তবে যে ভাই, তোমায় যা তা বলি, সেটা জানবে শুদ্ধ মনের অলীক আবেগ মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! বৃথা কথায় আর কালক্ষেপ করা নয়, বহু পূর্ব্বে রণদূত সংবাদ দিয়ে গেছে, অদ্য রজনীতে দুর্ব্বৃত্ত জরাসন্ধ মথুরাক্রমণ ক'র্‌বে। সন্ধ্যাও সম্মুখে। চলুন, দুর্গাদি পরিদর্শন করি গে। (বিস্ময়ে) ওকি! পুনরপি রণদূত যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌ছে। অনুমান হয় দুরাচার দুর্গ আক্রমণ ক'রেছে।

বলরাম। নিশ্চয়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

(পুনর্ব্বার বেগে দূতের প্রবেশ।)

দূত। প্রণমি চরণে।

বলরাম। কি সংবাদ বার্ত্তাবহ?

দূত। বার্ত্তা প্রভু অতীব ভীষণ!
কপট সমরী অরি জরাসন্ধ;
গুপ্তভাবে আক্রমিলা পুরী!

শ্রীকৃষ্ণ। সুসজ্জিত নাহি কি মথুরার সেনা?

দূত। হায় দেব!
একজন নাহি সুসজ্জিত।
কৌশলে জানিনু আগে যেই সমাচার,
এখন বুঝিনু তাহা পূর্ণ ছল কথা!
হায় হায়!
অধর্ম্মীর করে বুঝি ঘটে সর্ব্বনাশ!

বলরাম। নাহি ত্রাস—নাহি ত্রাস!
পলকে পাঠাব পামরে কৃতান্ত আগারে।
কিবা কায সৈন্যে,
কিবা কায অস্ত্রে শস্ত্রে হয় হস্তী রথে?
একাকী বধিব দুষ্টে বজ্র মুষ্ট্যাঘাতে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! যাও ভাই যাও
প্রবোধ দানে শান্ত কর মথুরাবাসীরে,
সুস্থ কর পিতৃদেবে মাতা দৈবকীরে,
নাহি ভয়?
রাম করে জরাসন্ধ আজি নিশ্চিত হইবে লয়।
স্ববলে ধরিয়া দুষ্টে রণস্থল মাঝে,
ঘুরাইব চক্রাকারে অম্বর প্রদেশে।
অথবা পাতিত করি সদর্পে ভূতলে,
নিষ্পীড়নে অস্থি মাংস করি ধূলি প্রায়
ছড়াইব দশদিকে।
চলিল রাম,
চলিল সঙ্গেতে তার ঘোর রোষানল।

(গমনোৎযোগ)

শ্রীকৃষ্ণ। তিষ্ঠ ক্ষণকাল দেব,
পদাম্বুজে দাস নিবেদিবে এক কথা। (বাধাদান)

বলরাম। বিলম্বিতে নারি আর,
বৈরীদর্প চূর্ণ হেতু চিত্ত বিচঞ্চল।

শ্রীকৃষ্ণ। অজেয় জগতে দম্ভী জরাসন্ধ শূর!
একা বিধি নহে কভু যাইতে সমরে।

বলরাম। কি, অজেয় জগতে দম্ভী জরাসন্ধ শূর?
সমযোগ্য যোদ্ধা তার নাহি এ ধরায়?
ভাল—ভাল কৃষ্ণ, পরীক্ষা লইব আজি তার।
যদ্যপি—
যদ্যপি সমরে তারে নাহি পারি পরাজিতে,
যদ্যপি রাম ভুজ বেগ দুষ্ট পারে নিবারিতে,
যদ্যপি ধরিয়া বলে তার কেশপাশ,
চক্রবৎ ঘুরাইতে না পারি অম্বরে!
তবে কৃষ্ণ পাপমুখ আর না দেখাব কারে।

[বেগে প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বজয়ী বলভদ্র নাহিক সন্দেহ,
জরাসন্ধে পরাজিবে অতি অবহেলে।
যাই আমি—
ঘোর রণে অগ্রজের করি সহায়তা।
এসো দূত।

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

(জরাসন্ধের প্রবেশ।)

জরাসন্ধ। শুভদিন—শুভদিন আজি মম!
পাইব পরমারি আজি রণস্থলে।
রাম কৃষ্ণ! দুর্ব্বৃত্ত বালক!
কৌশলে ক'রেছ নাশ বীর চূড়ামণি কংসে,
অহো—অত্যাশ্চর্য্য কথা,
হিমাচল শৃঙ্গ চূর্ণ মক্ষিকার দাপে!
দেখিব—
দেখিব কত বলে বলীয়ান দম্ভী শিশুদ্বয়?
কোথা রে রাম কৃষ্ণ গোপান্নভোজী গোপাল পালক!
আয় রে বারেক দেখি সমর তাণ্ডবে।

নেপথ্য হইতে বলরাম।
তিষ্ঠ! তিষ্ঠ রে অধর্ম্মী পাপী দুষ্ট দুরাচার!
যমাগার ভাগ্যে তব লিখিয়াছে ধাতা।
পতঙ্গ যেমতি বহ্নি করি অন্বেষণ,
মহানন্দে আত্ম প্রাণ দেয় বিসর্জ্জন,
তেমতি পামর তুই দুর্ব্বুদ্ধির বশে
স্বেচ্ছায় আইলি প্রাণ দিতে রাম করে।
ধর অস্ত্র, কর বীর আস্ফালন বীরমদে মাতি,
বুঝিব শকতি কত তব ভুজযুগে।

জরাসন্ধ। অবোধ অজ্ঞান!
শোননি কি কর্ণে কভু জরাসন্ধ নাম?
হুঙ্কারে যার চরাচর কাঁপে থর থর,
আন্দোলিত সিন্ধুবারি ধনুর্ঘোষে যার—
কি ছার শিশু তুই
ফুৎকারে উড়াতে পারি অম্বর প্রদেশে।
ছল বলে কংসাসুরে বধিয়া দুর্ম্মতি
ভাবিয়াছ মনে বুঝি হইয়াছি বীরেন্দ্রকেশরী?
ঘুচাইব—
ঘুচাইব সে ভ্রম আজি দাম্ভিক বালক
খণ্ড খণ্ড করি তোরে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
দশদিকে নিক্ষেপিব ছিন্ন কলেবর।
অথবা ধরিয়া বলে রণস্থল মাঝে,
নিষ্পেষিত করিব রে ভীম ভুজবলে।
অহো জ্বলে যায় বক্ষঃস্থল—
অস্তি প্রাপ্তি দুই কন্যা বিধবা সম্মুখে
অলক্ষ্যে থেকে কহে কংশ সকরুণ বাণী!
মায়াজাল পাতি দুষ্ট কৃষ্ণ বলরাম,
নাশিয়াছে প্রাণ মোর,
জ্বলে মরি ঈর্ষানলে!
নাশ নাশ ত্বরা সে দোঁহারে!
জামাতৃ হত্যার লহ উপযুক্ত প্রতিশোধ।
আয় রে ব্রজের রাখাল—
আয় ত্বরা রণে!
রণরঙ্গে ভুলি রে মনের জ্বালা।

বলরাম। রণরঙ্গে না ঘুচিবে জ্বালা (বা) যন্ত্রণা,
পাঠায়ে যমালয়ে ঘুচাব বেদন।
ধর অসি।

[উভয়ের অসিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(ক্ষণপরে অসিযুদ্ধ করিতে করিতে সেনাপতি সহ
শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। দুরাশার বশে
রণ আশে আসিয়া পামর
অকালে হারালি প্রাণ।
ফেল ভূমে ধনুর্ব্বাণ,
ত্যজ রে বীর কর শোভি অসি খরসান,
মাগ ক্ষমা,
মান পরাজয়,
দিব ত্রাণ দিবরে অভয়।

সেনাপতি। হা—হা—হা—
অধরে ধরে না হাসি শুনিয়ে ভারতী !
রে গোপাল !
তোর রণে মাগিবে ক্ষমা মগধের সেনাপতি ?
প্রভু যার জরাসন্ধ অজেয় সংগ্রামে,
পদানত ক্ষত্র যত যাঁর বীরদাপে,
আমি তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ;—
শক্তি ধরাধিক শক্তি জাগে হৃদিমাঝে
পলকে জিনিতে পারি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এ তিন ভুবন,

কতক্ষণ—
কতক্ষণ মম রণে রহিবি রে স্থির?
প্রবল বিক্রমে যদি করি আক্রমণ,
ব্রজের রাখাল যাবি পলাইয়া ব্রজে।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা আস্ফালন নাহি প্রয়োজন,
বীরের বীরত্ব নহে বাক্যেতে প্রকাশ,
বীর যেইজন,
বীরত্ব আপন, কার্য্যে করে পরিণত।
দেখাও বীরত্ব রণে—
পুনর্যুদ্ধে হও অগ্রসর।

(উভয়ের যুদ্ধ—পরাস্থ হইয়া সেনাপতির পলায়ন।)

শ্রীকৃষ্ণ। মগধের সেনা ভঙ্গীয়ান রণে!
পলাইল মগধের সেনাপতি;
দেখি এবে,
আর কেবা আছয়ে অরাতী।

[প্রস্থান।

(বেগে দুইজন মথুরাবাসীর প্রবেশ।)

প্র, মথুরাবাসী। পালাও পালাও পালাও! এ রাজ্যে আর থাকা নয় বাবা এ রাজ্যে আর থাকা নয়।

দ্বি, ম, বা,। তাইতো দাদা, যুদ্ধটা যেন মথুরায় ঘরজামায়ে হ'য়ে ঢুকেছে।

প্র, ম, বা,। সে কথা মিথ্যা নয় রে ভাই, কৃষ্ণ বলরাম ওরাই প্রকৃত যুদ্ধ অবতার। আর ঘরজামায়ে হ'য়ে যে ঢুকেছে, সেটাও ঠিক্, কৃষ্ণ মহারাজ জানতো ভায়া, সাবেক রাজা কংশকে

মেরে কুব্জাকে বে ক'রেছে। কাযেই যুদ্ধটা মথুরায় ঢুকে ঘর-জামায়ে হ'য়ে বসেছে।

দ্বি, ম, বা,। যা হোক ভায়া, মথুরায় আর টেকা যায় না। রোজ যুদ্ধ আর রোজ ঘর দোর ভেঙ্গে চুর! ঐ শোন! ঐ শোন! আবার মার মার শব্দ উঠলো। পালিয়ে চল, পালিয়ে চল।

প্র, ম, বা,। কোথা পালাবো দাদা! লেগে গেছে ধাঁধা।

দ্বি, ম, বা,। এই গলি পথটা ধ'রে স'রে পড়ি এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জরাসন্ধ সহ কৃষ্ণ বলরামের অসিযুদ্ধ
করিতে করিতে প্রবেশ।)

জরাসন্ধ। পলা রে মূঢ় গোপ শিশুদ্বয়।
পতঙ্গ হইয়া দুষ্ট—
সাজে কিরে রণ পণ মাতঙ্গ সহিতে?

বলরাম। পতঙ্গে নাশিবে আজি মাতঙ্গের প্রাণ,
থাকে যদি প্রাণে মায়া হরে সাবধান।

কৃষ্ণ। ভেবেছিলে দুরাচার জিনিবে সংগ্রাম,
ভাব নাই যম সম কৃষ্ণ বলরাম।

জরাসন্ধ। আরে রে নির্ব্বোধ রাম কৃষ্ণ!
পাইনু বিস্ময় বড়,
সাবাসী রে তো দোঁহারে—
সদর্পে দাঁড়ায়ে দোঁহে জরাসন্ধ আগে
এখনও বলিছ বাক্য বিষময়?
কেহ পারে নাই বিশাল ধরায়!
সন্নত সতত পৃথ্বী জরাসন্ধ পদে,

কি সাহসে—রে সাহসীদ্বয় ?
এ সাহস বাঁধিয়াছিস বুকে ?
ভাবি তাই মনে।

বলরাম। ভাবিবার ঘটিয়াছে উপযুক্ত কাল,
দেখিছ নিকটে কাল মুরতি করাল।
পুত্র পত্নীগণে এবে ভাব একবার,
এ সমরে আজি তব নাহিক নিস্তার।

জরাসন্ধ। দেখিছ প্রলাপ বুঝি সমর বিকারে,
বিশ্বজয়ী জরাসন্ধে জিনিবে সমরে ?
পশ্চিমে যত্মপি হয় ভানুর উদয়,
সমুদ্র যত্মপি কভু বারি শূন্য হয়,
পৃথিবী যত্মপি কাঁপে মক্ষিকা চাপানে,
তথাপি জিনিতে কেহ না পারিবে রণে।

বলরাম। যত্মপি জিনিতে পারি আঁখির পলকে ?

জরাসন্ধ। তখনি কাটিয়া শির ফেলিব নরকে।

কৃষ্ণ। পণবদ্ধ হ'য়ে রণে হও অগ্রসর,

জরাসন্ধ। হীন মুখে উচ্চ কথা সাজে না বর্ব্বর !

বলরাম। এখনও ভাবিছ না নিজ পরিণাম ?

জরাসন্ধ। ভাবিতেছি মরিয়াছে কৃষ্ণ বলরাম।

কৃষ্ণ। জাগিয়া স্বপন বুঝি হের দুরাচার ?

জরাসন্ধ। স্বপন নহেত সত্য যাবে মৃত্যুদ্বার।

বলরাম। দেখা যাক্ রণে এবে হও অগ্রসর,

জরাসন্ধ। মল্লযুদ্ধে হও ব্রতী দিব যমঘর।

(কৃষ্ণ বলরাম সহ জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ ও ক্ষণপরে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।)

(বিষণ্ন চিত্তে জরাসন্ধের পুনঃ প্রবেশ।)

জরাসন্ধ। বুঝলাম—গর্ব্ব কখনও স্থায়ী নয়। আমি জরা-সন্ধ, একাকী লক্ষ নৃপতিসহ সংগ্রাম ক'রেছি, তাতে টলি নাই, কিন্তু আজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রাম কৃষ্ণের সমরে পুনঃ পুনঃ পরাস্থ হ'লাম! অহো কি লজ্জা! আমার উন্নত শির আজ নত হ'লো! ভাল, এর প্রতিশোধ চাই, পাপিষ্ঠ রাম কৃষ্ণের রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড আমার প্রিয়তমা দুহিতাদ্বয়কে অর্পণ ক'রে, তাদের পতিশোকে সান্ত্বনা দেওয়া চাই। এবার পরাস্থ হ'লাম, আবার দ্বিগুণ উৎ-সাহে মথুরাক্রমণ ক'র্‌বো। তাতেও পরাস্থ হই, তৃতীয়বার আক্রমণের প্রবল আশা থাকবে। দেখবো গোপসন্তানদ্বয় কি প্রকারে মথুরার সিংহাসনে নিরাপদে উপবিষ্ট থাকে।

গীত।

দেখিব দেখিব পুনঃ দারুণ সংগ্রামে।
বুঝিব বুঝিব দুষ্ট কৃষ্ণ বলরামে॥
যদিও সমরে মোরে জিনেছে এবারে,
পাঠাইব পুনঃ রণে শমনের ধামে।
বেজেছে বড় বেদনা অন্তর মাঝারে,
সিংহ পরাজিত হায় শৃগাল সমরে,
জ্বলে যায় হৃদয় এখন অপমানানলে ;—
শান্তিব হৃদয় ব্যথা পুনশ্চ সংগ্রামে॥

যাই—আর কালক্ষেপ বিধি নয়। সৈন্য সেনাপতি কে কোনদিকে পলায়ন ক'রেছে।

[প্রস্থান।

(গাহিতে গাহিতে একজন নাগরী ও নগরবাসীর প্রবেশ।)

গীত।

কালো ধলো ছুটো ছেলে তাদের কাছে আছে কি পার।
যেমনি নাচন, তেমনি শাসন, প্রাণটা নিয়ে পগার পার॥
আমরা যত ব্রজবাসী,
রাম কানায়ে ভালবাসি,
দেখলে মুখের সুধাহাসি, সাধ হয় দিতে হৃদি রাজ্যভার।
জন্মান্তরের কর্ম্ম ভাল,
কানাই বলাই তাইতো এলো,
কংস ধ্বংস তাই গো হ'লো প্রাণে ছুটলো শান্তিধার॥

নাগরী। খুব জব্দ—খুব জব্দ! আর কোথাও শব্দটি নাই।

নগরবাসী। অবাক্—অবাক্! চ'খের পলক প'ড়তে না প'ড়তে সব ফাঁক।

নাগরী। ওরে মিন্সে! ভেবেছিনু কি জানিস? যমের শাসন আবার বুঝি ঘাড়ে এসে প'ড়লো। জরাসন্ধ জামাই মারার শোধ নিতে বিষম রেগে যুদ্ধে লেগেছে, রাম কৃষ্ণ এ যুদ্ধে হয় তো ভেগে যাবে।

নগরবাসী। আরে মাগী তোর বিবেচনার বলিহারী যাই, যে কৃষ্ণ বলরাম পাহাড় পর্ব্বতের মত কুবলয় হাতীর শুঁড় ধ'রে একটানে প্রাণ বধে, তাদের কাছে আবার জরাসিন্ধু লাগে?

নাগরী। আহা—দুটি ভায়ের বেশ নাম! ব'লতে এমনি মিষ্টি লাগে—কানাই আর বলাই।

নগরবাসী। আবার দুটি ভায়ে যখন এক হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন আবার কেমন সাজে দেখেছিস?

নাগরী। আমার কানাই ভাল।

নগরবাসী। আমার বলাই ভাল।

নাগরী। আমি কালো কানায়ে ভালবাসি।

নগরবাসী। আমি ধলো বলায়ে ভালবাসি।

নাগরী। তোমার বলাই, আমার কানাই।

নগরবাসী। তোমার কানাই, আমার বলাই।

উভয়ে সমস্বরে। কানাই বলাই তারাই দুভাই দুটিই একটি প্রাণ।

উভয়ের গীত।

কানাই বলাই তারাই দুভাই দুটিই একটি প্রাণ।
দুটিই একটি প্রাণ গো তাদের দুটিই একটি প্রাণ॥
কানায়ের বরণ বিমল,
বলাই শ্বেত গঙ্গাজল,
সাদা কালো মিশলো ভালো আলো হ'লো সকল স্থান।
কানাই অতি সুকোমল,
বলাই বীরত্বে অনল,
কোমল কঠিন, যুগল নবীন, ধরায় ক'র্‌ছে রূপাদান॥

নগরবাসী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

উন্মাদিনী যশোদা।

যশোদা। সপ্তাহ গেল, সে ধন এলো কৈ? আসবে—আসবে। ননীর স্বাদ মনে হ'লে ননীচোর ছুটে চলে আসবে। ঐ—ঐ! আবার সেই মাগীর বিষ মাখান কথা! ঐ—ঐ! কেড়ে নিলে—কেড়ে নিলে! হায় হায়! ক'ল্লে কি গা—ক'ল্লেম কি? বুকের মাণিক কোলে নিয়ে কোথায় পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম। আর আসবে না, আর পাবো না, আর ডাকবে না; মা বোল বুলি প্রাণভরে শুনবো, সে আশা ভরসা জন্মের মত ফুরিয়ে গেছে। ছি, ছি, ছি, অবাক্, অবাক্! ক'র্‌লে কি, ব'ল্লে কি? এতদিনের লালন পালন একদিনে ভুলে গেল! হতভাগা ছেলে মুখের উপরে ব'লে ফেল্লে,—"আমার আর ব্রজে যেতে বাসনা নাই?" কি ধর্ম্ম! কি কর্ম্ম! সৈবে? সৈবে না—সৈবে না। আমার শাপ লাগতেই হবে, আমি বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পুষেছি! বুক জ্বলে গেল! জ্বলে গেল!

(নন্দের প্রবেশ।)

নন্দ। যশোদে! পাগলিনি! অকারণ দেহ নষ্ট ক'রোনা। কে কার? প্রাণে দেহে এত ঘনিষ্ঠতা—এততেও ঠিক্ আত্মীয়তা থাকে না, দেহ-পিঞ্জর ভেঙ্গে প্রাণ চ'লে যায়, দেহ খাঁচা প'ড়ে থাকে। তাইতে বলি সব অলীক—কাকে আপন ভেবে কার ভাবনা, কার মুখ, কার মুখের মিষ্ট কথা শুনতে আশা ক'র্‌ছো

পাগলিনী? সে কি আর আসবে রাণী? মধুর মা বোলধ্বনি আব তোমার কর্ণকুহর কে শীতল ক'র্‌বে না। মহিষি! সমুদ্রে রত্ন হারিয়েছি, আর পাবো না, আর পাবো না।

গীত।

পাব না আর প্রাণ গোপালে বুঝেছি মনে।
জন্মের মত হারায়েছি হৃদয় নন্দন ধনে॥
বিধি বাম হ'য়ে এবে,
প্রাণাধিক প্রিয় কেশবে,
দিল অন্যজনে তবে দহিতে জীবন,
পালন করি প্রাণ হরি দিয়ে এলাম অন্যজনে॥

যশোদা। তুমি কি ব'ল্‌ছো?

নন্দ। বুঝতে পার্‌ছো না? কৃষ্ণ বলরামকে আর মনের ভিতর এনো না, তারা পরের ছেলে। পর কি কখনও আপনার হয় রাণী?

যশোদা। কে পর? কে পর? এ প্রাণ দেহান্তর হোক, তারপর আমার গিরীধর পর হবে। তুমি জান না গোপরাজ কিছুই জান না, আমার ষোল আনা স্নেহ তাকে দিয়ে ফেলেছি আমি তাকে ছাড়্‌বো? সহজে নয়—প্রাণ থাকতে নয়।

নন্দ। কি ক'র্‌বে উন্মাদিনী? কি উপায় আছে?

যশোদা। বুকে ছুরি মেরে ম'র্‌বো, সে নিষ্ঠুর মাতৃহত্যার ভাগী হবে! সাজা পাবে—আমি দেখবো, সেই শাস্তি দেখে খুব খুসী হবো। ঐ—ঐ—ঐ! বেণু বেজেছে, যাই আমি, গোষ্ঠে আমার প্রাণকৃষ্ণের কত কষ্ট হ'য়েছে। বাছাকে কোলে করি গে।

[প্রস্থান।

নন্দ। গোবিন্দ শোকে সব ভাসলো! যশোদা পাগলিনী, নন্দের অন্ধদশার সূত্রপাত, উপানন্দ নিরানন্দ-নীরে ভাসমান, ব্রজরাখালগণ শয্যাশায়ী, বৃন্দাবনবাসী হ'তে বৃন্দাবনস্থিত পশু পক্ষীকুল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ শোকে আকুল। হা গোকুল জীবন গোপাল! তোর মনে এই ছিল বাপ? তোকে শীতল পানীয় ব'লে পান ক'রে শেষে বৃন্দাবনবাসীগণ আজ হলাহলের ন্যায় যাতনা পেয়ে প্রাণ হারাতে ব'সেছে। অহো—কি মহাপাপ ক'রেছিলাম, এখন সে পাপের কি ভীষণ সাজাই পাচ্ছি। ওকি! করুণ সঙ্গীত নয়? হাঁ—ব্রজবালকগণের সকরুণ বিলাপ সঙ্গীতই বটে। কি মর্ম্মভেদী যাতনা?

(গাহিতে গাহিতে ব্রজরাখালগণের প্রবেশ।)

গীত।

আয় ভাই আয় আয় সবে আয় প্রাণ কানায়ে ল'য়ে যাই।
বিনা গোঠে কানু, না চলিবে ধেনু, বেণুরবে আপনি যায়॥
পীত ধড়া, চারু চুড়া, শিরোদেশে আঁট রে কানাই।
মায়ের কোল, এত কি শীতল, গোঠের খেলা মনে নাই॥
সাজিয়ে এখনি, করেতে পাঁচনি, লয়ে নীলমণি আয় রে আয়।
ভানুর কিরণে চুমিবে বয়ানে দেখবো নয়নে শোভাটি তাই॥

শ্রীদাম। এইটি কি নন্দালয়?

সুবল। পূর্ব্বে ছিল এখন নয়।

শ্রীদাম। এখন কি?

সুবল। কৃষ্ণশূন্য স্থান—যমালয়।

শ্রীদাম। আর বৃন্দাবন?

সুবল। মহাশ্মশান।

শ্রীদাম। মহাশ্মশানে দগ্ধ হ'চ্ছে কে ?

সুবল। বৃন্দাবনবাসীগণ।

দাম। তোমরা পাগল হ'য়েছ। ভুল বকছো—কৃষ্ণ তো এখানে র'য়েছে।

শ্রীদাম। কৈ কোথা রে দাম ?

দাম। কেন আমাদের কাছে, গোপরাজ নন্দের কাছে, তা ছাড়া বৃন্দাবনের সকলের কাছেই তো কৃষ্ণ র'য়েছে।

সুবল। ভাই! কৃষ্ণ থাকলে আমরা কাঁদি ?

দাম। তাতেই তো ব'লছিলাম পাগল হ'য়েছ, ভুল ব'কছো। হাঁ সুবল, এই বৃন্দাবন যখন কৃষ্ণের, এই বৃন্দাবনের যাবতীয় বৃক্ষ লতা তৃণ এবং সজীব যা কিছু প্রতিমূর্ত্তি, সবই যখন সেই কেশবের স্মরণ কীর্ত্তি, তখন কৃষ্ণ বৃন্দাবন চ্যুত কেমন ক'রে ? "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতিঃ" যার কীর্ত্তি আছে, সে তথায় সতত বর্ত্তমান বা সজীব হ'য়ে অবস্থান করে। কেউ আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলে, আমরা যখন "কৃষ্ণ সখা" ব'লে পরিচয় দিব, তখন আর কৃষ্ণসহ আমাদের প্রভেদ কি ? আমরা যখন কৃষ্ণনামে বিকাই, আমরা যখন কৃষ্ণের সামগ্রী, তখন কৃষ্ণ বা আমরা একটি পদার্থ। কৃষ্ণ আমাদের—আমরা কৃষ্ণের, অথবা কৃষ্ণও যা ব্রজরাখালও তা। তাহ'লেই বোঝ, কৃষ্ণের বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বিরহানল কোথায় ?

বসুদাম। কৃষ্ণ শোক নাই যদি, কানাই ব'লে ডাকি, তবে সে কৈ এসে দেখা দিক দেখি।

দাম। ঠিক্ ডাকলে ঠিক্ আসবে।

নন্দ। ওরে আদরের ধন ব্রজরাখালগণ! ডাক দেখি বাপ, তোরা সকলে একবার সমস্বরে ডাক, যদি তোদের ডাকে

খেলার ঝোঁকে নন্দের জীবনানন্দ শ্রীগোবিন্দ ধন এখানে আসে।

দাম। আসবে বৈকি, তাকে আসতেই হবে। নইলে আমরা তার জিনিষ বা সে তবে আমাদের জিনিষ কি ক'রে।

নন্দ। ডাক বাপ, সকলে মিলে একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাক। অনেকদিন দেখি নাই রে সে চাঁদ মুখখানি অনেকদিন দেখি নাই।

রাখালগণের গীত।

আয় রে কানাই আয় রে ভাই নয়নপথে হও উদয়।
সেই ভাবেতে সখা, শিরে শিখীপাখা দেখিব রে শোভাময়॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ।)

গীত।

মনমোহন বৃন্দাবন জীবন জুড়ান মধুর স্থান।
গোলক ভুলিয়া পুলকে আসিয়া এখানে রেখেছি স্থির প্রাণ॥

রাখালগণের গীত।

আয় রে কেশব, এ দেহ শব, তুই রে এ সব দেহের জীবন।
পলে পলে ভাই, তোমারে হারাই, পেলাম আজ হারান ধন॥

কৃষ্ণের গীত।

রাখাল ত্যজিয়া, কি সুখ লাগিয়া, করিব রে পলায়ন।
হৃদি বৃন্দাবন, ক'ল্লে অন্বেষণ, তখনি তো পেতে দরশন॥

নন্দ। সেইটিই ভুল হ'য়েছে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমি কে? অহো—হৃদয় মধ্যে একবার ভাবনা ক'রে দেখলাম, দেখে সব ভুলে গেলাম! তুমি কার পুত্র? তুমি এ নন্দ যশোমতীরও পুত্র নও আর বসুদেব দৈবকীরও পুত্র নও। তুমিই জগৎপিতা।

লীলাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছ। বৃন্দাবন লীলার শেষ ক'রেছ, এইবার মথুরালীলায় মনোনিবেশ ক'রেছ। আমি তোমায় চিনেছি, এতদিন পরে এতদিনে চিনেছি। সদানন্দ প্রিয় গোবিন্দ! এসো বাপ একবার কোলে এসো, আমি পূর্ব্বকৃত যে সকল অপরাধে তোমার নিকট অপরাধী, তোমার কলুষ নাশন ঐ পূত অঙ্গ স্পর্শন ক'রে সে সকল অপরাধ জনিত পাপ হ'তে মুক্তিলাভ করি। (কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ।)

কৃষ্ণ। গোপরাজ! আমার জন্য আকুল হবেন না। যে সময় আমার বিরহ শোক প্রবল হ'য়ে যাতনা দিবে, সে সময় মনস্থির ক'রে আকাশ পানে অথবা আপন হৃদয় পানে লক্ষ্য ক'র্‌বেন, নিলীমাময় গগন বুকে আমার মূর্ত্তি স্ফুরিত হবে, হৃদয়-ক্ষেত্রেও আমার প্রতিকৃতি স্ফুরিত হবে, তাই দেখে সুখী হবেন। নিরাকাররূপে সকল স্থানে সর্ব্ব-সময় আমি বিদ্যমান আছি, তবে কার্য্যানুরোধে আমায় স্বাকারমূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌তে হয়।

নন্দ। অখিলের ধন! তা বুঝলেম। তবে মানবের মন মায়ার সাগরে সতত নিমগ্ন, তজ্জন্যই কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর না হ'য়ে বিচঞ্চল হয়। এখন তবু অনেক পরিমাণে শিক্ষা হ'লো, বোধ হয় পুত্র বাৎসল্য জনিত দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় আর ততো কাতর ক'র্‌তে পার্‌বে না। কেন না—তোমার কৃপায় বুঝেছি, তুমি কারো পুত্র নও।

কৃষ্ণ। ব্রজরাজ! আমি কারো পুত্র নই সত্য, কিন্তু আমি আবার সকলের পুত্র, সকলের পিতা, সকলের মাতা, সকলের ভগ্নি এবং সকলের ভ্রাতা। জগৎ আমার নিকট কেনা, আমি আবার জগতের নিকট কেনা।

নন্দ। জগন্নাথ! এখন কি আমি তোমায় পুত্রভাবে ভাববো।

কৃষ্ণ। ক্ষতি কি। সম্বন্ধ পাতাতে আমি বড় ভালবাসি, সেই জন্যই জগৎ সৃষ্টি ক'রেছি।

নন্দ। কৃতার্থ হ'লাম।

দাম। প্রাণাধিক! আমরা তোমায় কি ভাবে ভাববো?

শ্রীকৃষ্ণ। যে ভাবে ভাবছো, সেই ভাবেই ভাববে, সখ্যভাব ভিন্ন অন্য ভাবে ভাবতে তোমাদের প্রবৃত্তি হবে না।

দাম। সে কথা সত্য।

কৃষ্ণ। এখন দেবী যশোমতীর মনোস্কামনা পূর্ণ ক'রতে হবে। চলুন, যমুনারকূলে যাই। পাগলিনী আত্মহত্যা মনন ক'রেছে। এসো ভাই ব্রজরাখালগণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

(শ্রীমতীর প্রবেশ।)

শ্রীমতী। কোকিল! কি সাধে ডাক? ডেকো না। শ্যাম নাই কুঞ্জে! মধুকর! মধুর গুঞ্জন ভুলে যাও—রাধা একা, শ্যাম নাই কুঞ্জে! শিখী শিখিনী! আর কেন নর্ত্তন? শিখী পাখাধারী হরি চ'লে গেছে—কার মন চুরি ক'রবে? নীরবে কাঁদ! দুঃখের হার গলায় ল'য়ে মথুরার পথে চেয়ে থাক। আর কি আসবে? বিরহ সন্তপ্ত শ্রীমতীর কুঞ্জ আর কি হাসবে? সে আশা বৃথা, বৃন্দাবন লীলার শেষ! তবে আর কেন? কৃষ্ণ সুখে সুখী

শ্রীমতীর কৃষ্ণ বিরহানলে জ্বলে মরা কেন? এ জ্বালা জুড়ানই ভাল।

(গাহিতে গাহিতে সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

এ জ্বালা জুড়ান ভাল।
(কেন শোকেতে আকুল)
যখন নিদয় হ'য়ে চ'লে গেছে সে ত্রিকোণ কালো॥
(কেন রাখবো বল) (কৃষ্ণ শোকাকুল জীবন)

পরিবর্ত্তন সুর।

যাক্ যাক্ প্রাণ মম যাক্ গো এখনি।
সেখানেতে যাক্ চ'লে যথা গুণমণি॥
(আর এখানে কেন) (কৃষ্ণ বিলাসের প্রাণ)
(সুখ আশা তেয়াগিয়ে)॥

শ্রীমতী। তোরা এলি, সে ধন কৈ? তারে এনে দাও।

বৃন্দে। দাও সখি দাও, তারে এনে দাও, সে ধন কোথায় গেল,
বিনা সে রতন, রাধার জীবন, জীবন বুঝি বা গেল।
শিরে শিখীপাখা, রাধানাম লেখা, বাঁকা বাঁকা দু-নয়ন,
মৃদু মৃদুহাসি, বাজাইয়া বাঁশী, যে জন হরিল মন।
যমুনারকূলে, কদম্বের মূলে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
ব্রজ মজাইত, আপনি মজিত, রাধা রাধা সাধা নামে।
কোথা বা সে ধন, করিল গমন, কি বুদ্ধি ধরিল মোরে,
কিছলে ভুলিনু, বুঝিতে নারিনু, তাহারে দিনুলো ছেড়ে।
বিনা শ্যামরায়, যায় প্রাণ যায়, এনে দে তাহারে সখী,
পেলে তারে আর, নয়নের আড়, করিব না বিধুমুখী।

কেমন, এখন এই তো মনের ভাব? চতুরে—চোরে এবারে পেলে আর ছাড়বে না—কি বল, মনের উদ্দেশ্য এই?

শ্রীমতী। বৃন্দে! মনের ভাব যথার্থ তাই।

বৃন্দে। দেখো তবে সাবধান হও! তার মিষ্ট কথায় যেন ভুলো না!

শ্রীমতী। বৃন্দে! সে কি আর আসবে? আর কি আমি কালাচাঁদে পাবো?

বৃন্দে। পাবে শ্রীমতী পাবে। তবে একটি কথা বলি, সে কথাটি তোমায় রাখতে হবে। তুমি সে কপটে অকপটে ষোল আনা প্রাণ দিয়েছ—তাইতে মজেছ, এবার পেলে ষোল আনা প্রাণের কতক অংশ তুমি ফিরে নিও। তা যদি নিতে পার, তাহ'লে আর তোমায় কাঁদতে হবে না। রাধে! তা কি তুমি পারবে?

শ্রীমতী। চেষ্টা ক'রে দেখবো।

বৃন্দে। তুমি পারবে না। তুমি মজেছ—মরেছ, আর বাঁচবে না। কাঁদ্ছো—কাঁদ, ও কান্না ছাড়তে নাই—ছেড় না। শ্যামের প্রেমে যদি কিছু সুখ থাকে—সে সুখ আর কিছু নয়—কান্না! শ্যাম নাম করে যদি কিছু ভাল লাগে, সে ভাল আর কিছু নয় চখের জল! শ্যামরূপ হৃদয়ে ভেবে যদি কিছু আনন্দোদয় হয়—সে আনন্দ আর কিছু নয়—কেবল অজস্র অশ্রু বর্ষণ! তুমি কেন শ্যামকে পাবার ভাণ কর? তুমি তো শ্যামকে চাও না, তুমি চাও শ্যামের বিরহকে।

শ্রীমতী। একি কথা বৃন্দে, আমি শ্যামকে চাই না?

বৃন্দে। কেমন ক'রে চাও? শ্যামকে যে চায় সে কি কখনও মানে ব'স্তে পারে? সে কি কখনও পায়ে ধরাতে পারে?

শ্রীমতী। তাই কি তুমি ভেবেছ—আমি শ্যামকে চাই না?

বৃন্দে। নিশ্চয় তুমি চাও না। শ্যামে আনন্দ নাই, শ্যাম দর্শনে আনন্দ নাই, শ্যাম স্পর্শনে আনন্দ নাই। আনন্দ সুধু শ্যাম বিরহ বিষে জর্জ্জরীভুত হ'য়ে হা শ্যাম! হা শ্যাম! ব'লে ত্রাহি ত্রাহিস্বরে ডাকায়।

শ্রীমতী। তবে আমি শ্যাম দর্শন জন্য শ্যাম অঙ্গ স্পর্শন জন্য পাগলিনী হ'য়েছি কেন?

বৃন্দে। কাকে ভুলাবে রাধে? অন্যজনে সে কথা ব'লো, তুমি শ্যামকে চাইলে শ্যাম এখানে আসে না?

শ্রীমতী। তার প্রমাণ কি বৃন্দে? কে তার প্রমাণ দেবে?

(দূরে কৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। যাকে তুমি চাও না, সেই তার প্রমাণ দেবে। বৃন্দে! সত্য সত্যই সে শ্যামকে চায় না। রাধা শ্যামের আদর জানে না, শ্যাম নামের আদর জানে। তাইতে সেই আদর, বিষের আগুণ হ'য়ে দিনরাত জ্বালিয়ে মারে।

শ্রীমতী। তুমি এসেছ? কপট কঠিন! কঠিন মনে দয়ার সঞ্চার হ'য়েছে?

কৃষ্ণ। এই দেখ বৃন্দে, এখানে এলেই অমনি মিষ্ট ভৎর্সনা! ঐ ভৎর্সনা, লাঞ্ছনার জন্যই তো এখানে আসি না, নইলে কি আমি এখান ছাড়া? একতিল ছাড়া নই।

শ্রীমতী। তোমায় কি ভৎর্সনা ক'ল্লেম?

কৃষ্ণ। ঐ যে কপট ব'ল্লে, কঠিন ব'ল্লে—আর ভৎর্সনার বাকি থাক্‌লো কি?

শ্রীমতী। অভিমানচ্ছলে কথা ব'ল্লে কি ভৎর্সনা হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বনাশ! গা কাঁপছে—শ্রীমতীর মুখে অভিমান

কথা উঠেছে, এইবার যদি দুর্জ্জয় মানের কথা মনে ফুটে উঠে, তাহ'লেই বিপদে প'ড়বো। "দেহি পদপল্লবং" ব'লে আর চরণ ধরে সাধতে পারবো না। বৃন্দে! বিদায় হ'লেম।

বৃন্দে। আমরা তোমায় চাই, আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে হরি?

কৃষ্ণ। এটি যে রাধার কুঞ্জ, এখানে থাক্‌তে নেই।

বৃন্দে। এটি রাধার কুঞ্জ সত্য, কিন্তু কুঞ্জবেহারি! বৃন্দাদি রাধার সখীগণের হৃদয় নিকুঞ্জ তো শূন্য আছে?

কৃষ্ণ। তোমরা কি রাধা ছাড়া? তোমাদেরও বিশ্বাস ক'র্‌তে ভয় পায়।

বৃন্দে। এসো এসো শ্যাম, শ্রীমতীর কণ্ঠমতি! শ্রীমতীর দক্ষিণে এসো। অন্তর চক্ষে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ অনুক্ষণ দেখি, বহিঃশ্চক্ষে অনেকদিন দেখি নাই, একবার যুগলরূপে দাঁড়াও।

কৃষ্ণ। বৃন্দে!

হ্লাহাদিনী শক্তি মোর রাধিকা সুন্দরী,
এ [illegible] সহিতে মিলে সুধাপান করি।

(যুগলভাবে দণ্ডায়মান।)

বৃন্দে। যুগলে সতত রহে ব্রজেন্দ্রনন্দন,
গোপী ভাগ্যে হয় দৃষ্ট **"নিত্য-সম্মিলন"।**

গোপীগণের গীত।

নিত্য নিত্য এইরূপে হয় যেন নিত্য মিলন।
স্বর্ণলতা সহকারে হেরে যেন জুড়ায় নয়ন॥
অনুক্ষণ কিশোরী সনে,
বিহর শ্রীবৃন্দাবনে,

সে যুগল অন্তজনে, দেখিতে কি পাব নয়নে,—
পরম প্রেমিক প্রেমিকাসনে বিচ্ছেদ না ঘটে কখন।
অধিকাবিণী ব্রজগোপিনী,
নিত্য যুগলেব গুণমণি,
নন্দবাজ আব নন্দরাণী, নিত্য পাবে না নীলমণি,—
ভাবিয়া দিবা যামিনী সময়ে পাইবে দবশন॥

(দূরে নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (দূর হইতে) হরিবোল! হরি হরিবোল!!

কৃষ্ণ। ভক্ত-কুল-তিলক নারদ আসছে। তোমরা এখন ক্ষণেকের জন্য অন্তরালে যাও।

[রাধিকাসহ সখীগণের প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। হরিবোল! হরিবোল!!

কৃষ্ণ। এসো এসো নারদ।

নারদ। (বিস্ময়ে) একি! তুমি যে এখানে? এই কত-ক্ষণ দেখে এলাম মথুরায় কুব্জা মন্দিরে র'য়েছ, আবার এরি মধ্যে কখন রাধারকুঞ্জে চ'লে এলে?

কৃষ্ণ। তোমার আগে আগেই আমি আসছিলাম, তুমি কিছু নিদর্শন পাও নাই বুঝি? নূপুরের রব তোমার কানে পৌছায় নাই বুঝি?

নারদ। সে ভাগ্য কি আমার? এই কত আশা ক'রে আসছি বৃন্দাবনে নিত্য-মিলন সন্দর্শন ক'র্‌বো, হঠাৎ সে আশায় ছাই প'ড়লো। নীরদবরণ বাম হ'য়ে বিজলী বরণী রাধাকে সঙ্গিনী সহিতে সঙ্কেত ক'রে সরিয়ে দিলেন। এতেই বেশ বুঝতে পার্‌ছি সৌভাগ্যের জোর কত?

কৃষ্ণ। নারদ! তোমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয়, আমি শ্রীদাম শাপ হেতু একশত বৎসরের জন্য রাধাসঙ্গ ত্যাগ ক'র্‌বো। বিধিপুত্র, বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! তোমাতেও মলিনতার ছায়া পড়ে? হাঁ ভক্ত! রাধাকৃষ্ণে ভেদ হ'লে এই যে মহান্ বিশ্ব, এর যে তদ্দণ্ডেই অস্তিত্ব লোপ হ'য়ে যাবে। মূলশক্তিরূপা রাধিকা, আমি তাকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টি সৃজন ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছি। তবে যে শ্রীদাম শাপও অন্যথা হবে, তা হবে না। লোক জগতে জানবে, যথার্থই আমি একশত বৎসরের জন্য বৃন্দাবন ত্যাগ ক'রেছি। কিন্তু নারদ, রাধাসনে আমার ভেদ ভাব হবার উপায় নাই, আমার রাধাসহ অহর্নিশি মিলন, তা ছাড়া ব্রজগোপিনীগণের জন্য **"ব্রজে আমার নিত্য-মিলন"** হবেই হবে। নারদ, আমি একজনের নই, আমি জগতের। কাযেই সবদিক বাজায় ক'রে আমায় চ'ল্‌তে হয়?

নারদ। দীনবন্ধু! সকলদিক বজায় ক'রে তুমি না চ'ল্‌লে তোমার জগতে আর কে চ'ল্‌বে দয়াময়? তুমি কারে যোগী, কারে ভোগী, কারে রাজা, কারে প্রজা সাজাছো, কারে হাসাছো, কারে কান্নার তুফানে ভাসাছো, তার তত্ত্ব অন্যে কত জানবে, তুমিই জান। তোমার ঐ কার্য্য কারণের তত্ত্ব নিরূপণ জন্য শিব সব ছেড়েছে। পত্নী, পুত্র, সুখ, শোয়াস্তি, আহার বিহার কিছুই নাই। যোগেশ, যোগ-সাগরে সদা মগ্ন, এততেই কি তার বাসনা পূর্ণ ক'রেছ? সৃষ্টি-রহস্য তাঁরে জান্‌তে দিয়েছ? তা দাও নাই। হরি হে! কত কত কোটী কোটী কল্প অতিবাহিত ক'ল্লে পর যে তোমার অনন্ত মহিমার একবিন্দু বুঝতে পারবো, তা জানি না।

গীত।

ধন্য হে তব মায়া ওহে মায়াময়।
কে বোঝে তোমার মায়া এ বিশ্বে হে বিশ্বময়॥
কি ভাবে বিশ্ব মাঝারে,
বিরাজ কর কি আকারে—কে বলিতে পারে,
স্বাকার আকার সব শরাকার বিকার মাত্র মনেতে লয়।
কেহ বলে হে বিশ্বরূপ,
তুমি অতি সূক্ষ্মরূপ—হে জগৎ ভূপ,
কিরূপ শ্রীরূপ তোমার স্বরূপ জ্ঞাত নন মৃত্যুঞ্জয়॥

এখন দীন-দয়াময়, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সে কথাটির উত্তর দিয়ে এই অভক্ত নারদের সন্দেহ ভঞ্জন কর।

কৃষ্ণ। বল।

নারদ। অখিল তারণ। শ্রীচরণ তরী দান ক'রে তো অখিলের অসুর কুলকে ভব-সাগরে ত্রাণ ক'রেছ, তোমার করুণা বলে পৃথিবী প্রায় অসুর ভার বহনে নিস্তার পেয়েছে, কিন্তু অসুর নাশন, একটা অতি দুর্দ্দান্ত অসুর যে এখনও ধরণীদেবীকে যাতনা দিচ্ছে, তার প্রাণ বিনাশন কতদিনে মনন হবে?

কৃষ্ণ। কে সে দৈত্য?

নারদ। জান না মানস দেবতা? সে দৈত্য শঙ্খাসুর।

কৃষ্ণ। স্মরণ হ'লো নারদ! অহো—সে আমার ভক্ত, নারদ! আমি তাকে বধ ক'র্‌বো কিরূপে?

নারদ। সে যে তোমারি বধ্য। তোমাকে নিজ হস্তে তার প্রাণ বিনাশ ক'র্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। নারদ! শঙ্খাসুর যে তোমার প্রিয়শিষ্য।

নারদ। প্রিয়শিষ্য ব'লেইত তার উদ্ধারের জন্য এতদূর ব্যস্ত হ'য়েছি হরি।

কৃষ্ণ। এটি একটি আমার পক্ষে বিপদ উপস্থিত হ'লো, ভক্তঘাতী কীর্ত্তি কেমন ক'রে রাখাবো? নারদ! ত্রেতায় রাবণানুজ বিভীষণ পুত্র ভক্ত তরণীকে বধ কর্‌বার সময় আমার এইরূপ ভাবনা জন্মেছিল।

নারদ। দয়াময়! তরণীকে রামভক্ত ব'লে সকলে জানতো, শঙ্খাসুরকে কৃষ্ণভক্ত ব'লে সকলে জানে না।

কৃষ্ণ। সকলে জানুক বা না জানুক, আমিত বেশ জানি শঙ্খাসুর আমার প্রাণসম প্রিয়ভক্ত।

নারদ। মুক্তিদাতা! তোমার আবার বধ করা কি? বধছলে তোমার হাতে জীব নিস্তার পায়। আর সেরূপ ভক্তকে তুমিও তো যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মুক্তি দিয়ে আস্‌ছো। পরমভক্ত গয়াসুরকে কি ক'রেছিলে ঠাকুর?

কৃষ্ণ। গয়াসুরকে তো হত্যা করি নাই। তার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তার সদ্গতি বিধান ক'রেছিলাম।

নারদ। ভাল, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুকে, রাবণ কুম্ভকর্ণকে ও কেশী কংসকে কি ক'রেছ? তাদের স্বহস্তে নাশ ক'রে পরমামুক্তি দান কর নাই?

কৃষ্ণ। ক'রেছি। এখন বুঝতে পাচ্ছি—আমি অসংখ্য অসংখ্য ভক্তের জীবন স্বহস্তে বিনাশ ক'রেছি।

নারদ। জ্ঞানময়! দোষ গ্রহণ ক'রো না, একটা কথা বলি, তোমাতেও কি অজ্ঞান তিমিরের ছায়া পড়ে? বিশ্বেশ্বর! তুমিই তো সংহার অবতার! ভক্ত বা অভক্তকে তুমি না হ'লে অপরে আর কে সংহার ক'র্‌তে পারে? তোমাতেই উৎপত্তি, তোমাতেই পালন এবং তোমাতেই লয় হ'য়ে যায়। জগন্নাথ! শঙ্খাসুরের প্রতি কৃপা বিতরণ ক'র্‌তে আর যেন কৃপণ হ'ও না।

কৃষ্ণ। নারদ! যা হবার তা হবে। অবিলম্বে আমি ভক্ত শঙ্খাসুরকে নিষ্কৃতি দান ক'র্‌বো।

নারদ। দীননাথ! আমিও নিশ্চিন্ত হ'লাম।

কৃষ্ণ। আশ্রমে যাও নারদ, আমার বিশ্রাম সময় উপস্থিত হ'য়েছে।

নারদ। জগৎ প্রাণ নারায়ণের বিশ্রাম সময় উপস্থিত হ'য়েছে, এ কথা শুনে বিস্মিত হ'লাম।

কৃষ্ণ। নারদ! যে সময় আমার বিশ্রাম লাভ হয়, সে সময় ভবিষ্যৎ কার্য্য চিন্তা আমার উপাসনা কর্‌বার সময়, আমি বিশ্রাম ভানে কার্য্য চিন্তা ক'রে থাকি।

নারদ। কার্য্যময় হরি! বুঝলাম, ধন্য হ'লেম।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কতস্থানে কতভাবে উদয় হ'তে হয় তার নির্ণয় নাই, বৃন্দাবনবাসীর মনস্কামনা পূর্ণ ক'র্‌লাম, এইবার মধুপুরে গিয়ে অনন্তদেব বলরামের কৃষ্ণ বিরহানলে শান্তিজল বর্ষণ করি গে। তবে আমার অন্যমূর্ত্তি মধুপুরে চ'ল্লো, আমি বৃন্দাবনে রৈলাম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ

বসুদেব ও দৈবকী।

বসুদেব। আবার যে সুদিন আসবে এ ধারণা কার মনে ছিল পত্নী? সেই কারাগার! সেই তমসাচ্ছন্ন কারাগারের নিদারুণ যাতনা! অহো—সে যাতনা স্মরণ হ'লে হৃদ্‌পিণ্ড শুষ্ক হ'য়ে উঠে।

দৈবকী। অতীত দুঃখের কথা আর তুলবেন না। আমার রাম কৃষ্ণ দীর্ঘজীবি হোক, তাদের বাহুবল দ্বিগুণ প্রবল হ'ক্।

বসুদেব। পত্নি! অনাথবন্ধু ভগবান আমাদের সে যাতনা হ'তে রক্ষা ক'রেছেন, অন্তরে অন্তরে নিরন্তর সেই দুর্জ্জন-দলনকারী মধুসূদনকে ধন্যবাদ দাও। মনে কর যে কংসের দাপে চরাচর থর থর কম্পিত হ'য়েছিল! যার ভুজবল প্রতাপে বাসুকীর শির অবনত হ'য়েছিল, সেই মহাদম্ভীকে কি কখনও দুটী নবনী-গঠিত বালকে সংহার ক'র্‌তে পারে? সব যেন সেই কৃপাসিন্ধুর খেলা, লক্ষ লক্ষ জীবের আর্ত্তনাদ, দেব-দ্বিজের রোদনধ্বনি! স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ভীষণ ভীষণ পাপের দুর্দ্দমনীয় প্রবলতা সেই পাপহারী নারায়ণের চরণে আর সহ্য হ'লো না। ভব-শঙ্কা-নাশন জনার্দ্দন তাই—বৎস রাম কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য ক'রে কংস-ঘাতন ক'রেছেন।

দৈবকী। সে কথা সত্য—স্বামিন্! একদিন স্মরণ হয় কি, যে দিন নিদারুণ কংস স্বহস্তে আমাদের উভয়কে বেত্রাঘাত করে?

বসুদেব। মনে আছে দৈবকী সব মনে আছে, মুক্তাফলের ন্যায় হৃদয়ে আঁকা আছে।

দৈবকী। সেই বেত্রাঘাতের অসহ্য যাতনায় যখন উভয়ে পরিত্রাহিস্বরে মধুসূদনকে ডাকতে লাগলাম, তখন কারাগারে কি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল স্মরণ হয় কি?

বসুদেব। আহা! আহা! সে দিন কি অপরূপই দেখে-ছিলাম পত্নী!

দৈবকী। দেখলেম, সহসা যেন কারাগার আলো হ'য়ে উঠলো।

বসুদেব। তখন ভাবতে লাগলাম কারাগারে কি চাঁদের উদয় হ'লো?

দৈবকী। আহা! সে চাঁদের আলোতে প্রাণের ভিতর আলো ছুটলো।

বসুদেব। ততো যে কংসকর্ত্তৃক প্রদত্ত যাতনা ভার, সে ভার যেন কোথায় চ'লে গেল। বক্ষের গুরুভারপাষাণ যাতে প্রাণসংশয় হবার উপক্রম হ'তো, সে পাষাণ ভার যেন তুলা অপেক্ষাও লঘু ব'লে মনে হ'লো, হস্ত পদের শৃঙ্খল তাও যেন শিথিল হ'য়ে গেল।

দৈবকী। সব মনে প'ড়ছে নাথ, আমি তখন আনন্দমনে ব'লেছিলাম—কে বাপ তুমি? দয়া ক'রে এ কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী-দের প্রতি মুখ তুলে চাইলে?

বসুদেব। আহা কি মধুস্বর! তেমন মধুমাখা কথা আর কি শুনবো?

দৈবকী। কেমন স্নেহমাখা বোলে ব'লেছিলেন, মা! আমি তোমার ছেলে! আমাকে কোলে কর।

বসুদেব। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! ও দৈবকী! ও পত্নী! আমরা ক'রেছি কি ক'রেছি কি? কৃষ্ণ কে? আমরা যাকে আমাদের পুত্র ব'লে জানি, সে কৃষ্ণ কে? স্মরণ কর—স্মরণ কর! অহো—মায়াতে আচ্ছন্ন হ'য়ে মায়াময়কে ভুলেছি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমি যে সেই ধন, কারাবদ্ধ-বদ্ধা বসুদেব দৈবকী যে ধনকে দর্শন ও স্পর্শন ক'রে সকল ক্লেশ ভুলেছিল, তুমি যে সেই কষ্টহারী দীনবন্ধু হরি! তুমি যে ক্ষীরোদ সাগরস্থিত সর্প-কোল-শায়িত যোগারাধ্য যোগরূপ নারায়ণ!

দৈবকী। নাথ! আমারও মায়াজালের বন্ধন কাটলো। আমিও বুঝতে পারছি, সেই লোক-পালক স্বয়ং বিষ্ণুই কৃষ্ণ! সেইরূপ, সেই কণ্ঠস্বর, সেই মনমোহন মধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি, সেই সব।

বসুদেব। অহো-কত পাপ—কত পাপ! কি সর্ব্বনাশই ক'রেছি? পুত্র ভেবে জগন্নাথকে ইচ্ছামত কত কথাই ব'লেছি।

দৈবকী। এ মহাপাপের কিসে শান্তি হবে নাথ?

বসুদেব। আর অন্য কি উপায়ে এ পাপের শান্তি হবে প্রিয়ে? কৃষ্ণের নিকট পাপ ক'রেছি, সে পাপ কৃষ্ণ নামেই খণ্ডন হবে। এসো আমরা পতি-পত্নীতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করি। জগৎ দুর্ল্লভ কৃষ্ণনামে সকল পাপ নষ্ট হবে।

উভয়ে সমস্বরে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

(রাম কৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। আকুল প্রাণে কেন ডাক্‌ছেন?

বসুদেব। কে—পরম-পুরুষ নারায়ণ?

কৃষ্ণ। একি পিতা, একি ভ্রম? (স্বগত) পূর্ব্বকথা আজ এদের মনে হ'য়েছে। এ জ্ঞান এখনি নষ্ট করি, নতুবা আমার নরলীলা পূর্ণ হবে না। মায়া দ্বারায় এদের মোহিত করি।

বলরাম। কেশব! কি চিন্তা ক'র্‌ছো? এরপর শুভ সময় অতিবাহিত হ'য়ে যাবে।

কৃষ্ণ। দাদা! আপনিই মনোভাব ব্যক্ত করুন্।

দৈবকী। বাপ রাম কৃষ্ণ! দুটি ভায়ে কি মনন ক'রে পিতা মাতার নিকট এসেছ? শীঘ্র মনোভাব প্রকাশ কর। আমার বড় ভয় হ'চ্ছে, পাছে আবার "ব্রজে যাবার কথা উল্লেখ কর।"

বসুদেব। (বিস্ময়ে) একি হ'লো? দৈবকী! আমার মনে সহসা এরূপ ভাবান্তর জন্মালো কেন? এখনি একটু পূর্ব্বে কি এক দেবভাবে হৃদয় পূর্ণ ছিল, কিন্তু আচম্বিতে সে পবিত্র ভাবটি অন্তর হ'তে সরে গেল। তোমার কি এরূপ হয় নাই দৈবকী?

দৈবকী। স্বামিন্! আপনার মনের অবস্থা যেমন হ'য়েছে, তদনুরূপ আমারও মনের ভাব ঘটেছে। কি যেন কি হারায়ে গেল এমনি মনে হ'চ্ছে।

বসুদেব। কি জানি পত্নী কিছুই বুঝতে পারলাম না। দেবদেব নারায়ণ তা জানেন। (রাম কৃষ্ণের প্রতি) ভাল রাম কৃষ্ণ! তোমরা উভয় ভ্রাতায় তোমাদের পিতা মাতার ভাবান্তর অবস্থার কি বুঝেছ?

কৃষ্ণ। না পিতঃ, আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত নই, তবে আমরা এইমাত্র জানি, আপনারা উভয়েই আপনাদের পদ-সেবক এই রাম কৃষ্ণকে সমস্বরে আহ্বান ক'র্‌ছিলেন।

বসুদেব। কেন আহ্বান ক'র্‌ছিলাম—তার কারণ কি?

কৃষ্ণ। সেবকদ্বয় সে বিষয় অবগত নয়।

বসুদেব। যাক্—আর চিন্তা ক'র্‌তে পারি না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বৎস রাম কৃষ্ণ! তোমরা কি অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য আমাদের নিকট এসেছ বল।

বলরাম। পিতঃ! আমরা উভয় ভ্রাতায় যদুকুলাচার্য্য মহাত্মা গর্গ কর্ত্তৃক উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হ'য়ে দ্বিজত্বলাভ ক'রেছি। এ সময় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ কিছুদিন গুরুকুলে বাস করা বিশেষ বিধি। আপনাদের অনুমতি হ'লে আমরা দুই ভ্রাতায় কিছুদিনের জন্য গুরুগৃহ আশ্রয় করতঃ পবিত্রতা লাভ করি।

দৈবকী। না বাপ না, প্রাণ থাকতে আর তোদের অন্য-স্থানে যেতে দেব না। আমি একবার হারিয়ে এতদিন পর্য্যন্ত হা পুত্র! হা পুত্র ক'বেছি, আর নয়নান্তরাল ক'র্‌বো না, আর তোদের কোন স্থানে যেতে দেব না। ওরে রাম! ওরে কৃষ্ণ! আমি পুত্রবতী হ'য়ে পুত্র হীনার মত নিশিদিন কেঁদেছি—পুত্র-শোকে আমার বুক জ্বলে গেছে। হায় হায়! কার কোলের মাণিক ল'য়ে এতদিন নন্দ যশোমতী সুখী হ'য়েছিল।

গীত।

কব কি দুঃখের কথা বুক জ্বলে যায়।
প্রসবিয়ে কৃষ্ণধনে দিতে হ'লো তাদের বিদায়॥
দশমাস দশদিন,
তনু ক্ষীণ দিন দিন,
হ'য়ে শেষে বিধির অধীন হৃদয় ধনে হারাই হায়।
নন্দ আর যশোমতী,
মম ধনে লয়ে প্রীতি,
সুখেতে করিল বসতি, পুত্রবতী হয়ে ধরায়॥

বলরাম। মাতঃ। বৃথা চিন্তাকে মনে স্থান দেবেন না। শীঘ্র আমরা প্রত্যাগমন ক'রে আপনাদের চরণ বন্দনা ক'র্‌বো।

কৃষ্ণ। জননী। পুত্রের কর্ত্তব্য পালনে বাধা দান করা উচিত নয়। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে গৃহে অবস্থান করা অবিধি, তদ্ব্যতীত আমাদের বিদ্যা ও অন্যান্য অধ্যাপিত কার্য্য কিছুই শিক্ষা হয় নাই। কোন শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ সমীপে গমন করতঃ আমাদের মনোরথ পূর্ণ ক'র্‌বো।

দৈবকী। প্রাণাধিক কৃষ্ণ। তোমরা প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়, প্রাণকে সচ্ছন্দে বিদায় দিতে পারি, তথাপি তোমাদের বিদায় দেওয়া তো দূরের কথা, নয়ন ছাড়া ক'র্‌তে ভরসা করি না। বাপ কোথায় যাবে? তোমাদের খুল্লতাত অক্রূর সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, তোমরা দুই ভায়ে দেবর অক্রূরের নিকট বিদ্যা শিক্ষা কর। তাতেও যদি মনঃপূত না হয়, বল—কোথায় কোন্ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ তোমাদের শিক্ষা গুরুপদে ব্রতী হ'লে তোমাদের চিত্ত পরিতুষ্ট হবে, অবিলম্বে সে দ্বিজবরকে মথুরায় আনয়ন করাই।

কৃষ্ণ। স্নেহময়ি। অতি অল্পদিনের জন্য পুত্র-বিরহ শোকবেগ সহ্য ক'র্‌তে হবে। নতুবা মানব জীবনের দুটি প্রধান কর্ত্তব্য চ্যুত হ'য়ে আমাদের লোক সমীপে ও ধর্ম্ম সমীপে বিশেষ নিন্দিত এবং দণ্ডিত হ'তে হবে। দেবি! আপনার যে প্রকার অনুমতি হ'লো তাতে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে। পিতৃদেব সকল বিষয় অবগত আছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন্।

বসুদেব। পত্নি! নয়নানন্দ রাম কৃষ্ণের উক্তি ন্যায় সঙ্গত। সেচ্ছায় গুরু নির্ব্বাচন করা ধর্ম্মত বিধি, তা ছাড়া ব্রহ্মচর্য্য হেতু

গুরুগৃহে অবস্থান করাও সনাতন ধর্ম্ম। তবে স্নেহাধিক্য বশতঃ আমরা নানারূপ আপত্তি উত্থাপন ক'রছি মাত্র।

বলরাম। আর্য্য! খুল্লতাত অক্রুর প্রবাস গমন হেতু শুভ-ক্ষণ নির্ণয় ক'রে দিয়েছেন, আমরা আর সময় নষ্ট ক'রতে পারছি না। আপনারা প্রসন্ন মনে অনুমতি করুন, আমরা দুই ভায়ে শুভযাত্রা করি।

দৈবকী। প্রাণাধিক! সত্য সত্যই তোরা অভাগিনীকে অন্ধ ক'রে যাবি? বাপ আমার দু-নয়নের দুটি তারা তোরা দুটি ভাই। কেমন ক'রে তোদের ছেড়ে শূন্য ভবনে শূন্য প্রাণে থাকবো বাপ?

কৃষ্ণ। কতদিন মা?

দৈবকী। কোন দেশে যাবি বাপ?

কৃষ্ণ। খুল্লতাত আদেশ ক'রেছেন, অবন্তী নগরবাসী কশ্যপ গোত্রজ সান্দীপনী মুনির নিকট গমন ক'রতে অভিলাষ—খুল্ল-তাতের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রবো।

বলরাম। আর্য্য! তবে আমরা উপস্থিত বিদায় হই। (উভয়ের বসুদেবকে প্রণাম করণ।)

কৃষ্ণ। মা! তবে আমরা আসি। (উভয়ের দৈবকীকে প্রণাম।)

দৈবকী। বাপ রাম কৃষ্ণ রে! তোদের মনোবাসনা পূর্ণ হোক।

বসুদেব। পারিষদ এবং ভৃত্যাদির প্রয়োজন হবে কি?

বলরাম। আজ্ঞে না।

বসুদেব। পথ প্রদর্শক?

বলরাম। তারও আবশ্যক নাই।

বসুদেব। বিশেষ সাবধান হ'য়ে যেও। দুর্বৃত্ত জরাসন্ধকে আমার বিশেষ ভয়!

বলরাম। আপনাদের আশীর্ব্বাদে এ জগতে রাম কৃষ্ণের ভয়োৎপাদন ক'রে এমন ব্যক্তি কে আছে? জরাসন্ধ তো অতি তুচ্ছ।

দৈবকী। বাপ রাম কৃষ্ণ! আর একটু দাঁড়া। আমি একটি কাজ ভুলেছি, তোদের রক্ষা বন্ধন ক'রে দিই নাই, আয় আয় যাদুমণি, তোদের রক্ষা বন্ধন ক'রে দিয়ে মা মঙ্গলার চরণে সঁপে দিই। (রক্ষা বন্ধন।)

বলরাম। (স্বগতঃ) আহা—করুণাময়ী মার অন্তরে কি করুণা! জগতের করুণারাশি একাধারে মার অন্তরেই সন্নিবেশিত আছে। মাই করুণাময়ী, মাই স্নেহময়ী, মাই দয়াময়ী। দেবী দৈবকী প্রবাস গমনোদ্যত সন্তানের রক্ষা বন্ধন ক'রে দিচ্ছেন—সন্তান বিপদ ভয় হ'তে রক্ষা পাবে ব'লে। আহা—পুত্রমাতা দৈবকী গো। তোর পুত্র যে কেমন পুত্র তার তত্ত্ব তুই কিছুই জানিস না। সাধ্বে! তোর পুত্রের রক্ষা বন্ধন ক'রছিস কি মা, তোর পুত্রই জগৎ রক্ষা ক'রছে, তোর পুত্রের নাম একবার স্মরণ ক'রে শমন করে জীবগণ রক্ষা প্রাপ্ত হ'চ্ছে।

কৃষ্ণ। মাতঃ! আপনার রক্ষা বন্ধন কার্য্য সমাধা হ'লো কি?

দৈবকী। রক্ষা বন্ধন শেষ হ'য়েছে। বাপ্ এইবার শুভঙ্করী শঙ্করীর শ্রীপাদপদ্মে তোদের রক্ষাভার অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হবো। কোথা গো সর্ব্বমঙ্গলে বিশ্বপালিনী উমে! কোথা গো সর্ব্বব্যাপিনী শিব-সিমন্তিনী ভীমে! কোথা মা বিঘ্ননাশিনী সর্ব্বাপদ খণ্ডিনী সুখদে! কোথা মা অভয়ে আশ্রিত পালিনী

মোক্ষদে! কোথা তারা ভয়হরা ভবানী! কোথা দীন-দয়াময়ী অনাথ তারিনী! কোথা মা দুর্গে! কোথা মা তারা! কৃপা-নয়নে চাও মা একবার।

স্তব।

প্রাণের নন্দন, রাম কৃষ্ণধন,
করিছে গমন এবে।
কি হবে কি হবে, ওমা ওমা শিবে,
ভয়েতে মরি মা ভেবে॥
শত্রু চারিধারে, বেড়াইছে ঘুরে,
বিপদ ঘটাতে মোর।
বিপদনাশিনী, রেখো নিস্তারিণী,
নিতেছি স্মরণ তোর॥
বিদেশে বিপাকে, অরাতির কোপে,
অরণ্যে অনলে জলে।
যেন না হারাই, কানাই বলাই,
না ভাসি নয়ন জলে॥

মা! মা! বিরূপাক্ষ-বক্ষ-বিহারিণী! দুখিনীর সন্তান দুটিকে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদায়ে রক্ষা কর মা।

গীত।

রেখ মা বিপদে বিজয়ে।
আমার অমূল্য রতন, রাম কৃষ্ণধন, করিনু অর্পণ তোর রাঙ্গা পায়ে।
ওগো জগত জননী, জগত পালিনী, জগত ব্যাপিনী অভয়ে।
তুমি জগতের মা, ওমা মহামায়া, মায়ের মায়া দেখ ভাবিয়ে॥
তোমার চরণ, করিয়ে স্মরণ, করি মা প্রেরণ সভয়ে।
দেখ মা সর্ব্বাণী, দু-নয়নমণি, রেখো নিস্তারিণী বিপদভয়ে॥

এইবার নিশ্চিন্ত হ'লাম। আর আশঙ্কা নাই, মা ভব-শঙ্কা-নাশিনী ভবরাণী আমার রাম কানায়ের স্বহায় হবেন।

কৃষ্ণ। মা! এইবার আমরা আসি।

দৈবকী। এসো বাবা। তবে একটা কথা ব'লে দিই, মনে রেখো। দেখ বাপ যখন কোন বিপদাশঙ্কা মনোমধ্যে উদয় হবে, তখন অবিরাম মুখে দুর্গানাম উচ্চারণ ক'র্‌বে। দুর্গানামে দুঃখ ভয়, শোক, তাপ সব দূরে যায়।

কৃষ্ণ। ভাল কথা। আপনার কথা আমরা কদাচ বিস্মৃত হ'বো না। তবে আসি।

দৈবকী। দুর্গা দুর্গা ব'লে শুভযাত্রা কর।

রাম কৃষ্ণ। (সমস্বরে) দুর্গা দুর্গা !!

[প্রস্থান।

দৈবকী। মা হররাণী হৈমবতী গো! তোমার করুণাবল লাভ ক'র্‌বো আশায় পাষাণে বুক বেঁধে আমার হৃদয় নিধিদের বিদেশে ছেড়ে দিলাম। দেখো মা, মায়ের প্রাণে যেন ব্যথা না লাগে।

বসুদেব। এসো পত্নী, নারায়ণ পূজার সময় হ'য়ে এলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাগর-গর্ভ।

শঙ্খাসুরের ভবন।

শঙ্খাসুর।

শঙ্খাসুর। গুরুবাণী কৈ সফল হ'লো? একে একে কাল-গর্ভে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। হা দীনবন্ধু হরি! এই দীন হীন দৈত্যের দিন কি এই ভাবেই গত হবে? অহো— শাপানলের জ্বালা আর সহ্য হয় না! কি নিদারুণ অভিসম্পাত! একবিন্দু অপরাধে কঠিন কঠোর দণ্ড-বিধান। আমি পুষ্পমেঘ গন্ধর্ব্ব, পঞ্চ পত্নীসহ একদিন চিত্রক পর্ব্বতে বিহার ক'রছিলাম। পূর্ব্বে জানতেম না যে, চিত্রক পর্ব্বত প্রান্তে মহাতপা মৈত্রেয় তপোরত ছিলেন। আমার তৃতীয় পত্নী হেমবর্ণা গন্ধর্ব্বী আমার অনুসরণ ক'রতে ক'রতে সেই অনলমূর্ত্তি ঋষিগাত্রে স্বীয় অঞ্চল আঘাত করে, রমণী অঞ্চল স্পর্শন মাত্রেই উগ্রতপার তপোভঙ্গ হয়। নেত্রপাত মাত্র সম্মুখে হেমবর্ণাকে দর্শন করতঃ ক্রোধান্ধ হ'য়ে অভিসম্পাৎ করেন যে, মূর্খ পতিসহ পঞ্চ কামিনী এই দণ্ডে পবিত্র গন্ধর্ব্বদেহ ছেড়ে কদর্য্য দানব দানবীমূর্ত্তিতে পরিণত হও। হেমবর্ণা সরোদনে ঋষি শাপবার্ত্তা আমায় ব'ল্লে, আমি তৎক্ষণাৎ ঋষিপদে পতিত হ'য়ে মুক্তি ভিক্ষা ক'রলেম। তাঁতে তপস্বী প্রধান আমায় ব'ল্লেন—ভগবান কৃষ্ণ তোমায় হত্যা ক'রে মুক্তি দেবেন। আর তোমার পঞ্চ পত্নীও সেই মাধবমূর্ত্তি অবলোকন করতঃ মুক্ত হবে। তদ্ব্যতীত মহাত্মা মৈত্রেয় আর

একটি কথা ব'লে দিলেন, দেবর্ষি নারদকে গুরুপদে বরণ ক'রো তিনি তোমার উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দেবেন। ব্রহ্মশাপ হেতু তখনি কদর্য্যভাব কদর্য্যবেশ প্রাপ্ত হ'য়ে সাগর-গর্ভে প্রবেশ ক'র্‌লাম। কিছুদিন পরে পত্নীগণসহ আপন প্রাক্তন ফল চিন্তা ক'র্‌ছি। এমন সময় সৌম্যমূর্ত্তিধারী দেবর্ষি তথায় উপস্থিত হ'লেন। যথাবিধি তাঁর পদ-বন্দনা ক'র্‌লেম এবং নিজের দুরাদৃষ্টের কথা আনুপূর্ব্বিক ঋষি চরণে নিবেদন ক'র্‌লাম। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ব্বেই যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হ'য়েছিলেন। দয়াময় ঋষিরাজ প্রসন্ন চিত্তে ব'ল্লেন, ভয় নাই। তুমি শঙ্খমূর্ত্তি ধারণ করতঃ প্রভাসতীর্থে অবস্থান করগে। দ্বিজোত্তম সান্দীপনির শিশু পুত্র মধুমঙ্গলসহ প্রভাসতীর্থে আগমন ক'র্‌লে তুমি কৌশলে সেই মুনিসুতকে অপহরণ ক'রে লয়ে আসবে, পরে যে সময় আমি সেই বালক হত্যার জন্য তোমাকে আদেশ দেব, তুমি তখন তাকে বধ ক'র্‌বে, সেই ব্রাহ্মণ কুমারের বধান্তেই তোমারও মুক্তিলাভ হবে। ঋষিবাক্য সার করতঃ মুনিকুমার মধুমঙ্গলকে আমি স্বপুরে অপহরণ ক'রে আনলেম। সেও প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হ'যে গেল। তারপর গুরুদেবও আর এলেন না, আমারও কৈ মনোস্কামনা পূর্ণ হ'লো না।

(দৈত্যপত্নীর প্রবেশ।)

দৈত্যপত্নী। এই যে—নাথ এখানে র'য়েছেন।

শঙ্খাসুর। এসো মহিষী এসো।

দৈত্যপত্নী। নির্জ্জনে কি চিন্তায় মগ্ন ছিলেন?

শঙ্খাসুর। আর কি চিন্তা প্রিয়তমে? সেই চিন্তা! ব্রহ্ম-বিষের জ্বালা হ'তে কিরূপে উদ্ধার হবো—সেই চিন্তা!

দৈত্যপত্নী। সে চিন্তায় নিশ্চিন্ত হোন।

শঙ্খাসুর। কেন কেন প্রিয়ে! আজ হর্ষভরা মুখে এ কথা ব'ল্লে কেন?

দৈত্যপত্নী। নাথ! আমাদের উদ্ধার বিষয়ের সু-সংবাদ আপনাকে শুনাবো।

শঙ্খাসুর। কি সু-সংবাদ প্রিয়তমে? শীঘ্র বল।

দৈত্যপত্নী। স্বামিন্! আপনি যেমন প্রতিনিয়তই মনো-দুঃখে কালযাপন করেন, এ দাসীও তদ্রূপভাবে সময় পাত করে থাকে। আজ মধ্যাহ্নকালে একাকিনী বসে আপনাদের পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের বিষয় ভাবছি। মুনিকুমার মধুমঙ্গল আমার কোলে উপবিষ্ট আছে। এমন সময় একটি অতি বৃদ্ধা রমণী যষ্টিতে দেহভার সংন্যস্ত করতঃ ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে দাঁড়া-লেন। আমি ত্রস্ত হ'য়ে প্রাচীনাকে আসন প্রদান করে উপ-বেশন ক'র্‌তে অনুরোধ ক'ল্লেম। বৃদ্ধা উপবিষ্টা হ'লেন। আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, উত্তর দিলেন। মা! আমার পরিচয় সুধাচ্চো কি? আমি যে তোমার বিশেষ পরিচিত! আমি বিস্মিত হ'য়ে ব'ল্লেম, কৈ মা! তোমাকে তো আমি কখনও দেখি নাই! বর্ষিয়সী একটু হেসে ব'ল্লেন, সেকি বাছা, আমাকে দেখ নাই কি? আমাকে তুমি অনুক্ষণ দেখছো—আমাকে অনুক্ষণ ভাবছো, আমিও অনুক্ষণ তোমার সঙ্গে আছি। বয়োধিকার কথায় আমার মনে দারুণ বিস্ময়ের উদ্রেক হলো। আমি বিনয়পূর্ণ বাক্যে ব'ল্লেম, আপনি কে মা? এ গুণ জ্ঞান বিহীনা দৈত্য কামিনীর সঙ্গে ছল কথা প্রয়োগ ক'র্‌ছেন, আমি কথঞ্চিৎ বুঝতে পারছি, আপনি মানবী অথবা দানবী নন, নিশ্চয় কোন দেবী হবেন, আপনার অঙ্গের জ্যোতি তার সুস্পষ্ট

প্রাণ দিচ্ছে। বিশেষতঃ এই ভীষণ সাগর-গর্ভে কোন মানবীর আগমন সম্ভবে না, তা ছাড়া অন্য কোন দানবীরও এ স্থানে আসবার অধিকার নাই। আপনি সামান্যা বৃদ্ধা হ'লে এ স্থলে কোনক্রমে আসতে পারতেন না। নিশ্চয় আপনি কোন অসামান্যা রমণী, কোন অভিসন্ধি আছে, তাই পাপ দৈত্য ভবনকে পবিত্র ক'রেছেন। বৃদ্ধা আমার কথা শুনে তুষ্ট হ'যে মিষ্টবাক্যে ব'ল্লেন—আমি কে জানিস মা—আমি "লিপি বা নিয়তি" তোদের দুঃখে দুঃখিতা হ'যে ভাবী বার্ত্তা জানাতে এলাম। পুষ্পমেঘসহ তোরা পঞ্চ রমণী শীঘ্র মুক্তি পাবি। দেখিস এই মুনিসুত মধুমঙ্গলকে বিশেষ যত্নে রাখিস, ঐ বালক তোদের মুক্তিসেতু। নাথ! নিয়তিদেবী ঐ কথা ব'লে অন্তর্দ্ধান হ'লেন।

শঙ্খাসুর। প্রিয়তমে। ঐরূপ উৎসাহ বাক্য তো গুরুদেবও ব'লেছিলেন। কিন্তু সে উৎসাহ বাক্যের কোন সুফল না পাওয়ায় আর বিশ্বাস হয় না। এখন এমনি জ্ঞান হয়, আমার ভাগ্যদোষে বুঝি দেবর্ষি নারদের কথাও মিথ্যায় পরিণত হ'লো। জানি না প্রিয়ে জানি না দীনবন্ধু হরির মনে কি আছে।

গীত।

কিছুই তো বুঝিনে।
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু হরির কি আছে মনে॥
দিন দিন দিন গত,
ভেবে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
দীন দেখে দীননাথ, কৃপণ কি কৃপা বিতরণে।
আশাপথ চেয়ে আছি,
আসবেন ব'লে রমাপতি,
সে আশায় নিরাশ অতি হ'তেছি যে দিনে দিনে॥

দৈত্যপত্নী। নাথ! আমাদের মুক্তির সময় নিকট হ'লেই সেই মুক্তিদাতা অনাথ সখা হরি আপনি এসে উদয় হবেন। এরূপ ভাববেন না যে, দেবী নিয়তি এবং দেব নারদের কথা কোনক্রমে মিথ্যা হবে।

শঙ্খাসুর। কতদিন ব'য়ে গেল প্রিয়ে, আর কতদিন এ যন্ত্রণা সহ্য করি।

দৈত্যপত্নী। স্বামিন্! কষ্টের দিন অতীত হয় না। এক একদিন যেন এক এক যুগ ব'লে জ্ঞান হয়।

শঙ্খাসুর। দেখি প্রিয়ে দেখি, আরও কতকদিন সেই পাপ-হারী গোলক-বিহারীর কৃপালাভে বঞ্চিত থাকি।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (দূর হইতে) বৎস শঙ্খাসুর! আর অধিক দিন বিলম্ব নাই, তোমার ভাগ্যাকাশে অবিলম্বেই সুখ-সূর্য্য সমুদিত হবেন।

শঙ্খাসুর। কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! দেবদেব গুরু-দেবের শুভাগমন! আসুন আসুন দেব, অধম শিষ্যের ভবনে আসন পরিগ্রহ ক'রে দাসকে কৃতার্থ করুন। (আসন প্রদান ও প্রণাম করণ।)

দৈত্যপত্নী। দেব! দৈত্যপত্নী আপনার শ্রীচরণে প্রণাম ক'চ্ছে কৃপাকটাক্ষপাতে কৃতার্থ করুন। (প্রণাম করণ।)

নারদ। কমললোচন, শীঘ্র শুভাগমন করে তোমাদের দারুণ দুঃখ বিমোচন করুন।

শঙ্খাসুর। প্রভো! ভবদীয় আশীর্ব্বচন অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু এই হতভাগ্য শঙ্খাসুরের ভাগ্য মন্দ ব'লেই আশঙ্কা হয়।

নারদ। বৃথা ভয় বৃথা চিন্তা ত্যাগ কর। তোমার সম্মুখেই শুভোদয়।

শঙ্খাসুর। তাতো বুঝতেই পারছি। শুভোদয় না হ'লে কি কখনও শুভময় গুরুদেবের উদয় হয়?

নারদ। বৎস! গুরুর উদয় হ'য়েছে, এইবার অনতিবিলম্বেই গুরুর গুরুও উদয় হবেন। তুমি এক্ষণে মুনিকুমার মধুমঙ্গলকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত হও।

শঙ্খাসুর। গুরুদেব! এ কঠোর অনুমতির তাৎপর্য্য কি?

নারদ। তাৎপর্য্য কি, তা তোমার জানবার প্রয়োজন নাই, তবে এইমাত্র জেনে রেখে দাও, গুরু-শিষ্যের মঙ্গলালয় স্বরূপ এবং গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন ও শিষ্যের একান্ত মঙ্গলকর। বৎস! ব্রহ্মহত্যা ভিন্ন ব্রহ্মণ্যদেবকে গৃহে বসে লাভ ক'র্‌তে পারবে না। সেইজন্য ব'ল্‌ছি আর বিলম্ব বিধি নয়, তৎপর ব্রহ্মহত্যা কর।

দৈত্যপত্নী। না প্রভু না, হবে না। আমাদের প্রাণ থাকতে আমরা তা পার্‌বো না, মধুমঙ্গলকে স্নেহ দিয়েছি, সে আমাকে মা ব'লে ডাকে, আমিও তার মুখ দেখলে ইহ-সংসার ভুলে যাই।

নারদ। পাগলিনী! ব্রহ্ম-রক্তপাত ভিন্ন যে তোমাদের উদ্ধারোপায় নাই।

দৈত্যপত্নী। না থাকে না থাকুক। জন্ম জন্মান্তর আমরা দানব দানবী হ'য়ে থাকবো—সেও ভাল, তবু অমন কায ক'র্‌তে পারিবো না।

নারদ। বৎস শঙ্খাসুর! তবে আমি চ'ল্লেম। আমার কথা তিক্ত ব'লেই যখন বোধ হ'লো, তখন তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর। (গমনোৎযোগ)।

শঙ্খাসুর। গুরুদেব! যাবেন না, যাবেন না, অজ্ঞান অধম শিষ্যকে চরণ ছাড়া ক'র্‌বেন না।

নারদ। বৎস! তোমার পত্নীর কথা শুন্‌লে তো?

শঙ্খাসুর। শুন্‌লেম বৈকি। ওর কথায় অসন্তুষ্ট হবেন না।

নারদ। শঙ্খাসুর! এতে আমার সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ নাই। তুমি প্রিয়শিষ্য—তোমার অধোগতি হ'তে যাতে সদ্গতি হয় এমন চেষ্টা করা আমার অতি কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যও পালন ক'র্‌লাম। তারপর ইচ্ছাপূর্ব্বক পঙ্কহ্রদে ডুবে ম'র্‌তে বাসনা কর—মর। আমি কি ক'র্‌বো তার।

শঙ্খাসুর। প্রভো! ব্রাহ্মণ বালকটির হত্যা ভিন্ন কি আর আমাদের মুক্তির কোন উপায় নাই?

নারদ। কোন উপায় নাই।

শঙ্খাসুর। কি সর্ব্বনাশ! হা অনাথবন্ধু হরি! একটি অনাথ ব্রাহ্মণ বালকের উষ্ণ শোণিতে তোমার পরিতোষ লাভ হবে?

দৈত্যপত্নী। ভুল—ভুল! মিথ্যা কথা। স্বামিন্! স্বামিন্! পায়ে ধরি, পাপের প্রবল তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাবেন না, জীবহত্যা! ব্রহ্মহত্যা! মহাপাপ! ও পাপের আর মুক্তি নাই। পূর্ব্বপাপ হেতু আপনি দানবদেহ প্রাপ্ত হ'য়েছেন। আপনার পত্নীগণ দানবীরূপে পরিণত হ'য়েছে। আর ও পথে গমন ক'র্‌বেন না।

গীত।

ক'রো না গমন প্রাণকান্ত পাপপথে একান্ত।
রাখ এ দাসীর কথা চিত্ত কর হে শান্ত॥
কেবা তুমি কিবা হেতু এসেছ এ স্থলে,
পাপানলের জ্বালায় কি হে হইয়াছ ভ্রান্ত।

পাইতে নিস্তার এই যাতনা সাগরে,
পাপের তরণী যদি আরোহণ করে,
তরীতে ত্বরিতে নিস্তার কভু কি সম্ভব;
বাড়িবেক অধিক ব্যথা বুঝেছি নিতান্ত॥

শঙ্খাসুর। রাজ্ঞি! যা ব'ল্‌ছো সব সত্য। ব্রহ্মহত্যাটা যে মহাপাপ, সে পাপের যে আর পার নাই, এ কথা আমি ব'লে কেন, একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুরও তা বোধ আছে। কিন্তু পত্নী—গুরু আজ্ঞা অবহেলা করা সেও তো মহাপাপ! সে পাপে পরিত্রাণোপায় কি?

দৈত্যপত্নী। নাথ! কার্য্য বিশেষে বিশেষ বিধি আছে, মনরূপ তুলাদণ্ডে একদিকে ব্রহ্মহত্যা পাপকে রাখুন, অপরদিকে গুরু আজ্ঞা অবজ্ঞা জনিত পাতককে স্থাপন করুন। পরে ন্যায়-রূপ চক্ষের ধর্ম্মরূপ একাগ্রতা দৃষ্টি বলে নিরীক্ষণ করুন দেখি, কোনটি পাপভারে ভারী হ'য়ে নতভাব ধারণ করে?

শঙ্খাসুর। ব্রহ্মহত্যা গুরুপাপ তাতে সন্দেহ নাই প্রিয়ে! তবে এক কথা বুঝে দেখ, গুরুদেব আমাদের পরমদেবতা, সে দেবতার কথা আমাদের অন্যথা করা উচিত নয়। প্রিয়তমে! দেবলীলা কে বোঝে? হয় তো রাজ্ঞি এমন হ'তে পারে, হয় তো সর্ব্বনাশ ছলেই আমাদের কল্যাণ বিধান মনন ক'রে থাক্‌বেন।

নারদ। বৎস শঙ্খাসুর! বুঝে দেখ, যেমন জাহ্নবী জলে জাহ্নবী সন্তুষ্টা হন, বিকার বিষ, বিষাক্ত ঔষধে ক্ষয় হয়, এও তেমনি জানবে, ব্রাহ্মণের শাপ ব্রাহ্মণ রক্তপাতেই মোচিত হবে।

দৈত্যপত্নী। প্রভু! প্রভু! পদাশ্রিতা দাসীর বাচালতা অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বেন। দয়াময়! সকল স্থানের সমান বিধি

নয়। বিকার বিষ বিষাক্ত ঔষধে ক্ষয় হয় ব'লে ব্রহ্মশাপ ব্রহ্ম-হত্যায় যাবে না প্রভু! এ কায ক'রলে এইরূপ ফললাভ ঘটবে, মসীমাখা দেহ, মসীময় জলে ধৌত ক'রে অতিরঞ্জিত করা হবে, তাতে দেহস্থিত মসী ঘুচবে না প্রভু!

নারদ। তুমি কি আমাপেক্ষা জ্ঞান সম্পন্ন? আমি কে তাকি তুমি জান না? পরমপিতা পদ্মযোনী সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হ'য়ে আমার নিকট জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকেন। তুমি সামান্য স্ত্রীলোক—কি জান? কতটুকু জ্ঞান তোমার? সতর্ক হও—নিরুত্তরে রও। তোমরাই সর্ব্বনাশী! তোমাদের সংসর্গে থেকেই প্রিয়শিষ্য শঙ্খাসুরের এ অধোগতি ঘটেছে। রমণী মোহিণী আকারে জগৎ ধ্বংসের কারণ স্বরূপা! যাও—অন্তঃপুরে গমন কর, এখানে থেকে শুভানুষ্ঠানে বিঘ্ন বাধা দিও না।

শঙ্খাসুর। ক্ষমা করুন গুরুদেব, জ্ঞানহীনা দুর্ব্বলা অবলার উপর ক্রুদ্ধ হবেন না। রাণী! তুমি অন্তঃপুরে যাও।

দৈত্যপত্নী। নাথ! আপনি এটি নিশ্চয় জেনে রাখুন, হত-ভাগিনীর প্রাণ না গেলে প্রাণের নিধি মধুমঙ্গলকে আপনি পাবেন না। (নারদের প্রতি) প্রভু প্রণাম করি। (প্রণামান্তর প্রস্থান।)

নারদ। বৎ শঙ্খাসুর! বুঝলাম—নরকানল হ'তে তোমার নিষ্কৃতির উপায় নাই।

শঙ্খাসুর। গুরুদেব! আপনি যখন অধমকে শিষ্য সম্বোধন ক'রেছেন, তখন মনে জেনেছি—বিপদ সাগরে কুলপ্রাপ্ত হ'য়েছি! সম্প্রতি সম্মুখে যত বিঘ্ন যত বাধা দেখতে পাচ্ছি—এর একটিও থাকবে না, আপনার কৃপাবল স্বরূপ প্রভাকর কিরণে অন্তরায় স্বরূপ কুজ্ঝটিকা কোথায় বিলীন হ'য়ে যাবে। তবে প্রভো,

কাঁদতে হবে, এ কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে হ'লে অতি কঠিন দৈত্য-হৃদয়ও শোকানলে বিগলিত হবে।

নারদ। বৎস! শোক, তাপ, মায়া, মমতা অলীক মাত্র। এরূপ জেনে রাখ, তোমার উদ্ধার হেতুই এ সংসারে মুনিকুমার মধুমঙ্গলের উৎপত্তি হ'য়েছে।

শঙ্খাসুর। গুরুদেব! এ কার্য্য কতদিনে সম্পন্ন হবে?

নারদ। এক বৎসরের ভিতর সম্পন্ন হবে। এই এক বৎসরকাল অন্তরে নিরন্তর গোবিন্দ পদারবিন্দ চিন্তা কর।

শঙ্খাসুর। শিরোধার্য্য গুরুবাণী।

নারদ। বৎস! আমি এক্ষণে চ'ল্লেম।

শঙ্খাসুর। কতদিনে আবার ওই শ্রীপাদপদ্ম দেখতে পাবো?

নারদ। তোমার মত গুরুভক্ত শিষ্যের হৃদয়ে গুরুমূর্ত্তি সতত বিরাজমান।

শঙ্খাসুর। প্রণাম হই।

নারদ। অচিরাৎ শাপমুক্ত হও। আসি বৎস!

[প্রস্থান।

শঙ্খাসুর। কি উপায়ে পত্নীর মনে প্রবোধ দিব? মধুমঙ্গল যে সন্তান চেয়ে তার প্রিয়তম। সুধু তার বলে কেন? আমারও নয়নানন্দদায়ক। আমিই বা আপন মনকে কি ব'লে বোঝাব? পার্‌বো কি? পার্‌বো না পার্‌বো না! গুরুদেব রুষ্ট হবেন এই ভয়ে তাঁর নিকট এক প্রকার সম্মত হ'লেম। আহা—সেই মুখখানি সেকি ভোলবার! সেই মুখের হরিধ্বনি সেকি ভোলবার! হবে না—পার্‌বো না। দৈত্য বলে কি এত কঠিন হৃদয়? কিন্তু পরিণাম ফল কিরূপ দাঁড়াবে? পরিণামে নিশ্চয় অনর্থোৎপত্তি হবে। হয় তো শাপানলের জ্বালার উপর পুনঃ শাপানল

বুক পেতে নিতে হবে। আমি অসম্মত হ'লেই গুরুদেব নিশ্চয় ক্রোধান্ধ হ'য়ে উঠবেন। তাহ'লেই ঘোর সর্ব্বনাশ ঘটবে। কি হবে—কি হবে! দীনবন্ধু হরি! এ বিষম সঙ্কটে কিরূপে তরি দয়াময়? হে দীননাথ! হে ভব পথপ্রদর্শক! আমাকে সুপথ দেখিয়ে দাও—আমি ঘোর শঙ্কটে পতিত হ'য়ে তোমার তারণ কারণ অভয়চরণ স্মরণ ক'রছি।

গীত।

নিতেছি স্মরণ হরি তব চরণে।
ঘুচাও অন্তরের বেদন মধুসূদন উপায় বিধানে॥
তব চরণ ক'ল্লে স্মরণ,
সর্ব্বাপদ হয় বিমোচন,
বিপদ ভঞ্জন হে নারায়ণ কর পার নিজগুণে।
প্রাণাধিক ঋষিসুতে স্নেহ বন্ধনে—
বেঁধেছি হে আমরা তারে অতি যতনে.
কোন প্রাণে কেমনে তারে,
নিজ স্বার্থ সাধন তরে,
বিনাশিব আপন করে অমূল্য সে রতন জীবনে॥

একি হ'লো! একি হ'লো! কর্ণকুহরে কে যেন ব'ল্লে—শঙ্খাসুর! গুরু আজ্ঞা হ'তে শ্রেষ্ঠাজ্ঞা ব্রহ্মাণ্ডে নাই। অবিচার্য্য-ভাবে গুরু আজ্ঞা পালন কর। কার এরূপ অনুমতি? একি লক্ষ্মীপতির আদেশ? হবে—সেই করুণাময়েরই এরূপ করুণা সম্ভব! ব্রহ্মহত্যা তবে পুণ্য! ব্রহ্মহত্যা ক'রে এ দানবাধম শঙ্খাসুর নিষ্পাপ হবে? কিছুই জানি না হরি, কিছুই বুঝি না—তুমি কে—তোমার কার্য্য কি, কোন পথে তোমার স্থিতি,

কোন পথে তোমার গতি—তার তত্ত্ব কিছুই রাখি না। তুমি যে পথে নিয়ে যাও সেই পথে যাই- তুমি ক্রীড়ক আমি ক্রীড়া-পুত্তলী। মন! কঠিন হও—আদরের ধন মধুমঙ্গলকে পর পুত্র ভাবো—শত্রু ভাবো। নয়ন! স্নেহদৃষ্টি দূরে ফেল, শত্রুতার চক্ষে মধুমঙ্গলেব প্রতি চাও—নবীণ শিশুর সুধাধবে মধুব হাসিতে আর ভুলো না। কর্ণ! বধিব হও, মধুমঙ্গলের প্রাণ জুড়ান কথা যেন আর তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কবে না—সে চাঁদমুখ নিঃসৃত হরিধ্বনি যেন বিষ বর্ষণবৎ তোমার কর্ণে যাতনা দেয়। কর! থর থর কম্পিত কেন? মধুমঙ্গলেব শির-চ্ছেদ ক'র্‌তে হবে, দৃঢ় হও—দুষ্কর ভেবো না। রসনা! সরল কথায় আর তুমি মধুমঙ্গলকে ডেকো না। কাছে এলে তীব্র বাক্যবাণে তার কোমল হৃদয়খানি বিদ্ধ কর। আজ হ'তে এক বৎসর সময়! এর ভিতর এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে হবে। অক্ষম হ'লে ঘোর সর্ব্বনাশ! ভাল, এখনি এক বিষয়ের পরীক্ষা ক'রে দেখি। কর্কশকণ্ঠে মধুমঙ্গলকে ডাকতে পারি কি না দেখি। (চিন্তা) তাইতো—কর্কশকণ্ঠ কিরূপ তা যে মনে আসছে না। স্বরটাকে রুক্ষ করে ডাকার নাম কর্কশকণ্ঠ। আচ্ছা—এইবার ডাকছি। (স্নেহপূর্ণ কথায়) ওরে দুষ্ট ছেলে মধুমঙ্গল! এইতো হ'লো? হ'য়েছে কি? ঠিক্ বিকৃত ভাবে ডাকা হ'য়েছে কি? হ'য়েছে বোধ হয়।

(গাহিতে গাহিতে মধুমঙ্গলের প্রবেশ।)

গীত।

কে বোঝে লীলাময় লীলা লীলাখেলা বোঝা দায়।
অনন্ত আকাশ, দেখ না প্রকাশ মহিমা আভাস কিছু জানায়॥
নীল সাগর নীর, অধির ধীর সমীর, প্রাণে শান্তিধার সদা বিলায়।

জগৎ সুষমা, তপন চন্দ্রমা, অনন্ত মহিমা জগতে দেখায় ॥
কুসুম দলে দলে, পূর্ণ পরিমলে, জলে স্থলে সদা শোভা পায়।
পাখী মুখে গান, সুধাময় তান, ভাবিতে পরাণ গলিয়ে যায় ॥
কে আমি দেখ না, কিছু যায় না জানা, আমিই বুঝি না আমি কে হায়।
কার পুত্র হ'যে, ভবেতে আসিয়ে, ভাসিয়ে ভাসিয়ে সতত বেড়াই ॥

মধুমঙ্গল। পিতা! পিতা! হরিমন্দির পরিষ্কার ক'রেছি, সচন্দন তুলসীপত্র সযত্নে রেখেছি। চলুন পিতা কৃষ্ণ পূজার সময় হ'য়েছে, পিতা পুত্র মিলে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়ে, আপনার ছেড়ে হরির হ'য়ে হরের হৃদয়ানন্দ ধন হরি চরণ পূজায় নিযুক্ত হইগে চলুন।

শঙ্খাসুর। সব গেল, প্রতিজ্ঞাদি কোথায় ভেসে চলে গেল। বাপ মধুমঙ্গল! প্রাণাধিক মধুমঙ্গল! আয় বাপ একবার বক্ষে আয়, এ যাতনা পীড়িত বক্ষ তোর স্পর্শনে যাতনা মুক্ত হোক। (ক্রোড়ে গ্রহণ করতঃ স্বগতঃ) এই মুখখানি—এই চাঁদমুখের মিষ্ট হাসিটুকু—এই বদনবিধু নিঃসৃত মধুমাখা কথাগুলি—এ সব হারাবো। না না না—তা হবে না, আমি কোটী কোটীকল্প এই ধনকে ল'য়ে সাগর-গর্ভে বাস ক'র্‌বো, কদর্য্য দানবমূর্ত্তি দানব ভাবই আমার পবিত্র দেবমূর্ত্তি ও পবিত্র দেব ভাব। আমি চাই না—পূর্ব্ব গন্ধর্ব্বদেহ ধারণ ক'র্‌তে চাই না, গুরু আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন হয় হোক্।

মধুমঙ্গল। পিতা! অন্যমনে কি চিন্তা ক'র্‌ছেন? চিন্তামণি-চরণ চিন্তার সময় হ'য়েছে, চলুন পিতা পরমপদে আশ্রয় নিয়ে চরম কালের বিপদ ভয় হ'তে মুক্ত হবেন চলুন।

শঙ্খাসুর। চল বাপ্।

[মধুমঙ্গলকে কোলে লইয়া শঙ্খাসুরের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অবন্তীনগর।

সান্দিপনী মুনির গৃহপার্শ্ব।

(কাত্যায়ণ ও জাবালীর প্রবেশ।)

জাবালী। কবে যে সে সুদিন আসবে কাত্যায়ণ, অনুক্ষণ আমি তাই ভাবছি।

কাত্যায়ণ। তুমি ভাবছো ভায়া, আমি বিষ্ণুর শিরে তুলসী-পত্র পর্য্যন্ত চাপিয়েছিলাম।

জাবালী। আর সহ্য হয় না ভায়া, এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। লেখা পড়া শেখার নামতো লবডঙ্কা, কেবল পুষ্পচয়ন, গোচারণ, গো-দোহন, কাষ্ঠছেদন ইত্যাদি কার্য্যেই দিনটা কেটে যায়।

কাত্যায়ণ। তাও কি প্রকারে, অনাহারে। সব সহা যায় ভায়া পেটের জ্বালা আর সহা যায় না। দেখ না কি চেহারা ছিল কি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

জাবালী। সাধে কি দাঁড়িয়েছে—খাদ্য কি না হরিতকী আর বয়ড়া, ময়রার জিনিস তো কখনও চ'খে দেখলাম না।

কাত্যায়ণ। ভায়া হে! এই ভব যন্ত্রণা আর কি—শাস্ত্রে ব'লছে।

জাবালী। থাম থাম, আর শাস্ত্র কথা এনো না ভায়া—শাস্ত্রটা গরিব গুরবো বামুনদের পক্ষে প্রাণঘাতী শাস্ত্র বিশেষ।

এই দেখ না কেন শাস্ত্র অধ্যয়ণ ক'র্‌তে এসেই অকালে প্রাণ হারাতে ব'সেছি।

কাত্যায়ণ। তাইতো ভায়া কি করা যায়, স্পষ্টাস্পষ্টি ব'লে যে একটা চটাচটি ক'রে ফেলবো—দেশে চলে যাবো, তারও যো নাই—স্পষ্টবাদী হ'তে গেলেই অদৃষ্ট বাদী হ'য়ে উঠবে, শাপের চোটে শেষে প্রাণটাও বুঝি বা যাবে।

জাবালী। সে কথাও বড় মিথ্যা নয় ভায়া, মনে আছে তো অঙ্গিরা বাড়ী যাবার তরে জেদ ক'রেই শাপানলের জ্বালা বুক পেতে নিয়ে সহ্য ক'র্‌ছে।

কাত্যায়ণ। হায হায়! এ জীবনটা বিফলেই গেল। আর কষ্টও ঘুচবে না, স্বদেশেও যেতে হবে না।

জাবালী। চল এখন গোষ্ঠে গমন করা যাক্।

কাত্যায়ণ। গুরুদেব ন্যায়পথে ভুলেও চলেন না। আমরা ব্রাহ্মণের ছেলে, গোচারণ কি আমাদের কায? কৃষ্ণ বলরাম শুন্‌তে পাই গয়লার ছেলে, গোচারণ ওদের জাতীয় ব্যবসা ওদের যদি এ কাযে ব্রতী করান, তাহ'লে অতি উত্তম হয়, তা না হ'য়ে সে ভার আমাদের শিরে।

জাবালী। হায় হায়, রাম কানাই গোচারণে যাবে। তারা ছুটি ভাই গুরুঠাকুরের ছুটি নয়ন বিশেষ।

কাত্যায়ণ। ও সব ভাগ্য রে ভাই ভাগ্য। এখন চল, আমাদের কাযে আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সান্দিপনীর প্রবেশ।)

সান্দিপনী। এ রাম কৃষ্ণ কে? চৌষট্টি বিদ্যায় নিপুণ আমি, আমি ব্যতীত মানব সংসারে চৌষট্টি বিদ্যায় সুপণ্ডিত আর কেউ

হ'তে পাবেন নি। স্বয়ং বিদ্যাদেবী আমায় ব'লেছেন "ঋষি!" তেহং অহং! সেই সান্দিপনী আজ ভীত—স্তম্ভিত এবং লজ্জিত! কি ভয়ঙ্কর ঘটনা! রাম কৃষ্ণ চৌষট্টি বিদ্যা অনায়াসে চৌষট্টি দিবসে হৃদ্গত ক'রেছে। কোপিলের শাঙ্খ্যযোগ যা আমি স্থলে স্থলে বুঝতে পারি নে, কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুদ্বয় আমায় বুঝিয়ে দেছে। দেবশক্তি ভিন্ন নর-শক্তির এতদূর সাধ্য হ'তে পারে না। যাই হ'ক আমি জানতে চাই কার এ ছলনা? বিদ্যাদেবীর ধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করি। (ধ্যান ও ধ্যানে জানিয়া) অহং ধন্য! অহং ধন্য! এ যে শিষ্যরূপে জগৎ গুরু অনন্তদেবকে সঙ্গে ল'য়ে আমায় কৃতার্থ ক'রতে এসেছেন। সান্দিপনী! তোমার অধ্যাপনা কার্য্য সার্থক হ'লো, জ্ঞানময় গোবিন্দ তোমায় গুরু সম্বোধন ক'রেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি জগন্নাথকে যে অশেষ যাতনা প্রদান ক'রেছি। যোগীগণ, যে চরণ হৃদিপদ্মে রেখেও কোমলপদে ব্যথা লাগবার আশঙ্কা করেন, আমি কি না নীল-নীরদ-নিন্দিত নীলেন্দীবর তুল্য সেই নীলকমলের কমল পদদ্বয়কে কুশাঙ্কুরপুর্ণ ক্ষেত্রে গো রক্ষার্থে নিযুক্ত ক'রে ক্ষত-বিক্ষত ক'রেছি। এই মহান্ বিশ্ব, ফলে, ফুলে, গঙ্গাজলে যাঁর শ্রীপদ পূজা করেন, আমি কঠিন মাটিতে বিচরণ করিয়ে তাঁর সেই শ্রীপদে কি কষ্টই না দিয়েছি? কমলা কমল করে যে শ্রীঅঙ্গ সেবা ক'রে জীবন সার্থক জ্ঞান করেন, আমি সেই বরাঙ্গে নির্দ্দয়ভাবে কত বেত্রাঘাত ক'রেছি। তদ্ব্যতীত অনাহারে রেখেছি, অনন্ত যাতনা দিয়েছি। ভব ক্ষুধা যাঁর নামে দূরে যায়, সেই ভব ক্ষুধাহারী গোলকবিহারীকে আমি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর ক'রেছি। হায় হায়! করতলে কোহিনুর পেয়ে আমি তারে কাচখণ্ড ভ্রমে অনাদর ক'রে আসছি। দীনবন্ধু হে!

পাপনাশন পাতকী তারণ হে! এ পাপের শান্তি হবে কিসে?

গীত।

কিসে হবে হরি এ পাপমোচন।
(আমি) ভাবি নীরদ-বরণ তাই অনুক্ষণ॥
তব চরণ করিয়ে স্মরণ কালের শাসন জীব এড়ায়,
(আমি) সেই শ্রীচরণে দিয়েছি যাতনা তোমার মধুসূদন।
কমলা কমল করে করেন যে অঙ্গ সেবন,
(আমি) সে কমল গায়, বেত্রের ঘায় দিয়েছি কত বেদন॥
ভব ক্ষুধাহারী ভবের কাণ্ডারী ভবক্ষুধা তব নামে যায়।
(আমি) ভ্রমেতে মজিয়ে, খেতে না দিয়ে রেখেছি তোমায় অনশন॥

মূঢ় সান্দিপনী, এ পাপের শান্তি নাই। ভগবান পদে অপরাধী হ'য়েছ—শান্তি কোথা? না না, কি ব'লছি? ভগবানের একটি নাম দয়াময়, তিনি পাপী তাপী সন্তাপী বিলাপীজনকে চরণ হ'তে দূরে ফেলেন না। যে যত পাপী হোক, পাপহারি তার পাপ হরণ ক'রে থাকেন। কৃষ্ণ! তুমি তো অন্তর্য্যামী, অন্তরে জানতে পারছো, সান্দিপনী তোমার নিকট জ্ঞান কৃত অপরাধে অপরাধী নয়। তুমি তোমার মায়া মহাজালে বেঁধেছ, তাই আমি তোমায় চিন্তে না পেরে অন্যায় পথে চ'লেছি। জ্ঞানময়! তোমারই তো বিধান, যে জ্ঞানপাপে পাপী তারি ভাগ্যে নরক! যে অজ্ঞানকৃত পাপে পাপী তার পাপ গণনীয় নয়। বাঞ্ছাকল্পতরু! আজ হ'তে তুমি আমার গুরু! আজ হ'তে সান্দিপনী তোমার একটি জ্ঞান-বিহীন শিষ্য। আজ হ'তে আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রবো না, গুরু ব'লে পূজা ক'রবো। আজ তোমায় আর উচ্ছিষ্ট দেব না, আজ হ'তে তোমার উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ মনের আনন্দে গ্রহণ

ক'র্‌বো। যাই—ব্রাহ্মণীকেও এ সম্বন্ধে সতর্ক করি। (গমনোৎ-যোগ) ঐ যে পত্নী এদিকে আসছে।

(সুমনার প্রবেশ।)

সুমনা। বলি, তুমি এখানে এসেছ, সেখানে পাঠশালে ছেলেগুলো যে দশহাত মাটী নামিয়ে দিলে।

সান্দিপনী। কেন রাম কৃষ্ণ কোথা? তাদের উপর যে অধ্যাপনা ভার দিয়ে এসেছি।

সুমনা। আঃ—তোমার অধ্যাপনার মুখে ছাই! সে রাম কানাই কি সহজ ছেলে? তারা আবার সব ক'র্ত্তে বেশী দুষ্ট, দেখো গে—তারাই ছেলে গুলোকে মাতিয়ে দিয়েছে।

সান্দিপনী। ভাল তারা সব কি ক'চ্ছে?

সুমনা। লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে রাজা রাজা খেলাচ্চে।

সান্দিপনী। রাজা রাজা খেলা? এতো কখন শুনি নাই। ভাল পত্নী, রাজা রাজা খেলা কি?

সুমনা। ওগো রাজা যেমন রাজপাঠে বসে, পাশে পাত্র বসে, আসে পাশে প্রজা পাঠক বসে, এও তেমনি একজন রাজা হ'য়েছে, তার পাশে পাত্র ব'সেছে, চারিধারে সব প্রজা পাঠক ব'সেছে।

সান্দিপনী। বালকের এটি নূতন খেলা! ভাল পত্নী রাজা হ'য়েছে কে?

সুমনা। কেন কৃষ্ণ।

সান্দিপনী। পাত্র হ'য়েছে কে?

সুমনা। বলরাম।

সান্দিপনী। আর প্রকৃতিবৃন্দ?

সুমনা। বৃক, জ্যোতিষ, শৃঙ্গী, শান্তশীল, প্রভাকর ও দিবাকর এরা কেউ দ্বারবান হ'য়েছে, কেউ প্রজা সেজেছে, কেউ বা যোড়হাত ক'রে "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয়—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেব জয়" ব'লে চেঁচাচ্ছে, তুমি এত কাছে র'য়েছ, শুন্‌তে পাওনি ?

সান্দিপনী। না পত্নী না। আমি শুন্‌তে পাবো কি—আমার অন্যদিকে মন ছিল।

সুমনা। তা বেশ, চল এখন তাদের লেখাবে পড়াবে চল। আহা—পরের ছেলে সব, লেখা পড়া শিখতে কত দেশ দেশান্তর থেকে এসেছে।

সান্দিপনী। আব লেখা পডা শেখাবো। পত্নি! ছেলেরা সব কৃষ্ণকে রাজা ক'রে আর কি ক'র্‌ছে তাই বল।

সুমনা। ওমা—তোমার কি ভীমরতি হ'লো নাকি? ছেলেরা কি খেলাচ্ছে তাই বুঝিয়ে ব'ল্‌বো। একি কথা!

সান্দিপনী। আহা বালকগণ! তোমরা ধন্য! তোমরা আজ জগতের রাজাকে রাজা ক'রেছ!

সুমনা। ওমা সেকি বল গো? তুমি খেপলে নাকি?

সান্দিপনী। সুমনা! আমি ক্ষেপি নাই। তুমি বল দেখি, মহারাজ কৃষ্ণের দরবারে কি বিচার হ'চ্ছে?

সুমনা। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! ছেলের সঙ্গে ব'কে ব'কে ঠিক এর মাথা গরম হ'য়ে পাগল হ'য়ে গেছে।

সান্দিপনী। পাগল হ'ই নাই সুমনা—পাগল হ'ই নাই। পাগল কর্‌বার জিনিষ নিকটে আছে সত্য—কিন্তু সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। তুমি বল—কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হ'য়ে কি বিচার ক'চ্চে'?

সুমনা। সে ছেলে খেলার কথা শুনে তোমার কি হবে? সে ছেলে খেলার কথা নয় উন্মাদিনী সে বড় বিষম খেলার খেলা। বল।

সুমনা। আমি কি তাদের সব কথা শুনেছি ?

সন্দিপনী। যা শুনেছ তাই বল। আমি তাই শুনবো, তাই বুঝবো। বল পত্নী সত্য বল।

সুমনা। প্রথমে বলাই কানাইকে ব'ল্লে – মহারাজ ! পৃথিবী বড় যাতনা পেয়ে আপনার নিকট এসেছিল। সে কথায় কৃষ্ণ ব'ল্লে -পৃথিবীর যাতনা কিসের ? বলাই ব'ল্লে—মহারাজ। ধরার বুকে আর অসুরের পদাঘাত সহ্য হয় না। অসুরগণ বড় দুরন্ত দুর্ব্বৃত্ত হ'য়েছে, তাদের শাসন বা নিধন না ক'রলে ধরিত্রী আর পৃথিবী ধারণ ক'রতে পারবে না। তাতে কানাই ব'ল্লে—এ কথা সত্য কথা। পৃথিবী যথার্থই বড় যাতনা পাচ্ছে, আমার হাতে শাসনদণ্ড থাকতে আমার এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। এই বলে কানাই ভারি রেগে উঠলো। দেখ দেখ সেই সময় আমার মনের ভাব কেমন এক রকম হ'য়ে গেল। মনে হ'লো যেন কানায়ের গায়ে কত শত শিবমূর্ত্তি, কত শত চতুর্ম্মুখের চেহারা ফুটে উঠলো।

সান্দিপনী। ভাগ্যবতী ! তখন কৃষ্ণাঙ্গে আর কি দেখেছিলে বল ?

সুমনা। কৃষ্ণের দেহে তখন আর কিছু দেখি নাই, তারপর কানাই যেন দেখতে দেখতে কোথায় লুকালো।

সান্দিপনী। তারপর ?

সুমনা। তারপর আমি তোমার কাছে ছুটে এলাম।

সান্দিপনী। পত্নি ! স্বামির আজ্ঞা পালন ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ?

সুমনা। তোমার কেমন কথা ? স্বামীর কথা রাখা স্ত্রীর মহাধর্ম্ম তা কে না জানে ?

সান্দিপনী। তুমি আমার কথা রাখবে ?

সুমনা। তুমি ঠিক্ খেপেছো। বলি তোমার কথা রাখবো না তো কার কথা রাখবো?

সান্দিপনী। পত্নী! পত্নী! রাম কৃষ্ণকে আর মানুষ ব'লে মনে ভেবো না। আর তাদের তাচ্ছিল্য ক'রো না, আর তাদের উচ্ছিষ্ট দিও না।

সুমনা। হেঁগা, রাম কৃষ্ণ কে?

সান্দিপনী। রাম অনন্তদেব, কৃষ্ণ সত্য-সনাতন নারায়ণ।

সুমনা। বল কি ঋষি! কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান?

সান্দিপনী। হাঁ পত্নী, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুমনা। তবে কি হবে ঋষি?

সান্দিপনী। কিসের?

সুমনা। আমাদের পাপের? আমরা যে তাহ'লে কমল-লোচন কৃষ্ণের নিকট অশেষ পাপে পাপী পাপিনী।

সান্দিপনী। চিন্তা কি পত্নী, কৃষ্ণনাম স্মরণে যখন পাপ যায়, তখন কৃষ্ণ স্পর্শনে বা কৃষ্ণ দর্শনে পাপভয় রবে কোথায়?

সুমনা। আহা! নারায়ণ না হ'লে নরের কি অত রূপ, গুণ, অত মিষ্ট কথা হয়? কৃষ্ণ যখন মা ব'লে ডাকে, তখন ব'ল্‌বো কি স্বামিন্ আমি আমার মধুমঙ্গলকে পর্য্যন্ত ভুলে যাই। আহা—কথা নয় তো সুধা।

সান্দিপনী। ঐ না রাম কৃষ্ণ আস্‌ছে?

সুমনা। হাঁ—তারা দুটি ভাই বটে। রূপে চারিদিক আলো ক'রে আসছে।

(কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ ও বলরাম। (উভয়ে সমস্বরে) গুরুদেব! প্রণাম হই।

সান্দিপনী। আর কেন ছলনা। ছলনা ছাড় না হরি, কাকে প্রণাম ক'র্‌তে মনন ক'ল্লে? কে তোমার প্রণম্য? ওহে জগতাগ্রগণ্য! তুমি যে ত্রিজগতের প্রণম্য।

কৃষ্ণ। গুরুদেব! আপনার কথায় আশ্চর্য্য হ'লাম।

সান্দিপনী। ওহে মাধব! তুমি যদি জেনে শুনে বুঝেও বল আশ্চর্য্য হ'লাম। তাহ'লে আর উপায় কি?

বলরাম। গুরুঠাকুর কি অকস্মাৎ বায়ুরোগ গ্রস্থ হ'লেন না কি?

সান্দিপনী। অনন্তদেব! তোমার ভাণ্ডারে যে রত্ন র'য়েছে, ভিক্ষা করি, ঐ ধন আমায় জন্মের মত তুমি দাও, আমি সর্ব্ব-ব্যাধি হ'তে বিমুক্ত হবো।

বলরাম। প্রাণাধিক কৃষ্ণ! দ্বিজ-দ্বিজপত্নীর সহসা এ প্রকার ভাব ঘটলো কেন?

কৃষ্ণ। দাদা! আমি কিছুই বুঝ'তে পারছি না।

সান্দিপনী। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শ্রীনাথ। হাঁহে লোকাতীত লক্ষ্মীপতি! এ দীন ব্রাহ্মণের সনে এ ছলনা কেন? হৃষিকেশ! ছলনা ক'রেছ, ক'রে আপনিই কষ্ট স'য়েছ। ঐ শ্রীঅঙ্গে বেত্রাঘাত, ঐ শ্রীপদে রক্তপাত পর্য্যন্ত হ'যেছে।

কৃষ্ণ। গুরুদেব! শিষ্য সেবক গুরুপদে সতত সন্নত। আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী জনের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌বেন না।

সান্দিপনী। শুনতে ক্লেশ পাও হরি?

বলরাম। সুধু ক্লেশ নয় প্রভো, অমঙ্গলেরও ভয় করি।

সান্দিপনী। হলধর! অমঙ্গল কার হবে?

বলরাম। কৃষ্ণের?

সান্দিপনী। কৃষ্ণের যদি অমঙ্গল হয়, তবে কার নামের জয় দিয়ে অমঙ্গল ক্ষয় হয়? রাম! আমি বুঝেছি. তোমরা যে মানব সন্তান নও তা ধ্যানে জেনেছি। সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক ন্যায়াদি যেরূপে হৃদয়স্থ ক'ল্লে, তাই দেখে আমার অন্তরে সন্দেহ ছায়া প'ড়লো, চৌষট্টি বিদ্যা চৌষট্টি দিবসে শিক্ষা ক'ল্লে, যা স্বয়ং বিদ্যাদেবী পারেন না, অবলীলাক্রমে তোমরা সে অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন ক'ল্লে, তাইতে আমার ঘোর সন্দেহ জন্মালো। তাইতে আজ ধ্যানোপবেশন দ্বারায় এ রহস্য ভেদ ক'রেছি।

কৃষ্ণ। গুরুদেব! যখন সমস্ত অবগত হ'য়েছেন, তখন আর আত্মভাব গোপন করা বৃথা। বিপ্রেন্দ্র! পূর্ব্বজন্মে আপনারা আমার ভক্ত-ভক্তা ছিলেন। একদিন সমাধিকালে আপনার অন্তরে সহসা এই ভাবের উদয় হয়, আপনি মনোমধ্যে চিন্তা করেন যে, ভগবান হরি সর্ব্বজ্ঞানের আধার স্বরূপ, আমার অভিলাষ—আমি যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে শিষ্যরূপে লাভ ক'রে তাঁর শিক্ষা গুরুপদে ব্রতী হ'তে পারি, তাহ'লে জীবন ধন্য হয়। এই কামনা আপনার অন্তরে অহর্নিশি জাগরুক থাকে, এই সাধ পূর্ণার্থে আপনি আমার তপে জীবনকে অতিবাহিত করেন। দ্বিজরাজ। কামনার ফল কোথায় যাবে? যে, যে ভাবে আমার নিকট কামনা করে, আমি সেই ভাবেই তাঁর ভজনা গ্রহণ করতঃ মনোস্কামনা সম্পূরণ ক'রে থাকি।

সান্দিপনী। অগো—বাসনা পূর্ণের ধন! তাই এ দীন হীন দ্বিজের গৃহে তোমার উদয় হ'য়েছে। ধন্য হ'লাম! ধন্য হ'লাম।

গীত।

ধন্য হ'লাম হরি জন্ম কর্ম্ম হ'লো সফল।
ধন্য তব করুণা দীনে ওহে ভকতবৎসল॥

জন্মে জন্মে যুগে যুগে,
কর্ম্মসূত্রের সংযোগে,
বিহর শ্রীধর ধরামাঝে মাতায়ে মন অনুরাগে, —
যোগে যাগে যোগীজন পূজে ও চরণ কমল।
বুঝেছি হরি মনে একান্ত,
মম প্রতি কৃপা একান্ত,
তাই শ্রীকান্ত শান্ত দান্ত সখ্য মধুর বাৎসল্যাধার,
পুরালে কামনা এবে নিজ গুণে নীলকমল॥

কৃষ্ণ। গুরুদেব! এক্ষণে অনুমতি হ'লে আমরা দুই ভায়ে মথুরাযাত্রা করি। আপনি জ্ঞান সমুদ্র—আপনার জ্ঞানের কিয়দংশ শিক্ষা ক'রে আমরা সর্ব্বজন সমীপে নিশ্চয় সমাদৃত হবো। আপনি যে প্রকার সহজ উপায়ে আমাদের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিলেন, এর দ্বারায় আমরা অল্পদিনের মধ্যে কৃতবিদ্য হ'যে চ'ল্লেম।

সান্দিপনী। জ্ঞানমাতা বাক্‌দেবী যাঁর জ্ঞানের সীমা নিরূপণ ক'র্‌তে সমর্থা নন, তিনি আজ মূর্খ সান্দিপনীর নিকট জ্ঞান শিক্ষা ক'রে ব'লছেন কৃতবিদ্য হ'য়েছি। হরি হে! তোমার অপার মহিমা।

বলরাম। প্রভো। আমরা এক্ষণে বিদায় ভিক্ষা ক'র্‌ছি।

সান্দিপনী। হলধর! তুমি ওরূপ অস্থির হওনা। তুমি অস্থির হ'লে আমি লক্ষ্মীশ্বরকে এক তিল রাখতে পারবো না। কেননা, ঐ নবীন-নীরদ রাজকে তুমিই চালিত কর, তুমি বায়ু, কৃষ্ণচন্দ্র মেঘ। তাইতে বলি অপেক্ষা কর হলায়ুধ কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমরা পিপাসিত চাতক চাতকিনী। কালমেঘের জল পিব ব'লে বড় আশা হ'য়েছে, আশায় নিরাশ ক'রো না।
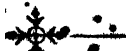
কৃষ্ণ। গুরুদেব! আপনার যদি কোন বাসনা থাকে বলুন, আমরা অবিলম্বে তা পূর্ণ ক'র্‌ছি।

সান্দিপনী। পূর্ণরূপ! তুমি যখন নয়ন সম্মুখে, তখন আর কোন বাসনা-বিকার নাই হরি। এখন তবে এই বাসনা, নিত্য নিত্য যেন ঐ কালো চাঁদের শীতল আলোতে প্রাণ জুড়াতে পারি।

সুমনা। ঋষি! ঋষি! তুমি যে ভাবের কথা ব'ল্‌ছো, তাতে যেন মনে হ'চ্ছে রাম কৃষ্ণকে তুমি এখনি বিদায় দিবে।

সান্দিপনী। তুমি কি ভাবছো, রাম কানাইকে আর বিদায় দেবে না?

সুমনা। আমার প্রাণ থাকতে আমি ওদের বিদায় দিতে পারবো না। কানাই যখন আমাকে মা ব'লে ডাকে, আমি তখন সব ভুলে যাই। আমার মধুমঙ্গলের চাঁদমুখ পর্য্যন্ত ভুলে যাই।

কৃষ্ণ। মা! আপনার মধুমঙ্গলকে যদি আপনি পান, তাহ'লে তো আমাদের বিদায় ক'র্‌বেন?

সুমনা। আমার মধুমঙ্গলকে আমি পাবো? আমার হারা-নিধিকে আমি পাবো? আজ দশ বৎসর যে ধনকে প্রভাসের জলে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি, সেই ধনে পুনর্ব্বার পাবো?

কৃষ্ণ। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমরা আপনাদের হৃদয়া-নন্দ ধনকে আপনার কাছে এনে দেবো।

সুমনা। বিশ্বাস হয় না বাপ, এ কথা বিশ্বাস হয় না। আমার মধুমঙ্গল আবার এসে আমায় মা ব'লে ডাকবে এ কথা কিছুতে বিশ্বাস হয় না।

কৃষ্ণ। মা! অসম্ভব ঘটনা কার্য্যে পরিণত না হ'লে মনে প্রত্যয় জন্মে না—এ কথা নিশ্চয়।

সান্দিপনী। জগন্নাথ! তোমার আবার কোন কার্য্য অসম্ভব! তুমি ইচ্ছা ক'র্‌লে চক্ষের নিমিষে এখনি কোটী কোটী মধুমঙ্গলের সৃষ্টি ক'র্‌তে পার।

বলরাম। দেব। আমরা এতদিন আপনার নিকট বিদ্যা শিক্ষা ক'ল্লেম, ধর্ম্মত আপনি রাম কৃষ্ণের নিকট গুরুদক্ষিণা পাবার অধিকারী। আমরা প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি, আপনার গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ আপনার মধুমঙ্গলকে আমরা এনে দিব।

সান্দিপনী। রাম। এতো অতি সামান্য দক্ষিণা, রাম কৃষ্ণের গুরু সান্দিপনীর পক্ষে এ অতি সামান্য দক্ষিণা।

কৃষ্ণ। আরও কি প্রার্থয়িতব্য বলুন।

সান্দিপনী। আমার অন্য প্রার্থনা কিছুই নাই কৃষ্ণ। তবে এই প্রার্থনা তুমি যুগে যুগে আমায় কৃপাকণা দানে কৃতার্থ ক'রো। আর প্রার্থনা, তোমার বা তোমার নামে যেন আমার রুচি থাকে। কৃষ্ণ ব'ল্‌তে নয়ন হ'তে যেন প্রেমবারি বিগলিত হয়।

কৃষ্ণ। দেব! এ গুলি স্বতন্ত্র প্রার্থনা নয়, কৃষ্ণভক্তের এ গুলি আপনা হ'তেই হ'য়ে থাকে। আপনি আরও যদি কিছু গ্রহণাভিলাষ করেন, তবে বলুন, তাই দান ক'রে রাম কৃষ্ণ চরিতার্থ হবে।

সান্দিপনী। ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু! পুনঃ পুনঃ এত যখন অনুরোধ ক'র্‌ছো, তখন এই প্রার্থনা করি—যেন পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্তকালের তরে লেখা থাকে, অবন্তী নগরবাসী দীন-দরিদ্র দ্বিজ সান্দিপনী জগৎ গুরুর শিক্ষা গুরুপদে নিযুক্ত হ'য়েছিল।

কৃষ্ণ। প্রভো! এও তো স্বতন্ত্র প্রার্থনা নয়।

সান্দিপনী। আর প্রার্থনা নাই হরি।

বলরাম। তবে আমরা মধুমঙ্গলকে আনয়নার্থ গমন করি।

সান্দিপনী। হলধর! আমার তো ইচ্ছা নয়, তোমাদের যুগলচাঁদে নয়নান্তরাল করি, কারণ—তোমরা যেখানে, সে স্থানেই কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড—কোটী কোটী মধুমঙ্গল স্থমঙ্গলে সতত বিরাজমান। আমার আর মধুমঙ্গলের ক্ষোভ নাই—তবে মধু-মঙ্গল জননীর মনোভিলাষ জেনে তার মনোস্কামনা পূর্ণ কর।

বলরাম। মা! আপনার মধুমঙ্গলকে আনয়নার্থ আমরা তবে যাই।

সুমনা। কোথা যাবে বাপ, কোথা যাবে?

সান্দিপনী। পত্নী, কৃষ্ণ অঙ্গ পানে চেয়ে দেখ—দেখতে পাবে ঐ শ্রীঅঙ্গে তোমার মধুমঙ্গল বিরাজ ক'চ্ছে।

সুমনা। কৈ তবে দেখি দেখি। (কৃষ্ণ অঙ্গ দর্শন) স্বামী-বাক্য সত্যই তো! ঐ যে—ঐ যে সেই চাঁদমুখ! সেই যে, সেই চাঁদমুখের মধুর হাসি! স্বামিন্! একি দেখলাম! কৃষ্ণ কে?

সান্দিপনী। কৃষ্ণচন্দ্র বহুরূপী। ঐ জগৎ ভূপ বিশ্বরূপ বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যে সতত বিরাজিত। মধুমঙ্গলকে এনে দিয়ে তোমার শূন্যকোল পূর্ণ ক'রে দেওয়া ও'র পক্ষে বেশী কথা কি?

কৃষ্ণ। গুরুদেব! আমরা তবে সম্প্রতি বিদায় হ'লেম।

সান্দিপনী। যাও কৃষ্ণ, কত স্থানে কত ভক্ত আশাপথ প্রতিক্ষা ক'র্ছে, তাদের মনোস্কামনা পূর্ণ করগে। লীলাময়! এক মধুমঙ্গলকে উদ্ধার ক'র্তে গিয়ে তোমার কত স্থানে কত কার্য্যোদ্ধার হবে তা জেনেছি।

কৃষ্ণ ও বলরাম সমস্বরে। প্রণাম হই। (প্রণাম করণ।)

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুষ্প-কানন।

(মধুমঙ্গলের প্রবেশ।)

মধুমঙ্গল। হরি! হরি! হরিবোল! হরিবোল!

গীত।

হরি বিনা নাই আর গতি, হরি বল মন আমার।
হরিই ভবন, হরিই ভুবন, হরিই হন বিশ্বাধার॥
দুর্গতি ঘটিলে অপার,
হরিই তো করেন নিস্তার,
যাতনা সাগরে, ক্ষেপণী করে হরিই তো হন কর্ণধার।
জীব মঙ্গল পরম দয়াল,
বরণ নীলকমল তুল,
মজনা মজনা, পূজনা পূজনা কর না সে পদসার॥

হরি! দয়াল হরি! একবার এসো, একবার দেখা দাও। প্রাণে বড় সাধ হয়, বড় আশা হয়, একবার তোমায় দেখি। হরি! শুনেছি তুমি নিকুঞ্জ ভ্রমণ ভালবাস, তাই "নিকুঞ্জবিহারী" নাম ধ'রেছ। কৃষ্ণ! আমি তাই হৃদয় নিকুঞ্জ বড় যত্ন ক'রে সাজিয়ে রেখেছি। সু-ইচ্ছা, সুমতি, সু-প্রবৃত্তি প্রভৃতি কুসুম ভূষণা লতিকাকে অতি আদরে বর্দ্ধিত ক'রেছি। কৃষ্ণ! নিকুঞ্জ-বিহারি! একবার এসে দেখ দেখি, নিকুঞ্জ সাজান হ'য়েছে কি না? কৈ কৃষ্ণ? কৈ হরি? এলেনা তো? দেখতে পেলাম না তো? কেন বংশীধর দেখা দিচ্ছ না কেন? অভক্ত মধুমঙ্গলের

কাছে আসতে তুমি ভয় পাচ্ছো? কেন বলীর মত বেঁধে রাখবো ব'লে, প্রহরী ক'রে রাখবো ব'লে? সে ভয় নাই কৃষ্ণ, বলী তোমার ভক্ত ছিল, তাই সে বেঁধে ছিল, প্রহরী ক'রতে পেরেছিল। আমি বালক—আমি অল্পমতি শিশু, তোমাকে ভক্তি ক'রতে শিখি নাই। আমি শিখেছি, আমি এই শিখেছি হরি—শুদ্ধ হরিনাম। তাও কৃষ্ণ, শিখেছি কি না শিখেছি তুমি জান। ওকি হ'লো—ওকি দেখলাম! শূন্যে রত্নাসনে উপবিষ্ট ওটি কার মূর্ত্তি! ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তি! ঐ হরিমূর্ত্তি! ঐ মধুমঙ্গলের প্রাণের হরির মধুরমূর্ত্তি! আহা ঐরূপ—ঐ মূর্ত্তিই বটে! ঐ প্রাণ আলো কালো-রূপে হৃদয় ভরে গেল। কৃষ্ণ হে! হরি হে! ওখানে কেন? শূন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট কেন? তোমার জন্যে তো হৃদয় সিংহাসন অনেক দিন হ'তে পেতে রেখেছি। এসো না হরি! বসো না হরি!

গীত।

এসোনা এসোনা, বোসনা বোসনা, কথাটি রাখনা শ্রীধর।
পুলকে গোলকে, থাক মনসুখে, হৃদয়ে আসিতে হয় কি ভয়॥
শূন্যে রতন আসনে,
কেন বল না ওখানে,
হৃদয়ে যতনে, রতন আসনে এসোনা হে বংশীধর।
প্রাণ রতন মহান,
নন্দ জীবন জীবন,
যশোদা গোপাল, জগত পাল দীন-দয়াল মুর-হর॥

(দৈত্যপত্নীর প্রবেশ।)

দৈত্যপত্নী। হাঁরে মধুমঙ্গল! তোর কি বাপ খাওয়া ব'লে মনে থাকে না? হরিনামে কি ক্ষুধা যায়?

মধুমঙ্গল। হরিনাম যে সুধা মা। যে হরিনামে মজে, তার কি ক্ষুধা থাকে মা? হরিনামে ভব ক্ষুধা দূরে যায়।

দৈত্যপত্নী। আহা—এমন হরিভক্তকেও দেবর্ষি হত্যা ক'র্‌তে আদেশ দেন। হরি! আমার মধুমঙ্গলকে রক্ষা ক'রো প্রভু।

মধুমঙ্গল। মা! কি ভাবছিলে? হরিনাম হরি চরণ চিন্তা ক'র্‌ছিলে?

দৈত্যপত্নী। আহা! মধুমঙ্গলের আর অন্য চিন্তা নাই, হরি চিন্তাই বাছার আমার সার চিন্তা। মধুমঙ্গল! আয় বাপ ঘরে নিয়ে যাই। কিছু খাসনি কিছু খাইয়ে দিইগে চল।

মধুমঙ্গল। মা! আমার খেতে ইচ্ছা নাই। তুমি যতবার আমাকে খাওয়াবার জন্য অনুরোধ কর, ততোবার যদি হরিনাম ক'র্‌তে অনুরোধ কর, তাহ'লে আমার তাতে বড় আনন্দ হয়।

দৈত্যপত্নী। ওরে পাগল, দিনরাত হরিনাম ক'র্‌ছিস, ঘুমাতে ঘুমাতেও হরি হরি ব'লে ডাকিস, এততেও কি হরিনাম করার সাধ মেটে না?

মধুমঙ্গল। হরিনাম ক'রে সাধ মেটে মা? যে যত হরিনাম করে, তার সাধও ততো বাড়ে।

দৈত্যপত্নী। চল ঘরে নিয়ে যাই এখন।

মধুমঙ্গল। মা ঘর চেয়ে এ পুষ্প-কানন শান্তিময় স্থান। এখানে এলে, মনে আপনাপনি শান্তিময় হরিনামের উজ্জ্বল আলোক রেখা ফুটে উঠে। তাই মা আমি এখানে আসি।

দৈত্যপত্নী। ওকি! ওকি! নাথ ওরূপ উন্মাদের মত আস-ছেন কেন?

(শঙ্খাসুরের প্রবেশ।)

শঙ্খাসুর। পত্নি ! পত্নি !
ঘটিয়াছে ঘোর সর্ব্বনাশ !
আসিয়াছে সেই দিন ভয়ঙ্কর !
আসিয়াছেন গুরুদেব করাল বেশেতে।
লয়ে যাও—লয়ে যাও প্রাণাধিক ধনে,
পলায়ন কর ত্বরা।
কৈ—কোথা রে মধুমঙ্গল রতন ?
হেরি অন্ধকার চারিধার !

দৈত্যপত্নী। এত ভয় কেন হৃদয়েশ ?

শঙ্খাসুর। বদ্ধ আমি অঙ্গীকার পাশে।
ছল করি গুরুদেব কহিলেন মোরে,
শঙ্খাসুর ! দেহ এক ভিক্ষা,
সরল অন্তরে কহিনু ঋষিরে—
হে প্রভো !
অদেয় কি আছে আপনারে ?
দেহ প্রাণ মম সকলি সঁপেছি শ্রীপদে।
আর কিবা অভিলাষ ?
থাকে যদি শিষ্যপাশে হেন কোন ধন,
গুরুদেব লভি যাহা পাইবেন প্রীতি,
প্রীতি চিত্তে দিব তা এখনি।
অহো পত্নী !
দয়া মায়া হীন কঠোর কঠিন নিরদয় মুনি !
কহিলেন সেই শেলসম বাণী—

"স্বকরে নাশ মধুমঙ্গলেরে।"
বদ্ধ হ'য়ে অঙ্গীকারে ক'রেছি স্বীকার!
পলাও—পলাও প্রিয়ে এইবেলা—
ঢাকিয়া অঞ্চলে ও শিশু রতনে,
গুপ্তপথে কর পলায়ন।

মধুমঙ্গল। পিতা! পিতা!
কেন ভাব ভয়?
কেন হেন কাতরতা?
পণবদ্ধ হইয়াছ ঋষিপাশে
স্বকরে নাশিতে আমার প্রাণ?
বেশী কথা এ কি পিতা?
অবাধে কর প্রতিজ্ঞা পুরণ,
সচ্ছন্দে দিব গো আমি প্রাণ বিসর্জ্জন।

শঙ্খাসুর। অবোধ অজ্ঞান!
প্রাণ হ'তে প্রিয় তুই আমা দোঁহাকার।
প্রাণধন!
প্রাণধন সহজে কি দিতে পারে কেহ।

মধুমঙ্গল। কর্ত্তব্য সাধন তরে যায় যদি প্রাণ,
তার তুল্য সুখ আর আছে কিবা পিতা?

শঙ্খাসুর। বাতুলতা রাখ রে এখন,
মার সনে তোর কর পলায়ন।

মধুমঙ্গল। পিতা!
ক'রোনা গো হেন অনুমতি,
প্রতিজ্ঞা পাশে হ'য়ে বদ্ধ ব্রাহ্মণের পাশে,
মায়াবশে ক'রোনা বঞ্চনা কভু।

এ প্রবঞ্চনা রবে কতক্ষণ ?
যোগ চক্ষে হেরিবে যখন—অন্যায় আচরণ,
ক্রোধানলে পূর্ণ হবে তাপস হৃদয়,—
ঘটাইবে ঘোর সর্ব্বনাশ !
ব্রহ্মকোপানল বড়ই প্রবল—

শঙ্খাসুর। সে অনলে পুড়িয়া মরিব আমি,
তুমি যাও পলাইয়ে।

(নেপথ্য হইতে নারদ) কৈ—কোথা শঙ্খাসুর ?

শঙ্খাসুর। ঐ এলো ! ঐ এলো !
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ ঐ এলো !
পত্নি ! এখনও রাখ কথা !
গেলে না—গেলে না ?
হায় হায় ! হারাইনু স্নেহময় ধনে।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। শঙ্খাসুর ! এত বিলম্ব কেন ? মধুমঙ্গলকে পেয়েছ ?

মধুমঙ্গল। দেব ! এই যে র'য়েছি আমি।

নারদ। বৎস মধুমঙ্গল ! তোমায় একটি কথা ব'ল্‌বো—শুনবে কি ?

মধুমঙ্গল। আপনার কথা শুনবো না প্রভু ! আপনি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণের কথা না শুনলে জীবন সার্থক হবে কিসে ?

নারদ। (স্বগতঃ) আহা—কথা শুনে মন পবিত্র হয়। কিন্তু বিধি লিপিবশে পাষাণে মন বেঁধে ভক্ত শিশু মধুমঙ্গলকে, বৎস শঙ্খাসুরের দ্বারায় নিহত করাতেই হবে। ভগবান এস্থলে বিপন্ন—দুটি ভক্তকেই শাপ দায় হ'তে রক্ষা ক'র্‌বেন—তবে

ভীষণ উপায় অবলম্বন দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হবে। মধুমঙ্গলের শাপ আছে, শঙ্খাসুব হাতে নিহত হ'য়ে ভগবান কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবন লাভ ক'র্‌বে, আবার শঙ্খাসুরের শাপ আছে, কৃষ্ণভক্ত হ'য়ে কৃষ্ণ-ভক্ত ব্রাহ্মণ বালক মধুমঙ্গলকে হত্যা ক'রে ব্রহ্মণ্যদেব নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হ'য়ে শাপমুক্ত হবে। আমাকে এ কার্য্যের যোজনা জন্য নারায়ণের আদেশ। কি করি, হরি আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ক'র্‌তে আমার সাধ্য নাই। তাই এ লোমহর্ষণ ব্যাপারে লিপ্ত হ'য়েছি।

মধুমঙ্গল। আপনি কি ভাবছেন দেব? কি কথা ব'ল্‌বেন বলুন।

শঙ্খাসুর। ওরে বৎস! সে বিষম সর্ব্বনাশের কথা! সে কথা আর তোর শুনে কাজ নাই।

নারদ। শঙ্খাসুর! নিরুত্তরে থাক।

মধুমঙ্গল। প্রভু, উনি যাই বলুন ও'র কথায় আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। আপনি আমার কৌতূহল তৃপ্তি করুন।

নারদ। বৎস! যারা তোমার পিতা মাতা, যাদের যত্নে তুমি দিন দিন বর্দ্ধিত হ'য়ে আসছো, তারা কোন কারণে মহা-পাপ গ্রস্থ হ'য়েছে। সে পাপরাশি হ'তে উদ্ধার হবার তুমিই একমাত্র উপায়। তোমার জীবন দান ভিন্ন তোমার পিতা মাতার পাপধ্বংসের কোন উপায় নাই।

দৈত্যপত্নী। ঠাকুর! মধুমঙ্গল তো আমাদের পালিত পুত্র, আমরা তো ওর জনক জননী নই।

নারদ। বৎসে! যে ব্যক্তি পালনকর্ত্তা সেও পিতা, যে পালনকারিণী সেও জননী।

মধুমঙ্গল। (স্বগতঃ) কি শুন্‌লাম! আমি এদের পুত্র নই,

আমায় পালন ক'রেছেন। আমি এঁদের পালিত সন্তান! তবে আমার পিতা মাতা কে? হরি! হরি! একি অদ্ভুত লীলা!

নারদ। মধুমঙ্গল! এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য কি? তোমার প্রতিপালক পিতা বা তোমার প্রতিপালিকা মাতা স্নেহবশতঃ তোমায় সে কঠিন কথা ব'লতে পারছে না। এখন তোমার উচিত, তোমার পিতা মাতাকে বুঝিয়ে তোমার পিতার হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করা।

শঙ্খাসুর। না না,—গুরুবাক্য শুনিস নে বাপ্। ওঁর আদেশ পালন ক'র্‌লে আমাদের প্রাণ বধ করা হবে।

নারদ। শঙ্খাসুর! তুমি জান, আমার নিকট স্বীকৃত হ'য়েছ স্বহস্তে মধুমঙ্গলের প্রাণ বিনাশ ক'র্‌বে। তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লেছ, আমাকে মধুমঙ্গলের প্রাণ ভিক্ষা দেবে, স্মরণ হ'চ্ছে না?

দৈত্যপত্নী। ঠাকুর! মধুমঙ্গল ধনের অধিকারী সুধু উনি একা তো নন, আমিও ও ধনের অংশীদার। আমি সম্মত না হ'লে উনি কেমন ক'রে আমার মধুমঙ্গলের প্রাণ আপনাকে অর্পণ ক'র্‌বেন? আমি কোন ক্রমে বাছাকে হত্যামুখে তুলে দিতে পারবো না।

গীত।

পারিব না কোনরূপে জীবন ধনের জীবন সঁপিতে।
পারে কি জগতে কেহ প্রাণকে দেহ হ'তে বিদায় দিতে॥
আমরা মরি তাকে পারি,
এ কাজ করিতে নারি,
বিশেষে আমি যে নারী নারি এ চাঁদমুখ ভুলিতে;—

(এতো সহজ নয় সহজ নয়) (এ বদন বিধু ভুলে থাকা)
তিলেক অদর্শন হ'লে যাতনায় প্রাণ যায় বাহির।
(উঁহু মরি মরি প্রাণে মরি)
(জন্মের মত বব বিস্মরি) (ঐ চাঁদমুখ)
ক'রো না আর হেন আদেশ বলি তাই বিনয়েতে॥

নারদ। তা পারবে কেন? স্বামীসহ এই অন্ধকারময় সাগর-গর্ভে বড় সুখে দিবা যামিনী অতিবাহিত হ'চ্ছে? মধুর গন্ধর্ব্বভাব ভুলে হেয় দৈত্যভাব এ অতি সুধাময় নয়? আমি আত্ম-স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এত প্রাণপন ক'র্‌ছি কি বল?

দৈত্যপত্নী। প্রভো! আপনি এখনি ভস্ম করুন। আমরা তাহ'লে সকল দায়ে নিষ্কৃতি পাই।

নারদ। আমি ভস্ম ক'রে তোমাদের ছাই ক'রে ফেল্‌বো, বলি তাহ'লে তো তোমরা নিষ্কৃতি পেলে, এরূপ দুর্গতি তবে হবে কিরূপে?

মধুমঙ্গল। আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, আমি আমার পিতা মাতাকে সম্মত করাচ্ছি।

নারদ। উত্তম। আমি নিরস্ত হ'লাম।

মধুমঙ্গল। পিতা! এ সংসারে আপনার ব'ল্‌তে কিছুই নাই। ভেবে দেখুন, আপনারা আমাকে এত স্নেহ করেন, এত ভালবাসেন, কিন্তু আমি আপনাদের কে? আর আপনারাই বা আমার কে? আপনারা পাপ ক'র্‌লে যখন আপনারাই সে পাপের ফলভোগ ক'র্‌বেন, আমি যখন সে পাপের অংশ-ভাগী হবো না, তখন আর আপনাদের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? পিতা! পিতা ব'লে ডাক্‌ছি—এটি হাসির কথা? কে কার পিতা,

কে কার মাতা, কে কার পুত্র, কে কার ভ্রাতা? সব অলীক—সব মিছা? আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে যেতে যেতে মায়ার কুরঙ্গে পড়ে দশদিন মাত্র কুরঙ্গ ক'রে চলে যাই, এটি পথের পরিচয়। পিতা! মায়াকুপে পড়ে আপন কর্ত্তব্য চ্যুত হবেন না। দেবর্ষি নারদ উনি মঙ্গলময় মধুসূদন হরির প্রিয়ভক্ত, ওঁর অনুমতি মত কায ক'র্‌লে পরিণামে দেখবেন অনন্ত সুখের অধিকারী হ'তে পার্‌বেন। মায়া ত্যাগ করুন, মায়া শত্রু, মায়া জীবের সর্ব্বনাশকারিণী।

শঙ্খাসুর। বাপ মধুমঙ্গল! মায়ার জীব হ'য়ে মায়াকে কি ত্যাগ করা যায় বাপ? কে পারে—কে সেরূপ মহাজন?

মধুমঙ্গল। পিতা! আপনার মনে বল দিলে আপনিই সেই মহাজন।

শঙ্খাসুর। আমি পারি নাই বাপ, তোমাধনে মনের বার কর্‌বার জন্য অনেক চেষ্টা ক'রেছি; কিন্তু তা কোনক্রমে হ'লো না বাপ। আমি দেখেছি, আমি বেশ ক'রে দেখেছি, মধুমঙ্গল ধন প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন—সে ধন কি ভোলবার? সে ধন ভোলবার নয়।

মধুমঙ্গল। আপনি যদি ওরূপ বলেন, মার মন তবে প্রবুদ্ধ হবে কিরূপে? উনি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ ওঁর মন কোমল। আপনার উৎসাহ বাক্য ভিন্ন ওঁর অশান্ত হৃদয়ে শোক শান্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। পিতা! আমার তুচ্ছ প্রাণ হেতু ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দেবেন না।

শঙ্খাসুর। সত্য কিরে প্রাণধন,
হারাইব তোমা ধনে জন্মের মত?
সত্য কিরে এই চাঁদমুখ লুকাইবে চির-অন্ধকারে?

হায় রে—হায় রে!
এতদিন ধরি এত যত্ন করি
পাইনু শেষে এই ফল?

দৈত্যপত্নী। হা নিরদয় স্বামিন্!
বাঁধিলে হিয়া পাষাণ বন্ধনে এতদিনে?
অন্তরের অন্তর প্রদেশে
ছিল যে ধন অমূল্য রতন
তায় বিসর্জ্জন দিলে আজ কালসিন্ধু নীরে?
মধুমঙ্গল রে! মধুমঙ্গল রে!
এ বিশ্ব সংসারে আজি হ'তে তোর
আত্মীয় স্বজন কেহ নাই বাপ!
পিতা শত্রু, মাতা শত্রু,
আর আত্মীয় কে হইবে ভবে?

মধুমঙ্গল। কেবা শত্রু, কেবা মিত্র আত্মীয় স্বজন,
ভ্রমে পড়ি জীব হয় মায়াতে বন্ধন।
মায়াবশে মা তোমাকে ডাকি মা মা ব'লে,
কিন্তু মাতা দেখ ভেবে কেবা কার ছেলে?
এই আছি এই নাই জলবিম্ব মত,
ক্ষণেকের দেখা শোনা এতে মায়া এত।
সম্বন্ধ স্বরূপ হরি অখিলের ধন,
সম্বন্ধ তাঁহারি সনে তিনিই আপন।
তাঁর আমি তাঁর কার্য্য সাধিবার তরে,
কর্ম্মের তরঙ্গে আমি এসেছি সংসারে।
তাঁর কর্ম্ম সাঙ্গ হবে তাঁর কর্ম্মস্থলে,
কর মা বিদায় পুত্রে হরি হরি ব'লে।

শঙ্খাসুর। বেঁধেছি মন বেঁধেছি পাষাণে,
গেছে মায়া ভ্রম-ছায়া দূরে পলাইয়া ?
কেবা পত্নী, কেবা পুত্র, কেহ নহে কার,
কেন মিছে মায়াবশে, বলি আপনার ?
প্রবাহের বারি যথা এসে চ'লে যায়,
তেমতি আসিয়ে জীব স্বস্থানেতে ধায় !
কত আশে কত যায় অনন্তের পথে,
দূরে যাও কুহকিনী—যাইব সুপথে।
কেবা এ মধুমঙ্গল আছিল কোথায়,
কি কারণে কেমনেতে পাইনু তাহায় ?
কোথা হ'তে এ ঘটন কেবা ঘটাইল,
আমি কেবা আমা হ'তে কিছু নাহি হৈল।
যাঁর কার্য্য তিনি করে আমি তবে কেবা,
তিনি সব তিনি সূক্ষ্ম তিনি রাত্রি দিবা।
তিনিই করান কার্য্য আমি করি তাই,
তাঁর ইচ্ছা হোক্ পূর্ণ অন্যমত নাই।

গীত।

হোক্ ইচ্ছাময় ইচ্ছা এখনি পুরণ।
তাঁর ইচ্ছার বিরোধী হ'তে পারে কোনজন ॥
আমি বলি আমি করি, ছি ছি একি ভ্রম আমারি,
আমি যে কার আমি তারি পাইনা সন্ধান যখন।
আমার জীবন বলি কিসে, মৃত্যুরূপ মহাবিষে,
ঘিরিবে যখন করালবেশে, তখন দিশে যাবে ছুটে
জ্ঞান থাকিতে জ্ঞান জ্যোতিতে চিনে লাও রে অবোধ মন ॥

দৈত্যপত্নী। ফুরালো আশা—
ফুরালো ভরসা,
প্রাণধনে হারানু নিশ্চয়।
স্বামিন্! স্বামিন্!
পদে ধরি, মিনতি করি,
কিঙ্করীর রাখ প্রভু এক অনুরোধ।

শঙ্খাসুর। কি করিবে অনুরোধ?
চাবে বুঝি তনয়ের প্রাণ ভিক্ষা?
দিব না দিব না তাহা প্রণয়নী—
হ'য়েছি পাষাণ আমি,
হও তুমি হে পাষাণী।
ধর খড়্গ, ধর অসি,
বিনাশ বিপ্রসুত প্রাণ।
গুরু আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা ভবে,
কর কর গুরু আজ্ঞা পালন হে এবে,
রাখ রাখ গুরু আজ্ঞা বলবান এ ভবে।

দৈত্যপত্নী। কর নাথ ব্রহ্মহত্যা ব্রাহ্মণ বচনে,
যাও গভীর নরকে পত্নীগণ সাথে,
স্রোতের বেগ বেগে ব'য়ে যায়—
বল কে ফিরায়?
দুর্ব্বলা অবলা আমি,
বল মাত্র ধরিয়ে পতির চরণ,
করিতে মিনতি স্তুতি,
করিয়াছি তাহা
ধরিয়াছি পদ, ব'লেছি কাঁদিয়া,

গিয়াছে ভাসিয়া হায় অবলার সে বিনয় বাণী।
গুণমণি!
নাহি চাহে অভাগিনী ভিক্ষা শিশু প্রাণ।
নাহি মাগে তব স্থানে বালক জীবন?
চাহে শেষ ভিক্ষা দাসী তব,
দাও ভিক্ষা তারে প্রাণেশ্বর,
একবার ল'য়ে যেতে ব্রাহ্মণ নন্দনে আপন ভবনে।
দেখিব হে আঁখি ভরি এ হৃদয় চাঁদে,
দেখিব একবার—শুনিব একবার—
জনমের মত শুনিব একবার;
নিরজনে ও চাঁদবদনে **"মা বোল।"**

শঙ্খাসুর। সর্ব্বনাশ হবে প্রিয়তমে!
মায়ার বন্ধনে পুনঃ দৃঢ়রূপে বাঁধা হ'য়ে
কর্ত্তব্য ভুলিবে—বিপাকে মজিবে।

দৈত্যপত্নী। ছি ছি নাথ!
এত বাদ ছিল তব মনে?
পালিত সন্তানে মোর বারেক করিয়া দান—
মন প্রাণ দিলে না জুড়াতে?
দাও পতি, হৃদয়-বল্লভ!
একবার দাও এ রতনে—
ও চাঁদবদনে দিব ননী আশা মিটাইয়া।

শঙ্খাসুর। কায নাই সে সাধ প্রাণপ্রিয়া,
কায নাই আশা মিটাইয়া?
বাসনা তৃষা মিটাইতে গিয়া—
কি দিয়া কাটিবে সতী মায়ার বন্ধন?

মায়ার সাগরে পড়ি,
কর্ত্তব্য চ্যুত কি নিশ্চিত হইব তখন ?
বড় ভয়—বড় ভয় !
কি হ'তে কি হয় !
স্থির নেত্রে কর পত্নী কর নিরীক্ষণ—
মধুমঙ্গলের শির করি হে ছেদন।

দৈত্যপত্নী। কি ভীষণ। কি ভীষণ !
উন্মাদ হ'যেছ কি পতি অবলার গতি ?
ছিলে এই এখনি স্নেহের সাগর,
ছিলে এখনি হে মায়া সরোবর !
অকস্মাৎ একি নাথ একি ভাবান্তর !
দেব ভাব কোথায় লুকালে ?
পিশাচ ভাব কেন হে ধরিলে ?
মায়া নাই, মমতা নাই,
দয়া নাই, স্নেহ নাই,
কঠিন কঠোর হৃদয় তোমার,
কোন মুখে ;—
কোন মুখে নাথ কহিলে এ কথা,
মধুমঙ্গলের শির করিব ছেদন ?

শঙ্খাসুর। দয়া নাই মায়া নাই,
আঁখি পাশে দেখ প্রিয়ে নরকের ছায়া,
চণ্ডাল আমি, রাক্ষস আমি,
দয়া মায়া ভয়ে কৈল পলায়ন।

নারদ। কৈ বৎস মধুমঙ্গল ! তোমার পিতা মাতা সম্মত হ'য়েছে কি ?

মধুমঙ্গল। পিতা! আপনি ত এখন প্রস্তুত?

শঙ্খাসুর। প্রস্তুত—প্রস্তুত। এই তরবারি হস্তে আমি প্রস্তুত।

নারদ। তবে আর শুভকার্য্যে বিলম্ব অনাবশ্যক। বৎস মধুমঙ্গল! তুমি তবে একবার নয়ন মুদ্রিত ক'রে ব'সে তোমার প্রাণের দেবতার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা ক'রে নাও।

মধুমঙ্গল। আজ্ঞা হাঁ, আমি আমার প্রাণ হরিকে একবার প্রাণভরে ডাকবো বৈ কি। এখনি প্রাণ যাবে, এখনি কৃতান্ত হস্ত প্রসারণ ক'র্‌বে, এখনি ভয়ার্ত্ত প্রাণ আমার আশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে বেড়াবে। আশ্রয় দাতা অনাথ সখা হরি ভিন্ন আমার এ নিরাশ্রয় প্রাণকে কে পদাশ্রয় দেবে? করাল কৃতান্তের হাতে কে রক্ষা ক'র্‌বে? হরি! হরি! কাঙ্গালের ধন! দরিদ্রের জীবন মধুসূদন! এ দীন দরিদ্র বালকের শেষ নিবে-দনটি কৃপা ক'রে শুনে রাখ।

গীত।

করি নিবেদন হে কমল আঁখি।
তখন ব'ল্‌তে সময় পাবো কি না তাই এখন ব'লে রাখি॥
অসিধারে প্রাণান্ত হবে ওহে অগতির গতি,
গতির অভাব হ'য়ে ব্যাকুল না হয় প্রাণপাখী,
(পাছে তাড়া দিবে হে) (কৃতান্ত ব্যাধ পাখী ধরিবারে)
(আমার এই প্রাণপাখী)
দেখো শমন-দমন শমন করে না পড়ে প্রাণপাখী।
যদি সে সময় না লয় নাম আমার রসনা,
সে দোষেতে যেন চরণ দিতে ভুলনা,
(সে সময় চরণ দিও হে) (নিজগুণে তারণ কারণ চরণ)
(আপন জন মনে ভেবে)
দেখো কালবরণ কালের অধীন যেন না হ'য়ে থাকি॥

হে কৃষ্ণ! হে হরি! আমি মরণ ভয়ে ভীত নহি! দয়াময়! আমার এই বড় ভয়, পাছে যম আমার জীবন হরণ ক'রে ল'য়ে যায়। আমি অল্পদিন সংসারে এসেছি, অল্পদিনের ভিতর সংসার ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি, এর মধ্যে তোমার নাম অস্ত্র সংগ্রহ ক'র্‌তে পারি নাই। কেমন ক'রে যমযুদ্ধে জয়ী হবো হরি? তুমি সে সময় কৃপা না ক'র্‌লে করাল-কৃতান্ত করে আর নিস্তারের উপায় নাই।

স্তব।

দেখো হরি দেখো কৃষ্ণ দেখো দয়াময়,
সে সময়ে নিজগুণে দিও পদাশ্রয়।
দীনবন্ধু কৃপাবিন্দু ক'রো বিতরণ,
দুর্দ্দিনে এ দীন ভিক্ষা করে শ্রীচরণ।
তুমি বিশ্ব তুমি বিশ্ববাসীগণ প্রাণ,
তুমি যোগ তুমি যোগী যোগীগণ জ্ঞান।
তুমি বেদ তুমি বিধি তুমি মূলাধার,
তুমি আদি তুমি অন্ত বিশ্বের আধার।
তোমার স্বরূপ রূপ কে বর্ণিতে পারে,
বিশ্বরূপ বিশ্বব্যাপি আছ নিরাকারে।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়,
অনন্ত মহিমা তব কে জানিতে পায়।
শঙ্কর শ্মশানবাসী তত্ত্ব ভেদিবারে,
আমি হে সুদীন শিশু তোমার সংসারে।
বৃথা আসি ভব মাঝে বৃথা গেল দিন,
দেখো হরি ক'রোনা হে কৃতান্ত অধীন।

হরি! হরি! হরিবোল! হরি হরিবোল! পিতা! পিতা! অস্ত্রাঘাত করুন, আমি আমার পথ-প্রদর্শক হরিকে ডাক্‌লেম।

নারদ। মধুমঙ্গল! তুমি প্রকৃত পক্ষে শঙ্খাসুরের পুত্র নও, তুমি ব্রাহ্মণ কুমার। তোমার পিতার নাম মহর্ষি সান্দিপনী। বৎস। তুমি দৈত্যরাজ শঙ্খাসুরের পালিত পুত্র।

মধুমঙ্গল। দেব! আমি যাঁদের পালিত পুত্র, তাঁরাই আমার পিতা মাতা, কেননা আমার জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'লে আমি দেখেছি এবং বুঝেছি দৈত্যপতি শঙ্খাসুর এবং তাঁর মহিষী আমাকে আপনাদের বক্ষের শোণিত দিয়ে পোষণ ক'রেছেন। আমি এঁদের ঋণে চির-আবদ্ধ।

নারদ। তাতো নিশ্চয়, তা না হ'লেই বা এদের উপকারার্থে তুমিই বা তোমার অমূল্য প্রাণকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিসর্জ্জন দেবে কেন? তবে বৎস! আমি ব'লছিলাম কি, তুমি একে ব্রাহ্মণ কুমার, তাতে আবার দেখছি বিশেষ হরিভক্ত; সুতরাং তোমার অন্তকালে এ বেশে, এ সাজে সুসজ্জিত থাকা ভাল নয়, হরিভক্ত ব্রাহ্মণ বালক, হরিভক্তের বেশ ধারণ কর।

মধুমঙ্গল। প্রভো! হরিভক্তের বেশ কি প্রকার?

নারদ। বাপ! আমি একজন সেই ভক্তবৎসল নারায়ণের অতি অভক্ত, তবে আমার যে বেশ দেখছো, এই বেশ হরিভক্তগণ ধারণ ক'রে থাকেন।

মধুমঙ্গল। ওই সাজটিই কি বৈষ্ণবের সাজ?

নারদ। হাঁ বৎস! এইটিই বৈষ্ণবের সাজ।

মধুমঙ্গল। আমি এ স্থানে এখন বৈষ্ণব সাজ কিরূপে পাবো?

নারদ। বৎস! যে বৈষ্ণবের সে মধুর সাজে সাজবার ইচ্ছা হয়, তার কি বাপ সে সাজ, সে বেশের অভাব হয়? এই দেখ, আমি তোমার জন্য হরিনামাঙ্কৃত নামাবলী, তুলসীর মালা, কৌষিক বসন এবং পবিত্র চন্দন এনেছি।

মধুমঙ্গল। আপনি দয়াময় হরির শ্রেষ্ঠ ভক্ত! আপনার দয়ার শেষ নাই। আজ আপনি দয়া ক'রে আমায় বৈষ্ণব বেশ দান ক'র্লেন, আপনার দয়ায় আজ আমি দুর্লভ সাজে সজ্জিত হবো। দিন দিন প্রভো, আমি হরিভক্ত সাজে সজ্জিত হ'য়ে জীবন সার্থক করি।

নারদ। বৎস! তুমি কৌষিক বসনখানি পরিধান কর, পরে আমি তোমায় সাজিয়ে দিচ্ছি।

মধুমঙ্গল। যে আজ্ঞা। (বহুমূল্য বসন ভুষণাদি ত্যাগ ও কৌষিক বসন পরিধান।)

নারদ। এসো বৎস! সর্ব্বগাত্র হরিনামাঙ্কৃত ক'রে দিই। (তথা করণ) এইবার এই মালা গলে ধারণ কর।

মধুমঙ্গল। যে আজ্ঞা। (মালা ধারণ)

শঙ্খাসুর। গুরুদেব! বৎস মধুমঙ্গলের এটি বৈষ্ণব সাজ না অন্তের সাজ?

নারদ। বৎস! বালক মধুমঙ্গলের এ সাজটি সর্ব্বান্তক কৃতান্ত বিজয়ী সাজ, এ সাজ দেখলে কৃতান্ত দূরে পলায়ন করে।

শঙ্খাসুর। কৃতান্ত দূরে পলায়ন করে, আর এ অধম দুরন্ত কেন এ সাজ দেখে ভয় পাচ্ছে না?

নারদ। তুমি ভয় পাবে কেন? তুমি মধুমঙ্গলের উদ্ধার কর্ত্তা।

শঙ্খাসুর। কি বল্লেন, আমি মধুমঙ্গলের উদ্ধার কর্ত্তা?

নারদ। হাঁ বৎস, তুমি ওর উদ্ধার কর্ত্তা, আবার মধুমঙ্গল তোমার উদ্ধার কর্ত্তা।

মধুমঙ্গল। পিতা! আর শুভকার্য্যে বিলম্ব কেন? আমাকে নিষ্কৃতি দিন্।

শঙ্খাসুর। মধুমঙ্গল রে! শুধু তোকে নিষ্কৃতি দেব না বাপ, তোকে হত্যা ক'রে আমিও নিষ্কৃতি পাবো।

মধুমঙ্গল। তবে সত্বর হোন্। আমি হরি হরি বোলে এই উপবেশন কোল্লাম। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!! (নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবেশন)।

শঙ্খাসুর। গুরুদেব! গুরুদেব! অনুমতি করুন, আমি ব্রহ্মহত্যা ক'র্‌তে প্রস্তুত হই।

নারদ। আমি প্রফুল্ল অন্তরে অনুমতি ক'চ্ছি—এই দণ্ডে তুমি ব্রহ্মহত্যা ক'রে সর্ব্বপাপ হ'তে বিনির্মুক্ত হও।

শঙ্খাসুর। শিরোধার্য্য গুরুবাণী। বৎস মধুমঙ্গল! হরি-ধ্বনি কর।

মধুমঙ্গল। হরিবোল! হরিবোল! হবিবোল!

শঙ্খাসুর। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

নারদ। বৎস শঙ্খাসুর! সত্বর অসিরাঘাত কর।

শঙ্খাসুর। জয় হরি দয়াময়। (অসিরাঘাতোৎযোগ)।

দৈত্যপত্নী। ওকি—ওকি স্বামিন্!

কারে কর অস্ত্রাঘাত?

কেবা ঐ বালক মুরতি—দেখিছ না প্রাণপতি?

শঙ্খাসুর। কেবা এ বালক?

দৈত্যপত্নী। বালক নহে তো স্বামিন্,

বালকরূপে ত্রিলোক পালক।

দেখিছ না হৃদয়েশ,
ধ্যানযোগে নিমগন জ্ঞানময় হরি !

শঙ্খাসুর। আ-মরি মরি কি সুন্দপ রূপ ! তাই তো প্রিয়ে ! সেই গোলোক আলোক ভূলোক পালক নন্দবালকই তো বটে ! ঐযে—ঐযে শ্যাম নটবব বেশ ! ঐযে—ঐযে ত্রিভঙ্গিম ঠাম নব-জলধর শ্যামমূর্ত্তি ! আহা—আহা ! কি মনলোভা বনমালা শোভা রে—নয়ন মন ভুলে গেল। গুরুদেব ! গুরুদেব। কাকে আপনি হত্যা ক'র্‌তে অনুমতি দিচ্ছিলেন ? ওতো মুনিপুত্র মধুমঙ্গল নয়। ও যে মুনিগণ শিরোমণি ! দেখুন, দেখুন গুরুদেব মধুর অধরে মোহন মুরলী কেমন রাধা রাধা রবে বাজ্‌ছে। শুনুন, শুনুন দেব—এখনি মোহিত হবেন।

গীত।

হের প্রাণ ভরিসে শ্যামরূপ অপরূপ।
হেরিয়ে রূপবাশি উথলিবে ভাবকূপ॥
দেখনা দেখনা কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
মদনমোহন শ্যাম গুণধাম,
হের করে বাশরী কি সুন্দর মরি,
কিশোরী নাম ধরি ডাকিছে ওই জগৎ ভূপ।
ভুলিল ভুলিল আঁখি ওরূপ হেরিয়ে,
পড়িল পদতলে মন প্রাণ ঢলিয়ে,
একি হেরি কালশশী, মুখে মৃদু-হাসি,
সুখনিশি পোহাল দেখিনু তাই রসময় রূপ॥

নারদ। (স্বগতঃ) আহা ! ভক্তে আর ভগবানে প্রভেদ নাই। হরিভক্ত শিশু মধুমঙ্গলকে দেখে আমারি ভ্রম উপস্থিত হ'চ্ছে। এ বালকমূর্ত্তি দেখে বাস্তবিক সেই নন্দবালকের মধুর-

মূর্ত্তি হৃদয়ে জেগে উঠছে। কি করি, কি উপায়ে ভগবান আদেশ মত এ কঠিন কঠোর কার্য্যদায় হ'তে নিষ্কৃতিলাভ করি। শঙ্খাসুরের যে প্রকার মনোভাব, তাতে শঙ্খাসুর আর যে সহজে মধুমঙ্গলকে হত্যা ক'র্‌বে এমন বোধ হয় না। যাই হোক, এ স্থলে কুমতিকে বিশেষ প্রয়োজন। কুমতি দ্বারায় শঙ্খাসুরের সুমতিকে দূরীভূত ক'র্‌তে না পার্‌লে কার্য্যসিদ্ধি হবে না।

মানস ডাকে কুমতিকে আহ্বান করি। (চক্ষু মুদিয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান।)

(কুমতির আবির্ভাব ও জনান্তিকে নারদের প্রতি।)

কুমতি। কেন ঋষি আবাহন,
কিবা প্রয়োজন কুমতি পাশে?

নারদ। ফিরাও দেবী দানবের চিত,
তুমি না ফিরালে মনের আবেগ,
নাহি হবে কার্য্যের উদ্ধার,
নাহি হবে মধুমঙ্গল সংহার।
দেহ কুমতি, সুমতি তাড়ায়ে
বৈস দানব হৃদয়ে মূর্ত্তিমতি হ'য়ে।

কুমতি। তব আজ্ঞা অবহেল্য নহে মুনিবর,
কিন্তু দেব—কাতর অন্তর মম,
নবীন ব্রাহ্মণ হত্যা দেখিব কেমনে?

নারদ। কুমতি গো!
এত কি কঠিন নারদের প্রাণ,
দয়া মায়া এখানে কি নাহি পায় স্থান?
ফেটে যায় বুক,

দুঃখানলে প্রাণ জ্বলে যায়,
কিন্তু হায় নাহিক উপায়!
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ,
মনের আগুণ চাপিয়া মনেতে
হইতেছে দেবী এ কার্য্য করিতে।

কুমতি। বুঝেছি সকল,
পালি তব আজ্ঞা এবে মুনিবর।

(কুমতির অন্তর্দ্ধান।)

শঙ্খাসুর। একি হ'লো!
জাগিয়া কি দেখিনু স্বপন?
হ'তেছে স্মরণ,
দিল দরশন নবীনা কামিনী এক।
সে যেন সুতানে,
কহে মোর কাণে,
ব্রাহ্মণ নন্দনে বিনাশ ত্বরা।
নাশিব নাশিব এখনি,
উদ্দেশ্য সিদ্ধির তরে,
বিনাশিব ব্রাহ্মণ কুমারে।
গুরুদেব! বিনাশি বালকে?

নারদ। নাশ ত্বরা।
হরিনাম ক'রোনা উচ্চারণ
পশিলে ও নাম বালকের কাণে
কার সাধ্য কে বিনাশে শিশুর জীবনে।

শঙ্খাসুর। যে আজ্ঞা প্রভু।
হানি অসি গলদেশে।

(স্ববলে মধুমঙ্গলের গ্রীবায় অসিরাঘাত মধুমঙ্গলের মুণ্ডচ্ছেদ ও ছেদিত মুণ্ড হরিধ্বনি করণ।)

দৈত্যপত্নী। মধুমঙ্গল! মধুমঙ্গল!
কি হ'লো—কি হ'লো রে বাপ?
হারাইনু তোমাধনে এতদিনে।

মধুমঙ্গল রে! একবার মা বোল বল, তেমনি ক'রে মধুস্বরে একবার হরি হরি বল। ওরে হরি পরায়ণ! ওরে ও বাপ হরি-গত প্রাণ! হরি গুণগান ক'র্‌তে যে তোর রসনা ভোলে না, তুই যে বাপ হরিনামে পাগল, হরিনামে তুই যে জগৎ সংসার ভুলে যাস। তবে আজ চাঁদমুখ নীরব কেন? হরি হরি বল বাপ, একবার তেমনি ক'রে বদনভরে হরি হরি বল।

গীত।

বল বল বল প্রাণভরে হরি হরিবোল।
হরি ব'লে একবার ডাক রে,
শুনি চাঁদ মুখেতে (জনমের মত)
হরিনামে কেন বিরাগ হেরি,
হরিনাম যে প্রাণ তোমারি,
হরিনাম সুধা স্রোতে পড়ি;
ব'ল্‌তে যে বাপ হরি হরিবোল॥
(হরি প্রেমেমত্ত হ'য়ে) (কিবা দিবা বিভাবরী)
আজ কেন নীরব হ'য়ে, হরিনাম নাহি ল'য়ে,
র'য়েছ বাপ মৃতভাবে মলিন বদনে,
উহু মরি বুক ফেটে যায়,
এ দৃশ্য কি রে দেখা যায়।
হরিনামের এই সুফল বল বাপ নামে সকলি ফুরায়,
(ইহকালের লীলাখেলা) (অকালেতে জীবন যায়)॥

কৈ বাপ কৈ? হরি হরি ব'লে মায়ের প্রাণে আনন্দবর্দ্ধন ক'রলি কৈ? ওরে বাপ হরি-কিঙ্কর! হরিনামে যে শুনেছি মরণ ভয় থাকে না। মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি হরিনাম বলে সে মৃত্যুঞ্জয় হ'য়েছেন। তবে একি হ'লো তোর? হরিনাম যে বিপরীত গুণ ধারণ ক'ল্লে! সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপ হ'য়ে যে তোর জীবনান্ত ক'রলে। হরি! নারায়ণ! মধুসূদন! এই কি তোমার নামের ফল? এই কি তোমার দয়াময় নামের মহিমা? নাম যে কলঙ্ক সাগরে ডুবলো হরি! তোমার নাম প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে ব্রাহ্মণ বালক অকালে কাল-কবলে নিপতিত হ'লো—এ কলঙ্ক কথা যে জগৎময় ব্যাপ্ত হ'লো? আর যে হরিনাম কেউ মুখে আনবে না।

নারদ। বৎসে! স্থির হও, হরি-নিন্দা ক'রোনা। হরি কখনও ভক্ত প্রতি নিদয় নন্, হরি হরিভক্তকে বুকে ক'রে রক্ষা করেন। মধুমঙ্গলের এরূপ অভিশাপ ছিল, মধুমঙ্গল তোমার পতি করে জীবন ত্যাগ ক'রবে। সে শাপ এখন পূর্ণ হ'লো, এইবার ভক্ত-হৃদিরঞ্জন ভক্তকে পুনর্জ্জীবিত ক'রবেন। আর এই ঘটনা স্রোতে প'ড়ে কার্য্যময় হরি অবিলম্বে তোমাদের পুরীতে পদার্পণ ক'রবেন। তোমরা তাঁর ভক্ত ভক্তা হ'য়ে ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী পাপিনী হ'য়েছ, কাজেই পাপহারী-গোলোকবিহারীকে তোমাদের পাপ-হরণ জন্য আসতে হবে। এক্ষণে উভয় পতি-পত্নীতে মধুমঙ্গলের ছিন্ন মুণ্ডটি ও দেহটি ল'য়ে গিয়ে ঘৃতপূর্ণ আধারে রক্ষা কর গে। আমি এক্ষণে বিদায় হ'লেম।

শঙ্খাসুর। আপনি বিদায় হ'চ্ছেন, আমাদেরও বিদায় ক'রে যান্।

নারদ। আগত কল্য অতি শুভদিন। কল্য তোমাদের শাপ বিমোচন হবে, কল্য পরম পুরুষ হরি অনন্তদেব বলরাম

সঙ্গে এ সাগরপুরে শুভাগমন পূর্ব্বক তোমাদের সকল সন্তাপ নাশ ক'র্‌বেন।

শঙ্খাসুর। প্রভু! ব্রহ্মহত্যা ক'রেছি, আপনার আজ্ঞায় স্বহস্তে পাপের সাগর খনন ক'রে তাতে ডুবেছি—যদি এ মহা-পাপের নিস্তার উপায় সহজে না হয়, তবে জান্‌বেন সৃষ্টিরাজ্যে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হবে। আমি ডুবেছি, আরও ডুববো, কিছু রাখবো না, কোন্ পাপকে মাথায় নিতে ভয় ক'র্‌বো না। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা রাশি রাশি ক'র্‌বো।

নারদ। উন্মাদ হ'লে নাকি শঙ্খাসুর? হাঁ বৎস! গুরু কখনও শিষ্যের অহিত চিন্তা করে কি? গুরু শিষ্যের মঙ্গলালয় স্বরূপ।

শঙ্খাসুর। কাল বুঝবো গুরুদেব। আজ আর কোন কথা ব'ল্‌বো না। চল পত্নী, ব্রাহ্মণ বালকের মৃতদেহ ল'য়ে গৃহমধ্যে যাই। তুমি বৎসের মুণ্ডটি লও, আমি দেহটি ল'য়ে যাই।

নারদ। বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা ক'র্‌বে, ও দেহ যেন নিখুঁত ভাবে থাকে।

দৈত্যপত্নী। কাল কি এ নবীন শিশুর পুনর্জ্জীবন লাভ হবে প্রভু?

নারদ। নিশ্চয়। কাল তুমি মধুমঙ্গলের মুখে মধুর মা বোলধ্বনি শুন্‌বে যাও, আমিও চ'ল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যমপুরী।

যম ও চিত্রগুপ্ত।

যম। স্বপ্ন কথা কি সত্য হয় চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে হয় বৈকি, তবে সব সময় সব ঠিক হয না। মন্দটাই ফলে যায়, ভালর বেলায় হয় কি না হয়।

যম। মন্দর বেলায় ফলে, ভালর বেলায় নয়?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাইতো প্রায় দেখা যায়।

যম। আমি যে স্বপ্ন দেখেছি হে।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে কি স্বপ্ন—সুস্বপ্ন কি কুস্বপ্ন?

যম। চিত্রগুপ্ত! সে স্বপ্ন বিবরণ বিচিত্র ঘটনাময়! স্বপ্নের আদি ভাগ আনন্দময় বটে; কিন্তু শেষ ভাগ ভীষণ ঘটনাপূর্ণ— অহো—অহো—এখন তা স্মরণ হ'য়ে হৃৎকম্প হ'লো! কি হবে, কি হবে, চিন্তানলে অন্তরাত্মা দগ্ধ হ'য়ে উঠলো। চিত্রগুপ্ত! চিত্রগুপ্ত! এতদিনে বুঝি কৃতান্তের অন্তদিন উপস্থিত!

গীত।

ঘটিল বুঝি সর্ব্বনাশ।
ভেবে স্বপ্ন কথা হৃদয়েতে পাইতেছি ত্রাস॥
কি ঘটিলে মম ভালে,
অনুক্ষণ চিন্তানলে—এ হৃদয় যাইছে জ্বলে,

স্বপনে ভাবিনে যাহা দেখিনু তা স্বপনছলে ;—
হায় হায় কি হইবে,
বুঝি এ জীবন যাবে,
কৃতান্ত নাম লুপ্ত হবে বুঝি ঘুচিবে ভববাস ॥

চিত্রগুপ্ত। সেকি মহারাজ! একবারেই যে প্রাণে হতাস, বিশ্ব-জগৎ সকলে আপনার ত্রাসে ত্রাসিত, আপনি আবার কার শাসনে শাসিত হবেন আশঙ্কা ক'রছেন?

যম। আমি কি চিত্রগুপ্ত বিশ্ব-রাজ্যেশ্বর? আমার ঈশ্বর কি এ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর কেউ নাই? অহো—চিত্রগুপ্ত হে! এ বিশ্ব-সংসারে আমি একটি ন-গণ্য জীব, আমার কৃতান্ত নাই এমন ভেব না। দেখবে, দেখবে সচিব, দেখবে হে চিত্রগুপ্ত, স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই কৃতান্ত প্রাণান্তকারী ভীষণ অরি সম্মুখে দেখবে।

চিত্রগুপ্ত। বলেন কি মহারাজ, মৃত্যু যাঁর সেনাপতি, তাঁর আবার শত্রু আছে? আমার তো বিশ্বাস হয় না।

যম। অসম্ভব সম্ভবেতে হবে পরিণত,
আত্ম বন্ধুসহ যম হইবে নিহত।
যাবে রাজ্য রাজৈশ্বর্য্য রাজসিংহাসন,
প্রাণ ভয়ে যম সদা হইবে কম্পন।

চিত্রগুপ্ত। পশ্চিমে যদ্যপি হয় ভানুর উদয়,
অনন্ত সাগর যদি বারি শূন্য হয়।
মহাগিরি রেণুবৎ উড়ে যদি নভে।
তথাপি বিশ্বাস কভু এ কথা না হবে?

যম। মম জল অন্নে তুমি ধরহ জীবন,
চাটু বাণী কহ মন্ত্রী তুমি সে কারণ।

ভাবিও নিশ্চয় যম অতি ক্ষুদ্রাকার,
যমের যমত্ব যাবে নহে চমৎকার?

নেপথ্য হইতে। জয় মহারাজাধিরাজ যমরাজের জয়!

চিত্রগুপ্ত। দেখ মহারাজ তব সৌভাগ্য উদয়,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে দিতেছে ঐ তব নামের জয়।

যম। কেহ আর নহে মন্ত্রী কর দরশন,
দিতেছে যমের জয় যমদূতগণ।

(সুদখোর বিটলদাসকে লইয়া যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রথম দূত। চল বেটা সুদখোর চল্।

বিটল। আহা হা, থামনা বাপু থামনা, কর কি? কি উৎপাত একটুখানি ছাই সময় দাও না। আমি আহ্লাদিনী বাগ্দিনীর এগার মাস সাড়ে উনত্রিশ দিনের সুদটা কত একবার হিসাব ক'রে দেখি। বেটী পাজীর পা-ঝাড়া, বেটী আমাকে নিছক ফাঁকি দিতে চায়, আজ দশ দশ বচ্ছর হ'লো, পাঁচ টাকা নিয়েচে, গরিব গুর্বো জাত ব'লে দয়া ক'রে টাকায় চার পয়সা ক'রে সুদ হেঁকে দিই, আবাগির বেটি বরাবর আদায় দিয়ে আসতে আসতে শেষ এই এগার মাস সাড়ে উনত্রিশ দিনের সুদ বাকি ফেলেছে, উঃ—বুক্ চড়চড় ক'চ্চে, সুদ সুদ! আমি ছাড়বো না, এক কড়া ক্রান্তি সুদ ছাড়বো না। বেটী যখন আমার কথা মত সুদের টাকা মিটিয়ে দেয় নাই, তখন আমি ব্রহ্মার বেটা পদোর কথা শুনবো না, কড়ায় গণ্ডায় সুদ চুকিয়ে নেবু। সুদ! সুদ! বেটীর কান্না দেখে বড় দয়া হ'য়েছিল, এগার মাস সাড়ে উনত্রিশ দিনের সুদ বাদসাদ দিয়ে তার ষোল-টাকা দামের একটা গাই, ঘরের তৈজসপত্র যা ছিল সে গুলো,

আর তার চালে লাউগাছে চারটে লাউ ঝুলছিল—সেই চারটে লাউ, আর খাবার চাল ছিল আধসের সেই চাল আধসের, আর বেশী কিছু জুলুম না ক'রে, হাজার হোক আমার শরীরটে তো দয়ার শরীর, অমনি অল্প বিস্তরের ভিতরি, তার ঝাঁট দেওয়া ঝ্যাঁটা গাছটা আর লেপ্‌টা কাঁথাটা নিয়ে বিক্রী সিক্রী ক'রে মোট কুড়ি টাকা নগদ পেলাম, আর মাগী বেটীকে পাক্‌ড়া পাকড়ি না ক'রে সব ক্ষমা ঘেন্না দিয়ে ব'ল্লেম আর দশ টাকা দিস্, তাহ'লেই খালাস। বেটী সেই হ'তে দেখা দেয় না। থাম না থাম না বেটী পাজি, রফারফি সব বাদ গেল, সুদের সুদ, তার সুদ, তার সুদ টেনে বেটীর চালের চিকৃটিকিটি অবধি সব নেব। আমার নাম হ'চ্ছে সুদখোর বিটলদাস।

দ্বি, দূত। বেটা যমালয়ে এসেও সুদের লোভ ছাড়তে পারছে না, চল বেটা সুদখোর পাপী এগিয়ে চল। (প্রহার)

বিটল। মার বাবা মার, দশ ঘায়ের জায়গায় বিশ ঘা মার সব সহ্য হবে; কিন্তু বাবা, আমাকে সুদ খতাতে দিও। আমি সুদ খতাতে না পেলে পেট ফুলে ম'রে যাবো, সুদ! সুদ!

প্র, দূত। সুদ খতাবি বৈকি রে বেটা পাজী, সুদ খতাবার জন্যেই তো তোকে এখানে আনা হ'য়েছে। দাঁড়া বেটা এই-খানে গলায় কাপড় দিয়ে যোড়হাত ক'রে দাঁড়া।

বিটল। ইনি কে বাবা? খুব তো জম্‌কালো চেহারা, বোধ হয় রাজা রাজড়া হবেন। ভালই হ'লো, এঁর কাছেই নয় খাতকদের নামে নালিশ দায়েরা ক'রবো। কোন বেটার এক পয়সা সুদ আমি ছাড়বো না।

চিত্রগুপ্ত। সর্ব্বনাশ! ও যমরাজ! এ বেটার তো দেখছি

বেজায় সুদের নেশা, বেটা এখানে এসেও সুদের লোভ কাটাতে পারে নাই।

যম। এইবার পারবে, চৌরাশী নরককুণ্ডে পতিত হ'লেই সব ঘোর কেটে যাবে। এখন দেখ, ওর পাপ কত, পুণ্য কত?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে, সুদখোরের আর পাপ পুণ্য কি দেখবো? ওদের তো ষোল আনাই পাপ।

যম। তবু অনুসন্ধান ক'রে দেখ, কিছু পুণ্য আছে কি না?

চিত্রগুপ্ত। যে আজ্ঞা, তবে দেখি। (খাতা খতিয়ানাদি দর্শন।)

বিটল। এ দু-বেটাতে কোথায় ধরে নিয়ে এলো, এতক্ষণ আমি কত খাতকের বাড়ী যেতাম, প্যাঁচ দিয়ে কত ব্যাটার কাছ থেকে সুদের টাকা বেশী দাবী ক'রে ব'স্তাম্। হায় হায়! আমার সুদ আদায়ের যে কত ক্ষতি হ'লো তা কি ব'ল্বো।

চিত্রগুপ্ত। মহারাজ! এর জ্ঞান হওয়া অবধি কোন একটী পুণ্যের কাজ দেখতে পেলাম না, তবে ওর একটী ভ্রাতষ্পুত্রী যখন শ্বশুরবাড়ী যায় ও তখন তার হাতে একটি টাকা দিয়েছিল, সে টাকাটি ও ভুলক্রমে চায় নাই, মনে থাক্‌লে ভ্রাতষ্পুত্রীর নিকট আদায় ক'র্‌তো। ধর্ম্মাবতার! যদি ঐ কাজটিকেই ওর পুণ্য-কাজ ব'লে ধরে নেওয়া হয়, তাহ'লেই জীবনের ভিতর ওর একটি পুণ্য কর্ম্মের স্থান পায়, নতুবা সব পাপ।

যম। আশ্চর্য্য হ'লেম যে চিত্রগুপ্ত! একজন মানবের জীবনে ঐ একটু মাত্র পুণ্যের ছায়া!

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে, তাও জোর ক'রে ধোরে নিতে হয়। দেখছেন না মহারাজ, ব্যাটা এখানে এসেও সুদ সুদ করে অস্থির হ'চ্ছে।

যম। তাইতো হে এবে বিষম পাপী।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে, সুদখোরের জোড়া পাপী আর জগতে নাই। বেটা লোককে দয়ে এনে মজিয়েছে। ব'ল্‌বো কি মহারাজ, বেটা পাজী ক'র্‌তো কি জানেন, যার সঙ্গে ওর দেনা পাওনা সম্বন্ধ থাকতো না, অথচ সে লোকটার বেশ জমি জায়গা বিষয় সম্পত্তি আছে, বেটা লোভী কালাচাঁদের সঙ্গে আলাপ ভেঁজে ধীরে ধীরে ঝিমুতে ঝিমুতে তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লো, হ'য়ে বাড়ীর গিন্নীর নিকট জাল পাতলে, তাকে মিষ্টি ক'রে ব'লে,—"কি গো বড়গিন্নী!" বলি এবার রথে দক্ষিণ যাওয়ার কি ক'চ্ছো? "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতেঃ" বুঝেচ? রথে ভগবানের বামনমূর্ত্তি দেখলে আর জন্ম হয় না। এই পাপ সংসারে আর আসতে হয় না। চল বড়গিন্নী রথে এবার দক্ষিণ চল। তাতে গিন্নীটি সরল মনে প্রাণের কথা খুলে ব'ল্লে,—"কি ক'র্‌বো বল ঠাকুরপো, হাতে একটি পয়সা নাই, যাওয়া তো মুখের কথা নয়, উৎসাহ দিয়ে এই বেটা পাজী অমনি ব'ল্লে, তা—সব সময় কি হাতে পয়সা থাকে বড়গিন্নী? ধার হাওলাত ক'রেও পুণ্য কাজ ক'র্‌তে হয়। তোমার যদি যেতে মন হয়, আমি খরচার টাকা দেব। সরলা রমণী পাপীষ্ঠের গরল পোরা কথায় একটু ভাবলে না, তখন ব'ল্লে কত টাকা খরচ হবে, কত টাকা তুমি দেবে? দুষ্ট অম্লান বদনে ব'ল্লে, বেশী টাকা খরচ হবে না, যেতে ঠাকুর দর্শন দিতে আর আস্‌তে দেড়শো টাকার মধ্যেই হবে। পরে তাকে মন্ত্রণা দিয়ে নিয়ে গিয়ে তার ছেলে পিলের মাথাটি খেয়ে বসলো। কিছুদিন চুপ ক'রে থেকে যেই বুঝলে যে সুদে আসলে একরার ক'র্‌লে ষোল আনা সম্পত্তি কে গ্রাস ক'র্‌তে পার্‌বে, সেই সময় অমনি সেই গিন্নী বেটির

সামনে তার ছেলেদের ধোরে ব'ল্‌লো, ওহে বাপু! তোমার মা এত টাকা কর্জ্জ ক'রে নিয়ে অমুক সন, অমুক তারিখে শ্রীক্ষেত্র গিয়েছিল, সত্য মিথ্যা সামনে তোমার মা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর, আজ তের চৌদ্দ বৎসর হ'য়ে গেল, সুদ আসল একটি পয়সা নাই, তোমরা হয় টাকা মিটাও আর নয়, স্থিতাবদ্ধ তমসুক দাও। ছেলেদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে প'ড়লো। উপায় নাই মায়ের ঋণ! যেরূপে হোক শোধ দিতেই হবে, কাজেই আর বেশী গোলমাল না ক'রে একখানি "স্থিতাবদ্ধ তমসুক" বেশ ক'রে রেজিষ্টারী করে এনে দিলে। আর তাদের শোধ ক'রে উঠতে হ'লো না, দু-চার মাস ব্যাটার তাগাদায় তাগাদায় ভদ্রলোকের ছেলেরা লুকালুকি আরম্ভ ক'র্‌লে। শেষ অগত্যা ব'ল্লে, মহাশয়! নালিশ দ্বারায় টাকার কিনারা করুন। এ ব্যাটা বিটলদাস তো তাই চায়। দু-মাসের ভিতর কাজ ফরসা! পাতকী ব্যাটার জালে প'ড়ে একটা ভদ্র পরিবার অন্নাভাবে হাহাকার ক'র্‌তে থাক্‌লো।

যম। অহো—অসহ্য – অসত্য কথা! ক্ষান্ত হও চিত্রগুপ্ত, আর ও নরাধমের পাপাচরণের কথা তুলো না।

চিত্রগুপ্ত। ব'ল্‌বো কি ধর্ম্মরাজ, এই ব্যাটা নরাধম এতদূর বিশ্বাসঘাতক যে, সে কথা শুন্‌লে আপনি ওর যে কি দণ্ডের ব্যবস্থা ক'র্‌বেন তা নির্ণয় হবে না। ব্যাটা একজনকে বন্ধু ব'লে লোকের কাছে জানাতো, লোকেও জান্‌তো ওদের দুই জনের যোগ আনারও অধিক প্রণয়! কিছুদিন পরে এ পাপী বেটার বন্ধু, তার নাম "জীতেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ" একটা বড় দায়ে প'ড়লো, জীতেন্দ্র ঘোষ লোকটা বড় সরল-বড় নিরীহ-বড় উদার! বিপদাপন্ন হ'য়ে সরল মনে বিশ্বাসী বন্ধু এই ব্যাটা বিটল দাসের কাছে

যুক্তি পরামর্শ চাইলে, বেটা সুদখোর বিশ্বাসঘাতক কপটাধম, তাকে এমন যুক্তি পরামর্শ দিলে যে, একটি চালেই বন্ধু মাৎ। দশদিন পরে লোক জানাজানি হ'য়ে গেল, বেটা বিটলদাস তার প্রাণের বন্ধুর কাছে একখানি রেজিষ্টারী করা স্থিতাবদ্ধ তমসুক নিয়েছে। ব'ল্‌বো কি দণ্ডধর, গেরস্তটাকে ব্যাটা দয়ে মজিয়ে দিয়েছে।

যম। যথেষ্ট হ'য়েছে, আর না, আর শুন্‌তে চাই না। ওরে দূতদ্বয়!

দূতদ্বয়। (সমস্বরে) ধর্ম্মাবতার।

যম। একে—এই পাপীষ্ঠ পামর নরকের প্রেতকে লক্ষ লক্ষ পদাঘাত ক'র্‌তে ক'র্‌তে কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করগে। সেই উত্তপ্ত তৈলহ্রদে ভীষণ তরঙ্গমালা দারুণ শব্দে বহমান! সেই ধূমময় অগ্নিময় কুম্ভীপাক নরকে এর স্থান। যা যা—শীঘ্র ল'য়ে যা।

গীত।

যাও রে লইয়া ত্বরা পাতকী পামরে।
কর নিক্ষেপ কুম্ভীপাক নরক মাঝারে॥
মহাপাপী এ দুর্ম্মতি নরক আকার,
সম পাপী এর নাহি অবনী ভিতরে।
কুম্ভীপাকে এ পাতকী রহিবে সতত,
যতদিন হবে ইন্দু ভানু সমুদিত,
ভুঞ্জিবে করম ফল অন্যথা কে করে,
ল'য়ে যাও অবিলম্বে দুষ্ট দুরাচারে॥

প্র, দূত। চল বেটা মহাপাপী নারকী কুম্ভীপাক নরকে চল। (পদাঘাত)।

বিটলদাস। একি—একি! এত অন্যায়, এত অবিচার, এত অত্যাচার! আমি একজন বড় মহাজন, আমাব খাতির কে না করে? আমাকে দেখলেই মুসলমানে সেলাম করে, হিঁদু মাত্রেই কি ছোট, কি বড়, সবাই মিলে প্রণাম করে, আমার টাকার জোরে আর সুদের জোরে বামুন ব্যাটারাও নমস্কার ক'র্‌তে চায়, আমি তাতে রাজী হইনি তাই।

দ্বি, দূত। কি ব্যাটা পাজী, তোমাকে বামুনে নমস্কার ক'র্‌তে চায়। মার বেটাকে হাজার লাথি। (লাথি মারণ)।

প্র, দূত। মার মার ব্যাটার মুখে লাথ পদাঘাত। (পদাঘাত)।

[ধাক্কা দিতে দিতে বিটল দাসকে লইয়া দূতদ্বয়ের প্রস্থান।

যম। মন্ত্রি!
অকস্মাৎ ভাবান্তর কি হেতু জনমিল?
পুলকে হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠিল!
হেরি চারিধার সুখের আগার,
পরিমল গন্ধে নাসা আনন্দ বিলায়।
সহসা একি বৈচিত্র ঘটনা!
আনন্দের নাহি সীমা—
কে আসে—কে আসে মম পুরে?
আনন্দময় সদানন্দময় হরারাধ্য ধন -
মদনমোহন গোপিনীমোহন হরি,
কৃতান্ত পুরীতে করিলা কি শ্রীপদ অর্পণ?
হয় যদি সত্য তাহা,
তবে আজি সার্থক জীবন,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, যাগ আদি সকল এতদিনে।

হইবে কি—

হইবে কি সত্য এ ঘটন ?

আসিবে কি মম পুরে হরি নারায়ণ অখিলের ধন ?

অসম্ভব—অসম্ভব,

গৃহে বসি পীতবাসে পাইব রে মন।

হা—হা—হা !

ত্যজ দুরাশা,

ত্যজ রে দুর্ব্বুদ্ধি দুরাচার।

একি ! একি !

সহসা সে ভাবে কেন ঘটিল অভাব ?

পবিত্র ভাব দূরে গিয়ে

একি হৈল ভীষণ ভাবোদয় ?

দীননাথ হরি,

অরি ভাবে তাঁরে কেন ভাবে এ পামর মন ?

ত্রিভঙ্গিম ঠামে,

নব-জলধন শ্যামে,

যাতনা প্রদানে কেন চাহে চিত ?

অদ্ভুত ! অদ্ভুত এ বিকার !

নাহিক নিস্তার কৃতান্তের এবে বুঝিলাম সার।

(বেগে মৃত্যু সেনাপতির প্রবেশ।)

মৃত্যু। মহারাজ !

কর অবধান,

কৃষ্ণ বলরাম করিতে সংগ্রাম

আসিয়াছে পুরে ?

ঘোর সমরে করিয়াছে বহুসৈন্য নাশ,
মহাত্রাস পড়িয়াছে কৃতান্ত আবাসে।
দেহ আদেশ দণ্ডধর,
পলকে জিনিয়া গোপ শিশুদ্বয়ে
আনি তব স্থানে।

যম। কি বলিলে কি বলিলে ?
আসিয়াছে কৃষ্ণ বলরাম
করিতে সংগ্রাম কৃতান্ত ভবনে কৃতান্ত সনে ?
কেন মৃত্যু—কিবা হেতু ?

মৃত্যু। জানি না সে কারণ মহিষ বাহন !
আচম্বিতে শুনিলাম বাণী—
রণ ! রণ !! রণ !!!
ত্যজিয়া ভবন করিনু দরশন,
যম অনিকিনী করি প্রাণপণ,
দিয়া হে রাজন্ !
তব নামের বিজয় ঘোষণ,
মৃত্যুরে সাদরে সবে দেয় আলিঙ্গন।

যম। এত অত্যাচার এত অবিচার !
সমর কারণ না করি জ্ঞাপন,
অন্যায় রণ কর দুষ্টগণ ?
যাও সেনাপতে !
যমের আদেশে,
বিধিমতে শাস্তি দান কর নরদ্বয়ে।
এত অহঙ্কার !
যমাগারে আসি যমসহ রণ ?

নিকট মরণ বুঝিলাম সে দোঁহার,
মার মার রবে আক্রম অরাতী
কি ভয় তুমি মম মৃত্যু সেনাপতি,
মৃত্যুপতি যম তোমার সাথী।

মৃত্যু। ও পদ প্রসাদে,
এ ভব সংসারে কারে ডরি যমরাজ?
মৃত্যু নামে কে না কাঁপে?
আদেশ দাসে,
চক্ষুর নিমিষে,
বাঁধি নাগপাশে আনি শিশুদ্বয়ে।

যম। যাও—যাও মৃত্যু ত্বরা,
রাখ মান, রাখ গৌরব,
সৌরভে পুরাও ত্রিলোক—
আন বান্ধি ত্রিলোক-পালক—
গো-পালক গোপাধমদ্বয়ে।
যদি পার সেনাপতি,
যদি পার সে অরাতী জিনিতে সমরে,
শক্ত হও করিতে বন্ধন,
দিব তবে দিব হে তোমায়
যমত্ব সহ মম সিংহাসন।

মৃত্যু। চাই না দেব,
চাই না তব রাজসিংহাসন,
নফর আমি,
বাঁধি আনি তব স্থানে দিলে শিশুদ্বয়ে,
দিও স্থান ও চরণে।

যম। সহজ – সহজ নহে তো সে কাজ মৃত্যু সেনাপতি,
রাম কৃষ্ণে রণে জিনে কাহার শকতি ?
রাম কৃষ্ণ পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় !
ভুতলে উদয়,
পৃথ্বী ভার চয় করিতে মোচন,
নীরদ-বরণ কিসের কারণ,
কোন পাপ মোর করি দর্শন,
লইতে জীবন,
আগমন ক'রেছেন হেথা,
সে বারতা কিছু নাহি জানি।
অহো—স্মরিতে শিহরে প্রাণী,
চিন্তামণি চক্রধারে ছেদিবেন শির !
কৃতান্তের অন্তদিন আজি সুনিশ্চয়।

গীত।

যাইবে কৃতান্ত জীবন জেনেছি মনেতে নিশ্চয়।
রক্ষা নাহি কোনক্রমে রক্ষাকর্ত্তা নিজে নিদয়॥
জানি না কি অপরাধে,
পড়িনু এ ঘোর প্রমাদে,
ভয়হারী হরি বিবাদে মনন করি হ'লেন উদয়।
যমের যমত্ব যাবে,
ছত্রদণ্ড নাহি রবে,
যম যমালয়ে যাবে হবে যম নাম বিলয়॥

মৃত্যু। কি বল কি বল,
ওহে দণ্ডধর মৃত্যুর ঈশ্বর !
কারে ভয় কর প্রভু তুমি এ সংসারে ?

দেহ আজ্ঞা মোরে.
এখনি সে ছুই দুরাচারে করিব নিধন।
হে রাজন্!
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ছুই নরের সন্তান,
তাদের প্রাণ বিরাজে এই মুষ্টিমাঝে।
কর আজ্ঞা দান,
বিলম্ব সহে না আর।
(নেপথ্য হইতে রাম কৃষ্ণ)
কোথায় মৃত্যুপতি যমরাজ!

যম। ঐ! ঐ! ঐ!
জগদ গর্জ্জনবৎ ঐ ঘোরনাদ!
সাগর কল্লোল সম ঐ বীর হুহুঙ্কার!
কোথা যাই কোথা পালাই,
কে মোরে রক্ষিবে বিভু রোষে?

মৃত্যু। মহারাজ!
একি আজ ভাবান্তর হেরি?
অরি ভয়ে থরহরি কাঁপে আজ মৃত্যু অধিকারী!

চিত্রগুপ্ত। আহা—হা! বুঝতে পার্‌ছো না বাপু, যে যোদ্ধাদ্বয়ে আগমন হ'চ্ছে, তারা যে শুন্‌ছি যমের যম।

মৃত্যু। পাগল—পাগল তুমি প্রাচীন সচীব,
যমের কভু কি আছে পুনঃ আর যম?

চিত্রগুপ্ত। খুব বুদ্ধি বাবা তোমার, বাবার উপর বাবা আছে, চিরকেলে কথা! সে কথাটার অন্যথা হ'য়ে যাবে।

মৃত্যু। দূরে যাও চিত্রগুপ্ত,
তোমা হেন ভীরু কাপুরুষ কেন আর হেথা,

পাপীর সাজার কথা
শুনিবার হইবে যখন প্রয়োজন,
সেইকালে দিও দরশন।

চিত্রগুপ্ত। বটে, এত বড় কথা!
ভাল ভাল কত বড় বীর তুমি,
দেখিব তা বীরমণি।

(যোদ্ধাবেশে রাম কৃষ্ণের প্রবেশ।)

যম। কে তোমরা দুজন?
মদনমোহন রূপরাশি
বিকাশিয়া মৃদুহাসি হইলে উদয়?
দেহ সত্য পরিচয়
জন্মেছে বিস্ময়!
নর-বালক হ'য়ে স্বশরীরে এ পুরে উদয়?

বলরাম। যমরাজ! নাহি কাজ পরিচয়ে।
এবে আছে এক আবেদন,
করহ শ্রবণ মনযোগী হ'য়ে।
সান্দিপনী পুত্র নাম মধুমঙ্গল তার
তোমার আগারে বসতি এখন,
হে রাজন্!
জীবন তার তব স্থানে আজ
ভিক্ষা চায় কৃষ্ণ বলরাম।
দেহ দান ত্বরা,
ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে,
কৃতান্ত সহ করিব নাশ কৃতান্ত আলয়ে।

মৃত্যু। এত স্পর্দ্ধা গোপের নন্দন,
কৃতান্ত ভবন করি আগমন,
কহ স্বেচ্ছাভাব ?

বলরাম। শক্তি থাকে কর প্রতিকার,
সমরে পশ্চাৎপদ নহে রাম—রামানুজ ;
ধর অস্ত্র।

কৃষ্ণ। সম্বর জ্বলন্ত রোষ প্রভু,
যমরাজে শুধাইব আমি একবার ;
হে কৃতান্ত !
কংস ধ্বংসকারী রাম হরি
চাহে তব স্থানে দ্বিজ শিশু প্রাণ।
তুষ্ট চিতে দেহ ত্বরা দান,
নতুবা প্রাণ তব হরিব নিশ্চয়,
বুঝিয়া উত্তর দাও যেবা হয়।

যম। (স্বগতঃ)
যদিও বুঝিতেছি কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান,
তথাপি এ দর্পপূর্ণ বাণী
অসহ্য অতিশয় !
যে হয় সে হয়,
যায় প্রাণ যাইবে নিশ্চয়,
তথাপি রাম কৃষ্ণে নাহি দিব প্রেতাত্মা কভু।

বলরাম। কহ মৃত্যুপতি,
কি যুকতি করিলে হে স্থির ?
রণপন করিলে কি,
বাঞ্ছিলে হে দিতে ত্বরা শিশুর জীবন ?

যম। প্রাণ যায় যাবে
তথাপি না দিব বিপ্রসুত প্রাণ।

কৃষ্ণ। হও তবে রণে আগুয়াণ।

যম। প্রস্তুত এখনি।

বলরাম। ধর অস্ত্র যম সেনাপতি।

মৃত্যু। প্রস্তুত সমরে।

(বলরামসহ মৃত্যুর ও শ্রীকৃষ্ণসহ যমের
যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।)

চিত্রগুপ্ত। আমিই বা এখানে কেন? যুদ্ধস্থলটা পানেই যাই না কেন, দেখি না কেন হার জিতটা কার হয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

(বেগে চিত্রগুপ্তের প্রবেশ।)

চিত্রগুপ্ত। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! মহাত্রাস! মহাত্রাস! সাদা কালো দুটো ছেলে, ছেলে নয়। মহারাজ! আগেই বুঝেছিলেন, যমের যম, তাই মাঝে মাঝে আপনা হ'তে ভয় পেয়ে উঠছিলেন। হায় হায়! কেন তিনি বুঝেও বুঝলেন না? কেন তিনি নির্ব্বোধ মৃত্যুর উত্তেজনায় উত্তেজিত হ'য়ে এ সর্ব্বনেশে বিপদ ফাঁদে পা দিলেন? কি হবে কি হবে? না জানি এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। সৈন্য সেনাপতিগণ তো কত শতবার পরাজয় হ'য়েছে, নিজে মহারাজও সেই কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণনামধারী ছোঁড়াটার কাছে

ক-বার পরাস্ত হ'য়েছেন। হায় হায়! একি হ'লো! একি হ'লো! এতদিন পরে তুচ্ছ দুটো নর-বালকের রণে যমরাজ, সেনাপতি মৃত্যুসহ পরাভূত? অত্যদ্ভুত! অত্যদ্ভুত!! ওকি! ও—কে আসে, ছিন্ন ভিন্নবেশে রক্তাক্ত কলেবরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। কে? কে? একি মহারাজ যে, স্বয়ং যমরাজ যে?

(যমের বেগে প্রবেশ।)

যম। কে কোথায় আছ
রক্ষা কর বিপদাপন্ন যমে।
অহো! যায় প্রাণ—যায় প্রাণ!
প্রাণভয়ে নিতেছি স্মরণ!
কিন্তু কে দিবে—কে দিবে আশ্রয় মোরে?
বুঝেছি নিশ্চয়,
হইয়াছি আমি নারায়ণ অরি।
হরি নারায়ণ অখিল তারণ
তাঁর অরি যেইজন,
কোনজন দিবে তাহারে আশ্রয়?
ওকে—ওকে?
চিত্রগুপ্ত? সচীব?
হে সচীব! মন্ত্রণা বৈভবে ধন্য তুমি,
দেহ মোরে এ সময়ে সুমন্ত্রণা
কিসে পাই ত্রাণ?
কিসে পাই প্রাণ?
মৃত্যুভয় হ'তে কে রাখে আমারে?
লইব আমি কাহার স্মরণ?

চিত্রগুপ্ত। কেন হেন চিন্তা ধর্ম্মরাজ?
স্মর গৌরীপতি ত্রিলোচনে,
শিব নাম করিলে বিপদে স্মরণ
সর্ব্বাপদ সর্ব্ব ভয় হইবে মোচন।

যম। ভাল কথা বলিয়াছ মন্ত্রী রত্নোত্তম?
ভয়হারী শূলধারী দেব কৃত্তিবাস
পূজিলে তাঁহার রাতুল চরণ,
হয় মনে বিশ্বাস
পাইব বিপদে ত্রাণ রহিবে জীবন।

স্তব।

জয় হর মহেশ্বর, যোগীবর যোগেশ্বর,
জগন্নাথ জগজন ত্রাতা,
গৌরীনাথ সর্ব্ব ঈশ, দেব দেব জগদীশ,
জীবে চতুবর্গ ফলদাতা।
মহাঘোররূপ রূপ, বিশ্বকর্ত্তা বিশ্ব ভূপ,
নিরাকার রূপ ভাবকূপ,
ভবঘোর নাশকারী, জয় জয় শূলধারী,
ভক্তপ্রিয় ভক্ত অনুরূপ।
বৃষভবাহন শিব, হর হে হর অশিব,
তব পদাশ্রিত এ কিঙ্কর,
কিঞ্চিৎ করুণা দানে, রাখ ভয়াতুর প্রাণে,
আশ্রিত রক্ষ দেব শঙ্কর।

হে আশুতোষ! হে কৃপাময়! আমি আপনার ভজন পূজন কিছুই জানি না। নিজগুণে এ নিগুণ যমে অভয় চরণে স্থান দান কর প্রভু।

গীত।

কর করুণা কিঙ্করে হে দেব শঙ্কর।
নিজগুণে আশুতোষ তোষ দেব দিগাম্বর॥
আমি প্রাণভয়ে নিতেছি স্মরণ,
(আমায় রাখ রাখ হে ত্রিলোচন)
(আমি সার করিনু তব অভয় চরণ)
ভুবন জীবন, কর দাসের জীবন রক্ষণ,
তব নাম স্মরিয়ে যদি,
যায় প্রাণ গুণনিধি, (তবে শিবনাম লবে না কেহ)
(শিব নামেতে কলঙ্ক রটিবে)
এ অবধি নাম গেল তব হে হর।
জানি না জানি না ভজন,
জানি না জানি না সাধন,
(আমি ভজন সাধন জানি না হে)
(ভব ধব তব চরণ সাধন)
কর মোচন, নিজগুণে এ বিপদ বন্ধন,
(তুমি বৈ আর কেহ নাই হে)
(বিপদ সাগরে রাখিতে মোরে)
(তুমি বড় দয়াল প্রভু দেবকুলে)
হে বিভো প্রাণ যেন না দেহান্তর॥

যম। কৈ? কৈ? আশুতোষের তো দয়া হ'লো না চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত। মহারাজ! অবশ্যই সেই পরম দয়াল অভয় প্রদান ক'রবেন।

যম। নাহে অমাত্য প্রধান না,
আশুতোষ কৃত্তিবাস না হবেন কৃতান্ত সদয়।

চিত্রগুপ্ত। সে কি মহারাজ !
ভক্তাধিন হর ভক্ত প্রতি হবেন নিদয় ?
যম। নিশ্চয় হে মন্ত্রীবর নিশ্চয় নিশ্চয়।
চিত্রগুপ্ত। কি কারণ এ বচন কহ মৃত্যুপতি ?
যম। ভেবেছ কি হরিসনে ভিন্ন গৌরীপতি ?
চিত্রগুপ্ত। তব অরি ঐ কি সেই গোলোকের হরি ?
যম। এখন চিনিতে বাকি সচীব তোমারি ?
চিত্রগুপ্ত। দয়া নামে কেন তবে হেন ব্যভিচার ?
যম। পাতকী তাড়িতে মন্ত্রী এ হেন আচার।
চিত্রগুপ্ত। জেনে শুনে হরিসনে কেন রণপন ?
যম। অদৃষ্টের লিপি যাহা কে করে খণ্ডন।
চিত্রগুপ্ত। ডাক হরে হরি-হরে যদিও অভিন্ন,
তথাপি ভকতে নাহি ভাবিবেন ভিন্ন।
যম। অবশ্য ডাকিব আমি দেব দিগাম্বরে,
কিন্তু মন্ত্রী,
সন্তোষ করিতে কভু নারিব সে হরে।
হে হর শঙ্কর দেবদেব মহেশ্বর,
কর কৃপা অভাজনে আশ্রিত কিঙ্কর।
শশাঙ্ক শেখর ভীম ভব-ভয় হর,
শশাঙ্ক কলঙ্কী তাহারে ললাটে ধর।
ভুজঙ্গ বিষম খল দুরজন অতি,
সাদরে তাহারে ধরেছ হে ভূতপতি।
ত্যজ্য ভস্ম অঙ্গে শোভে অগৌর-চন্দন,
অম্বর ত্যজিয়ে বাঘাম্বর বিভুষণ।
অশুচি অস্থি তোমার প্রিয় কণ্ঠমালা,

কর্ণে ধুতুরার ফুল ভুবন উজলা।
ঘৃণ্য বস্তু তব প্রিয় যদি মহেশ্বর,
আমি কেন হব তবে শ্রীপদ অন্তর।
চরণে রাখহ শিব অশিব নাশিয়া,
হরি কোপে রাখ প্রাণ করুণা করিয়া।

গীত।

রাখ প্রাণ হে হর হরি কোপেতে।
আমি নিলাম স্মরণ অভয় পদেতে॥
কৃত্তিবাস পদে আশ করিলাম একান্তে,
আমায় রাখ হর পদপ্রান্তে।
(আমি তোমার চরণ ভিখারী)
তুমি ভিন্ন অন্য কেহ নারিবে বিপাকে রাখিতে॥

কৃষ্ণ। কোথায় লুকালে কৃতান্ত
প্রাণান্ত ভয়ে হ'য়ে ভীত মন?
যম। ঐ আসে মহা অরি করিয়া গর্জ্জন।
হে সচীব!
কৈ হ'লো উদ্দেশ্য পূরণ?

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। হে কৃতান্ত!
এখানে আসি লভিছ বিশ্রাম?
পাইয়াছ এত ভয় মনে?
মাগ ক্ষমা, মান পরাজয়
দেহ ত্বরা বিপ্র শিশু প্রাণ,
দিব ত্রাণ, দিব হে অভয়।

যম। যুঝিব,
যুঝিব হরি তব সনে।
যায় প্রাণ যাবে,
শিব নাম অক্ষয় কবচ বুকে।

কৃষ্ণ। শিব ভক্তি কতক্ষণে হৈল সঞ্চার,
শুন সর্ব্বান্তক!
শিব নাম বলে তব নাহিক নিস্তার।
ধর অস্ত্র অবিলম্বে
কাল ব'য়ে যায়।

যম। প্রস্তুত কৃতান্ত।
জয় হর মহেশ্বর।

(যুদ্ধ ক্ষণেক পরে যম পরাস্ত হওন।)

কৃষ্ণ। কি হবে উপায় কাল?

যম। হের কালদণ্ড হরি
এই দণ্ডে পাবে তুমি দণ্ড সমুচিত।

কৃষ্ণ। প্রহার দণ্ড তব দণ্ডধর,
চক্রে খণ্ড খণ্ড করি কাটিব তোমার দণ্ড।

যম। রক্ষ চক্রে চক্রধর ভীম দণ্ড
করিনু নিক্ষেপ শির লক্ষ্যে।
জয় শিব শম্ভো! (দণ্ড ত্যাগ)

কৃষ্ণ। মহাকাল পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ
ত্যজিনু এই সুদর্শন।

(সুদর্শন ত্যাগ দণ্ড ব্যর্থ হওন।)

যম। একি হ'লো!
কালদণ্ড ব্যর্থ হইল আজ!

নিরুপায় এবে।
ভবে ভাবি কি ফল লভিনু হায়!

কৃষ্ণ। নিশ্চিন্ত কি হেতু কৃতান্ত?
হের যায় মহাবেগে চক্র সুদর্শন।
নাশিতে তোমার জীবন,
রক্ষ আত্ম প্রাণ হ'য়ে সাবধান।

যম। অহো—অহো! অগ্নিময় হৈল দশদিক্,
যে দিকে নেহারি
হেরি অরি হরি চক্র ধায়!
যায়—যায় প্রাণ যায়!
কে রাখে আমায়!
লইব হরির স্মরণ?
দিব দামোদরে বিপ্র শিশু প্রাণ?
না—না—না,
কেমনে তা দিব?
প্রাণপন ক'রেছি যখন,
প্রাণদান করিব তখন।
যা হবার হবে,
আর একবার ডাকি শুভদাতা শিবে।
হে ভোলানাথ!
হে অনাদি ঈশ্বর!
কিঙ্কর ডাকে অতি সকাতরে,
কেন না রাখিছ দাসেরে?
এসো বিশ্বনাথ আশুতোষ বিশ্বের ঈশ্বর,
কর এ ঘোর বিপদে পরিত্রাণ।

(দূরে মহাদেবের প্রবেশ।)

মহাদেব। (দূর হইতে)

মাভৈঃ ! মাভৈঃ !! মাভৈঃ !!!
রক্ষ রক্ষ কমলাক্ষ কমললোচন।
সম্বর সম্বর প্রভু চক্র সুদর্শন ॥

যম। আসিয়াছ দয়াময় মৃত্যুঞ্জয় দেব মহেশ্বর ?
রাখ পদে কৃপাময় কাতর কিঙ্কর।

মহাদেব। নাহি ভয় যমরাজ রক্ষিব নিশ্চয়,
মম বাক্যে ক্ষমিবেন দেব দয়াময়।
ক'রেছ অন্যায় কাজ না বুঝিয়া মনে,
ব্যথা দেছ মহারণে দেব নারায়ণে।
চাহ ক্ষমা ধর পদে রাখহ বচন,
করিবেন হরি এবে ক্রোধ সম্বরণ।

যম। দয়াময় দীননাথ দীনবন্ধু হরি,
কৃপাময় কর কৃপা দীনে দয়া করি।
অজ্ঞানে মাতিয়া মন তোমা না চিনিল,
হাতে নিধি পেয়ে তায় অযত্ন করিল।
তুমি হর তুমি হরি তুমি মূলাধার,
তুমি সৃষ্টি তুমি দৃষ্টি তুমি সূক্ষ্মাকার।
তোমার চরণে দোষী হ'য়েছি অশেষ,
নিজগুণে ক্ষমা কর হে প্রভু বিশেষ।
কৃতান্ত একান্ত মনে লইল স্মরণ,
কিঙ্কর বলিয়ে পদে রাখ নারায়ণ।

———

গীত।

রাখ রাখ হরি মধুবন বিহারি।
নিলাম চরণে স্মরণ হে মুরারী॥
পতিত অরাতি জেনে এ পাতকীজনে,
নিজগুণে হে শ্রীধর ক্ষম দোষ আমারি।
একান্তে পদপ্রান্তে নিলাম হে স্মরণ,
(রাখ রাখ পদে মধুসূদন)
(কর কর দাসের ভয় নিবারণ)
(ভব-ভয়হারী ভবের ধন)
যেন অরি ব'লে ঘৃণা ক'রোনা রাসবিহারী॥

শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! উঠ, আর তোমার সহিত আমার শত্রুতা নাই। দেবদেব মহেশ্বর! আপনার এই সুদীন কিঙ্কর কৃষ্ণ হ'তে আপনি আজ বড় যাতনা পেয়েছেন। ভক্ত রক্ষা হেতু প্রাণে বড় যাতনা পেয়ে ছুটে আসতে হ'য়েছে।

মহাদেব। নারায়ণ! একদিকে যেমন যাতনা অনুভব ক'রেছিলাম, অপর দিকে আবার তেমনি অপার আনন্দ অনুভবও ক'রেছিলাম হরি। সে আনন্দ—এই পূর্ণানন্দময় হরি দরশন।

কৃষ্ণ। দেব! কৃতান্ত সমর বাসনা করাতেই আপনার এ স্থলে শুভাগমন হ'য়েছে। হে শুভময়! কৃতান্তকে যাতনা দিয়েই আমি আজ আপনার চরণ নয়নভরে দর্শন ক'ল্লাম, ধন্য হ'লাম।

মহাদেব। বেশী বল কেন বনমালী? তুমি এই শিবের পরমগুরু, শিব শ্মশানে মশানে কার ধ্যানে নিমগ্ন থাকে প্রভু? তুমি পরম ঈশ্বর—তোমার ধ্যানে। দীননাথ! শিবের মস্তকমণি!

পাগলা ভোলাকে ছলনা খেলায় তো সদাই ভুলিয়ে রেখেছ, আরও কত ছলনা খেলা খেলবে হরি ?

কৃষ্ণ। হর-হরি প্রভেদ নয়, হর-হরি এক। হর-হরি মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট নাই, হরিও যেমন হরও তেমন। দ্বিতীয়তঃ হরি-হরে যেমন মিলন তেমন মিলন আর জগতে কখনও কারসনে হ'বার নয়। ভক্তসনে অপূর্ব্ব মিলন হ'লেও এমন মিলন হয় না। দেব ভূতনাথ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, সম্প্রতি আমি কোন সঙ্কটে পতিত হ'য়েছি।

মহাদেব। বুঝেছি শ্রীনাথ, গুরুদক্ষিণার দায়ে প'ড়েছ? সে দায় এড়াতে আজ এই কৃতান্ত সহিতে তোমার দারুণ সমর বেধে ছিল। হরি! যাঁর নামের জয় দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় এই করাল কৃতান্ত বিজয়ে সক্ষম হ'য়েছে, তাঁর নিজের দায়? প্রভু! নীল-মণি! কথাটি যে বড় আশ্চর্য্য জনক।

কৃষ্ণ। বাস্তবিকই আশ্চর্য্য জনক; নতুবা কৃতান্তসহ সংগ্রাম আরম্ভ হবে কেন প্রভু?

মহাদেব। তার কারণ আমার ভাগ্যে আজ হরি দর্শন হবে। যাক্, শুন মৃত্যুপতি! তুমি অবিলম্বে ব্রাহ্মণ বালকের প্রাণ এই ব্রহ্মণ্যদেবকে প্রদান কর। বুঝে দেখ কৃতান্ত, যার কৃপায় এই অনন্ত মহান্ বিশ্ব পরিচালিত হ'চ্ছে, যাঁর কৃপায় তুমি এবং আমি প্রভুত্ব ক'রে থাকি, যাঁর ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড পলকে লয় হ'তে পারে, আবার সৃজিত হ'তে পারে, তাঁর ইচ্ছার বিরোধী হ'তে নাই। তোমার পূর্ব্বজন্মের তপস্যা ফল সংগ্রহ ছিল, তাই গৃহে ব'সে নারায়ণের চরণ দর্শন পেয়েছ। যাও মহাসমাদরে আনন্দ-মন্দিরে শ্রীধরে ল'য়ে যাও। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে মাধবের পাদপদ্ম পূজা ক'রে জনম জীবন সফল করগে।

যম। প্রভো! বড় সাধ হরি-হরে একত্রে পূজা ক'রে জন্ম ও কর্ম্ম সার্থক জ্ঞান ক'র্‌বো।

(বলরামের প্রবেশ।)

বলরাম। একি! একি!
মমানুরূপে হেরিতেছি কারে?
কয় রাম আছে এ ধরায়?

মহাদেব। রাম তুমি একজন ভবে,
রামরূপ শুভ্রদেহ ধরে আর জন।
তুমি ভাগ্যবান রাম
আমি অভাগ্য বামদেব।

বলরাম। একি! একি হেরি!
রজত-বরণ বিভুতি-ভূষণ দেবদেব ত্রিলোচন,
কৃতান্ত ভবনে কৈলা আগমন?
ধন্য হৈল জীবন,
সুক্ষণে হেরিনু শ্রীচরণ।
হে প্রভো! হে বৃষভ-বাহন!
নমে এ কিঙ্কর তব শ্রীচরণে। (প্রণাম করণ)

মহাদেব। উঠ দেব অনন্ত!
সার্থক তোমার তপস্যা!
তপোবলে নীলকমলে বাঁধিয়া বীরমণি,
ছায়াসম ফের হরিসনে।
ত্যজ রাম অরি ভাব যমসহ,
ক্ষমিয়াছে তবানুজ,
ক্ষম তুমি ওরে।

বলরাম। দিবে কি কৃতান্ত বিপ্রের জীবনী?

মহাদেব। দিবে শূরমণি।

বলরাম। তবে আর বিবাদে কি কাজ।
যমরাজ!
ত্যজ বৈরীভাব!

যম। ত্যজিয়াছি সে ভাব হলায়ুধ,
ভুতনাথ আসি রণস্থলে
দিলেন কিঙ্করে দিব্যজ্ঞান,
সেই জ্ঞানে—
জ্ঞানময় জনার্দ্দনে চিনিয়াছি আমি।
চল এবে বীরমণি, আনন্দ-মন্দিরে,
হরি-হরে একাধারে পূজিব যতনে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গভীর অরণ্য।

কুটীর সান্নিধ্য পথ।

(সুধাম।)

সুধাম। কতদিনে সে শুভদিন উদয় হবে? কতদিনে আমি পরম অতিথীকে গৃহে লাভ ক'র্‌বো? দীননাথ আমায় মহর্ষি সান্দিপনী ভবনে ব'লেছিলেন। সুধাম! আমি শীঘ্র

তোমার গৃহে অতিথীরূপে উদয় হবো। কিন্তু কৈ? বহুদিন তো অতীত হ'য়ে গেল, আশাপথ চেয়ে নয়ন অসাররূপে পরিণত হ'লো। নীলকমল তো কৈ এলেন না? তবে কি প্রাণের দেবতা আসবেন না? না—না, বেদ মিথ্যা হবে, ইন্দু ভানুর গতি রোধ হবে, পৃথিবী প্রলয়-পয়োধিনীরে নিমগ্ন হ'য়ে যাবে; তথাপি সত্যময় সত্য-সনাতনের বাক্য কি কখনও মিথ্যা হয়। আসবেনই আসবেন, দেখবই দেখবো। তবে দুর্ভাগ্যের ভাগ্য-দোষে বিলম্ব রাহু সে কালো শশীকে গ্রাস ক'রে রেখেছে। ভাল, প্রাণান্ত পর্য্যন্ত তো আশাপথ ধ'রে চলি, আর হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলি। বনমালী হে! দীন ব'লে যেন কৃপা বিতরণে কৃপণ হ'ও না।

গীত।

হ'ওনা হে কৃপণ।
করি সবিনয়ে নিবেদন॥
তব আশায় রাসবিহারী,
আশাপথে সদা বিহরি, হে বংশীধারী—
কর দীনের আশাপূর্ণ,
হে হরি পরমব্রহ্ম,
ভক্তবৎসল নাম তূর্ণ কর রক্ষণ মধুসূদন॥

যাই, আর কাল-বিলম্ব ক'রবো না, ভিক্ষার সময় হ'য়েছে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

[প্রস্থান।

(সুধামপত্নী সুমনার প্রবেশ।)

সুমনা। পতি ভিক্ষায় গেছেন, পুত্রটি বিষ্ণু-মন্দিরে বিষ্ণু-ঠাকুরকে দেখতে গেল, কুটীরটি শূন্য হ'লো। আমি আর একা

কুটীরে থাক্‌তে পার্‌লেম না, তাই সুশীলকে কোলে নিতে বিষ্ণু-মন্দিরে যাচ্ছি। ঐতো নারায়ণ মন্দির দেখা যাচ্ছে, কৈ? ওখানে তো আমার সুশীলকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সে তবে কোথা গেল! মন্দিরের ভিতর কি প্রবিষ্ট হ'য়েছে। ভাল ডাকি না একবার। সুশীল! সুশীল!!

নেপথ্য হইতে সুশীল। যাই মা যাই।

সুমনা। ঐযে বাছা আসছে।

(সুশীলের প্রবেশ।)

সুশীল। কেন মা ওরূপ ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌ছিলে?

সুমনা। আয় বাবা কাছে আয়, দরিদ্রের ধন তুই—তোকে চ'খে রেখে চ'খে হারাই। (ক্রোড়ে গ্রহণ।)

সুশীল। হেঁ মা! তুমি আমাকে অত ভালবাস কেন?

সুমনা। বাবা, তুই আমার ছেলে, আমি তোর মা, মায়ে যে ছেলেকে কত ভালবাসে তার সীমা সংখ্যা নাই।

সুশীল। তুমি আমাকে অত বেশী ভালবেশ না মা অত বেশী যত্ন স্নেহ ক'রোনা।

সুমনা। কেন রে সুশীল, কেন বাপ অমন কথা কেন ব'ল্লি?

সুশীল। দেখ মা! আমার সদা সর্ব্বদা মনে হয়, আমি যেন আর বেশীদিন তোমাকে মা ব'ল্‌তে পাবো না। সত্য ব'ল্‌ছি মা, কখনও কখনও যেন কানে শুন্‌তে পাই, কে যেন আমার কানে কানে ব'লে, সুশীল রে! জন্ম সার্থক কর, কর্ম্ম সার্থক কর, তুই প্রাণপনে তোর জনক-জননীর সেবা সুশ্রুষা কর, আর বেশী-দিন নয়, তোর দিন সংক্ষেপ।

সুমনা। বালাই বালাই, পাগল ছেলে! অমন কথা আর মুখে আনিস নে।

সুশীল। মা! আজ হ'তে আমি ভিক্ষায় যাব, তোমাকে আর পিতা মহাশয়কে আমি আজ হ'তে আর ভিক্ষায় যেতে দেব না।

সুমনা। ওরে বাপ! পুত্রই তো পিতা মাতার শেষ জীবনের অবলম্বন। তুই এখন বালক, আমরা এখন তোকে ভিক্ষা ক'রে এনে পোষণ ক'রছি, আবার তুই যখন যুবক হ'য়ে উঠবি, আমরা তখন অশক্ত হ'য়ে প'ড়বো, বয়োবৃদ্ধি হেতু জরাভারে আমাদের দেহ অবশ হবে, তখন আবার তুই আমাদের পিতা স্বরূপ হ'য়ে আমাদের পোষণ ক'রবি। আজ হ'তে ব্যস্ত হ'তে হবে না বাপ, পিতা মাতা পোষণের গুরুভার একদিন তোমার শিরে অর্পিত হবে।

সুশীল। আজ হ'তেই সে ভার দাও না মা, আমি আজ হ'তেই তোমাদের ভরণ পোষণের ভার নেব। পিতা মাতার সেবা ভিন্ন পুত্রের জীবন যে বিফলে ব'য়ে যাচ্ছে। আমি তোমাদের পুত্র থাক্‌তে তোমাদের ভিক্ষা ক'রে আনা সাজে না, তোমাদের আনিত ভিক্ষায় আমার ক্ষুধা শান্তি করাও উচিত নয়। মা! মা! তোমার পায়ে ধরি মা, পিতা মহাশয়কে ব'লে আমাকে উচ্চ কাজের ভার দাও। আমি যেন মনের আনন্দে জনক-জননীর সুশ্রুষা ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারি। মা! এ সংসারে আমার আর কোন কর্ত্তব্য কাজ নাই, পিতা মাতার সেবা আর তাঁদের নিত্য চরণ পূজাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

গীত।

মাগো ধরিয়ে চরণ করি মিনতি।
হও প্রসন্ন প্রসন্নময়ী তব তনয়ের প্রতি
চারিবেদ পঠনের ফল,
ইহা হ'তে নহে সুফল, পিতৃ মাতৃ সেবায় যে ফল,
পিতা ঈশ্বর মাতা ঈশ্বরী স্বাকার মুরতি।
দাও মাগো দাও অধিকার,
পিতা মাতার সেবা ভার, বিফলে জীবন কেন যায়,
আমি সর্ব্বতীর্থ সার করিব ও পদে রেখে মতি॥

সুমনা। হাঁরে অবোধ সন্তান! তোর বয়স সবে এই সাত বৎসর, এর মধ্যে তুই আমাদের পালন ভার নিতে পারবি কেন বাপ?

সুশীল। মাগো! তোমাদের আশীর্ব্বাদে তোমাদের সুশীল না পারবে কেন মা? আমি নগরবাসীদের গৃহে গৃহে ভিক্ষা ক'র্‌বো, বালক-ভিক্ষুক দেখে গৃহীগণের মনে দয়া হবে, তারা তুষ্ট হ'যে আমাকে অধিক পরিমাণে ভিক্ষা দেবে। সম্মুখে অরণ্য মধ্যে ভগবতী জাহ্নবী প্রসন্ন সলিল-স্রোত বিস্তার ক'রে ব'য়ে যাচ্ছেন, ঐ পবিত্র গঙ্গাজল কমণ্ডলু পূর্ণ ক'রে এনে তোমাদের পানীয় যোগাবো মা।

সুমনা। বাবা সুশীল! তুমি পিতৃ-মাতৃ ভক্তির সিন্ধু!

সুশীল। মা! আমায় ভিক্ষুক বালকের সাজে সাজিয়ে দেবে চল, আমি ভিক্ষায় যাবো।

সুমনা। সুশীল! তোর যদি পিতা মাতার ভরণ-পোষণ ক'র্‌বার এত মন হ'য়ে থাকে, তবে কাল হ'তে তুই তোর পিতার সহিত নগরে ভিক্ষা ক'র্‌তে যাস্। আমি আজ তোকে ভিখারী

সাজে সাজিয়ে দিতে পার্‌বো না, আর তোকে একা ছেড়ে দিতে পার্‌বো না বাপ।

সুশীল। মা! ভগবান্ আমাদের দরিদ্র ক'রেছেন। দরিদ্রের সহায় সেই অনাথ নাথ দীনবন্ধু হরি। মাগো! এ জগতে দরিদ্রের শত্রু নাই। আমার জন্য তোমার আশঙ্কা কি মা?

সুমনা। বাবা! আজ আর তোর ভিক্ষায় যাবার আবশ্যক কি? আজ তো তোর পিতা ভিক্ষার্থে গমন ক'রেছেন।

সুশীল। মা! পিতা মহাশয় ভিক্ষা ক'রে সকল দিন তো সমান বা বেশী পরিমাণে তণ্ডুল পান না, কোন দিন অতি অল্প কোন দিন বা সকলের কুলান মত। যেদিন অল্প পান, সেদিন যে সকলগুলি আমাকে খাইয়ে তোমরা উপবাসী থাক। আমি কি সে কষ্ট আর চক্ষে দেখতে পারি মা? পিতা মহাশয় ভিক্ষার্থ গেলেনই বা, তিনি যদি বেশী ভিক্ষা পান, সে গুলি কালকের জন্য সঞ্চয় করা থাকবে, আমি আজ যে গুলি ভিক্ষায় পাবো, সে গুলি আজই আমার পিতা মাতা সেবায় ব্যয় হবে। চল মা, আর বিলম্ব ক'রোনা।

সুমনা। অশান্ত সন্তান! শান্ত হ বাপ, আমি আজ তোকে কোনক্রমে ভিক্ষা ক'র্‌তে পাঠাব না। তোমার পিতা মহাশয় গৃহে আসুন, তাঁকে তোমার মনের কথাগুলি খুলে ব'লো, তিনি যদি সম্মত হ'য়ে তোমায় ভিক্ষায় পাঠান, তাহ'লেই তুমি ভিক্ষায় ব্রতী হ'তে পার্‌বে। নইলে বাপ, আমি তোকে আপন ইচ্ছায় নবীন ভিখারী সাজিয়ে দিতে পার্‌বো না। বিশেষতঃ আমি তোর মা, মা হ'য়ে পোড়া উদর পূরণ তরে এমন সোণারচাঁদে ভিক্ষায় পাঠাতে পার্‌বো না। ওরে প্রাণধন! তুই নয় পিতৃ মাতৃ সেবার কারণ ভিক্ষায় বার হবি; কিন্তু বাপ, আতপ তাপে

যখন তোর কচি মুখখানি শুখিয়ে যাবে, কোমল গা বেয়ে যখন স্বেদজল ঝর্‌বে, সেইকালে সেই মলিন ভাবে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়াবে। সে বাড়ীর যদি কেউ পুত্রমাতা তখন তোকে দেখে, সে তখন তোকে কি ব'লবে জানিস বাপ, ব'লবে হারে ও হতভাগিনীর সন্তান! তোর কি মা নাই? তুই কি তোর মাকে হারিয়েছিস? তখন তুই কি ব'লবি বাপ? মিথ্যা ব'লতে পারবি নে, তুই ব'লবি, আমার মা জীবিত আছে, আমার মাতা আপন উদর পূরণ তরে আমাকে এই ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে নবীন ভিখারী সাজিয়ে পাঠিয়েছে। এই কথা ব'ল্লে, তখন সে পুত্রবতী আমাকে কি ব'লবে বাপ? মা নয় সে রাক্ষসী এ কথা ব'লবে কি না বল? অঞ্চলের ধন। আমি তোকে ভিক্ষা ক'রতে যেতে দিব না বাপ। চল কুটীরে রেখে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইগে।

[সুশীলকে কোলে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সাগর-গর্ভ।

শঙ্খাসুরের বাটী।

কক্ষ।

শঙ্খাসুর।

শঙ্খাসুর। শত্রু! শত্রু! মহাশত্রু! কে বলে নারদ শঙ্খাসুরের গুরু? এইবার যদি একটিবার দেখা পাই, তাহ'লে বুঝে নিই। বিশ্বাসঘাতক মিথ্যাবাদীর উষ্ণ রক্তে ব্রাহ্মণ বালক হত্যার শোকানল, পাপানল এবং নিজের বিষম জঠরানলকে বেশ ক'রে নিভাই। উঃ—উঃ—ব'ল্লে কি—ক'ল্লে কি? আমাকে ছলে কৌশলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত ক'রে পলায়ন ক'ল্লে! আমার সর্ব্বনাশ ক'রে পলায়ন ক'ল্লে! হায় হায়! বৎস মধুমঙ্গলের শবাধার খুলে যতবার দেখি, ততোবার যেন মনে হয়, মধুমঙ্গল আমাকে পিতা পিতা ব'লে ডাকছে। আমি মায়াবীর মায়াজালে প'ড়ে, কপটীর কপট কথায় ভুলে তেমন ধনকে স্বহস্তে বিনাশ ক'রেছি! হু হু হু! ধূ ধূ ধূ! ঐ ঐ ঘোররবে নরকানল জ্বলে উঠলো! আমি ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী ব'লে আমার সাজার তরে ঐ নরকানল জ্বলে উঠলো! যাই—যাই—নরকানলে ঝাঁপ দিই, ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই। কিন্তু—কিন্তু এক দুঃখ—এক কষ্ট, সে কষ্ট কেমন ক'রে বিস্মৃত হ'বো, তাকে চাই, তাকে না নিয়েও নরকানলে ডুব দেওয়া হবে না। দ্বন্দ্বপ্রিয় নারদকে আমি কখনও ছাড়বো না।

(কুমতির প্রবেশ।)

কুমতি। তা বৈকি, ছাড়তে আছে কি? সে বড় সর্ব্বনেশে লোক!

শঙ্খাসুর। একি! তুমি কে? আচম্বিতে কোথা হ'তে এলে?

কুমতি। আমায় চেন না বুঝি? আমায় জাননা বুঝি? চিনবে কিসে, জানবে কিসে? আমি যে মনের ভিতর থাকি, মনকে শুয়োপাখীটি ক'রে রাখি।

শঙ্খাসুর। তাই তো এ রমণী তো আমার হিতৈষিণী দেখছি! ভাল, পরিচয় জিজ্ঞাসি। সুন্দরি! তোমার নাম কি বল?

কুমতি। আমার নাম? তা আমার নাম শুনে তোমার কাজ কি? জেনে রেখে দাও না, আমি তোমার আপনার লোক। দেখদেখি, তুমি সেই নারদ ঋষির কথা শুনে মস্ত ভুল ক'রেছ। সে সেই কৃষ্ণ ঠাকুরের চেলা, তার কথায় কি ভুলে বিশ্বাস ক'র্‌তে আছে?

শঙ্খাসুর। কৃষ্ণ নিন্দা ক'র্‌লে কেন তুমি?

কুমতি। কৃষ্ণ নিন্দা ক'র্‌বো না তো নিন্দা ক'র্‌বো কার? তোমার না আমার? না সেই নারদঋষির? দোষী আর কেউ নয় বুঝলে? যত দোষের দোষী সেই কৃষ্ণ ঠাকুর। তারি উপদেশটি শুনে নারদঋষি তোমার গুরু হ'য়ে এসে এই বিপাকে ফেলেছে বুঝেছ? আমার কথাটিতে বিশ্বাস কর।

শঙ্খাসুর। যথার্থ কথা। আমি জানি, জগৎ জানে, নারদ ঠাকুরের গুরু হরি ঠাকুর। ঠিক্ হরি ঠাকুরের মন্ত্রণায় ধূর্ত্ত চূড়ামণি নারদ আমায় ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত করিয়ে পলায়ন করেছে। দোষ নারদের নয়, দোষ নারদ প্রভু কৃষ্ণের।

কুমতি। বুঝেছ—এতক্ষণে বুঝেছ ?

শঙ্খাসুর। বুঝেছি।

কুমতি। যদি বুঝলে, তবে প্রতিশোধ দিতে প্রস্তুত হ'চ্ছ কৈ ?

শঙ্খাসুর। প্রতিশোধ দিব, নিশ্চয় প্রতিশোধ দিব। কৃষ্ণের কণ্ঠ-শোণিত সর্ব্বাঙ্গে মাখা চাই ? জোর ক'রে একজনকে পাতকে লিপ্ত করা, এত অন্যায় ? এ অন্যায় আমি কখনও সহ্য ক'র্‌বো না।

কুমতি। রামঃ ! তাই কি করে ? তুমি হ'চ্ছ একজন মহাবীর, একজন মহাযোদ্ধা ! তুমি কি গোপনন্দন কৃষ্ণকে ভয় ক'রে থাকবে ? প্রতিশোধ দেওয়া অবশ্যই চাই।

শঙ্খাসুর। নিশ্চয়—নিশ্চয় ! তোমার কথা আমার শিরোধার্য্য। আজ হ'তে হরি আমার পরম অরি।

কুমতি। শুধু তোমার কি, হরি দৈত্যকুলের চির-অরি।

শঙ্খাসুর। হিতৈষিণি !

যা কহিলে সত্যবাণী।
হরি দুরাচার,
করি অন্যায় আচার ;
বধিয়াছে হিরণ্যাক্ষে হিরণ্যকশিপুরে।
ছলে বলে বলীরাজে
পাঠায়েছে পাতাল প্রদেশে।
গয়াসুর বীর অবতার
গর্ব্বিতে বীরগর্ব্ব তার
কৌশলে করিল দুষ্ট তায় প্রস্তরময় !
মধুকৈটভ ঘোর বলবান,
দুই ভাই দানব প্রধান,

মায়া রণে বীরেন্দ্র দু-জনে
বিনাশ মুখে ক'রেছে ক্ষেপণ।
কত কব আর,
করি অত্যাচার দানবের প্রতি?
প্রতিজ্ঞা সম্প্রতি—
করিব করিব সংহার দৈবকীকুমারে
ভুবন মাঝারে আর না রাখিব হরি নাম।

গীত।

করিব বিনাশ সে দেব বিষ্ণুরে।
মরণ তাহার মম এই অসিধারে॥
অসিতে নাশিয়া দুষ্টে ঘুচিবে যাতনা,
কণ্ঠের শোণিত পিলে ব্যথা তো রবে না
করিব বিলোপ নিশ্চয় হরিনাম সংসারে।
দেখিব দেখিব কে রাখে ভবে দেব হরিরে।

কুমতি। ওই তো চাই, অমন প্রতিজ্ঞা না ক'রলে কি প্রতিশোধ নিতে পারা যায়? ঠিক্ এইবার হরি ম'র্‌বে, ঠিক্ এইবার হরি-প্রিয়া লক্ষ্মী সতী বিধবা হবে। দেখো দেখো মন ভেঙ্গ না, আমি এখন তবে চ'ল্লেম।

শঙ্খাসুর। উৎসাহদায়িনী! তুমি কোথা যাবে? তুমি গেলে যে আমার আশা উৎসাহ বিপুল উদ্যম সিংহের বিক্রমাদি নিরাশা সাগরে ডুবে যাবে।

কুমতি। তা কি যায় বীরমণি, এ বড় শক্ত দড়ির বাঁধুনি তোমার হৃদয় খানিকে এমনিটি ক'রে বেঁধেছি যে আর নড়ন চড়নটির যো পর্য্যন্ত রাখিনি।

শঙ্খাসুর। দেবি! তুমি কে—তোমার প্রকৃত পরিচয়টি কি দিয়ে যাও?

কুমতি। এখন না, এখন না, এরপর, এরপর। [প্রস্থান।

শঙ্খাসুর। কে এ বামা নিরুপমা অনিন্দ্য সুন্দরী!
রূপ হেরি—
মনে হয়—হইবে নিশ্চয়,
হর, হরি অথবা ধাতার কামিনী!
বিজলী-বরণী—
বিদ্যুৎ গতিতে সহসা লুকাল!
মিশালো যেন গগণে তারা।
আত্মহারা আমি এবে
ভেবে কিছু না পারি করিতে স্থির।
কি করিব—কি করিব,
পালিব কি রমণী আদেশ?
পালিব—নিশ্চয় পালিব,
নাশিব—নাশিব বিষ্ণুরে।
সেনাপতে! সেনাপতে!
এসো ত্বরা—এসো ত্বরা,
পতিহারা করিব লক্ষ্মীরে;
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে রাখিব না হরির অস্তিত্ব!
হরিশূন্য—হরিশূন্য করিব ভুবন!

(দৈত্যপত্নীর বেগে প্রবেশ।)

দৈত্যপত্নী। একি একি নাথ!
একি শুনি প্রলাপ বচন?

হরি অরি কথা,—
মরমে লাগিল বড় ব্যথা!
বুঝিনু নিশ্চয়,
আয়ুক্ষয় লক্ষণ এ সব।

শঙ্খাসুর। পত্নী হ'য়ে একি কহ সতী?
হরি অরি যার
জীবনের আশা নাহি তার?
চমৎকার! চমৎকার কথা।
এ বারতা কোথায় শুনিলে?
হরি—সেতো পাপাচারী অতি,
জানি তার যত বিবরণ,
গোধন রক্ষণ, নবনী হরণ,
গোপান্ন ভোজন আদি—
ছি ছি, হরি দেবতা যদি
গোপের পাদুকা তবে কি কভু
শিরে ধরি করিত বহন?
না—
ব্যভিচার আচরণে
নারীর পশ্চাৎ করিত ভ্রমণ?
না—
নারীর বসন করিয়া হরণ
উল্লাসে মাতাইত জীবন মন?
লম্পট লম্পট সে জন,
সুজন কে বলে তারে?
চিনি নাই তারে এতদিন

তাই পূজিয়াছি ভক্তিভরে,
তাই এতদিন,
পূর্ণ নরকেরে ভাবিয়াছি বৈজয়ন্তধাম।
আজ পেয়েছি জ্ঞান এক দেবীর কৃপায়,
তিনি আদেশিলা মোরে ;
বিনাশ হরিরে,
হরির মন্ত্রণায় বিধাতা তনয় নারদ,
করায়েছে ব্রহ্মহত্যা তোমায়।
জানি আমি ভালমতে
বিধিসুত হরি-প্রিয় চিরদিন।
মূল ধরিয়াছি প্রিয়ে শাখায় কিবা কাজ ?
আজ হ'তে সঙ্কল্প আমার,
নাশিব হরিরে যে কোন উপায়ে পারি।

(বেগে একজন দানব দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ! মহারাজ! সাজুন, সাজুন, হরি অরি একবারে ঘরের দুয়ারে। লড়ায়ের তরে সাদা রঙের একটা ছোঁড়া সঙ্গে ক'রে এনে মার মার রব ছাড়চে।

শঙ্খাসুর। এঁ্যা! এঁ্যা! কি, কি ব'ল্লি বিকটাঙ্গ—আমি যার অনুসন্ধান ক'র্‌ছি, আজ সেই পরমারি আমার পুরে আপনি এসে উদয় হ'য়েছেন ? অহো—কি সৌভাগ্য আমার! কি শুভদিন আজ।

দূত। মহারাজ! এখন কি ক'র্‌বেন ?

শঙ্খাসুর। দূত কি ক'র্‌বো ব'ল্‌ছো ? যুদ্ধ—যুদ্ধ ক'র্‌বো। সেনাপতি কালদণ্ড কোথা ? সেকি সংবাদ পায়নি ?

দূত। আজ্ঞে—দানবরাজ! তিনি সংবাদও পেয়েছেন, আর লড়ায়েতেও খুব লেগেচেন, তবে ফলে কি হ'তে কি হয় এখন।

শঙ্খাসুর। তবে যুদ্ধ চ'ল্‌ছে?

দূত। আজ্ঞে হেঁ—খুব—খুব।

শঙ্খাসুর। প্রিযে! প্রিয়ে। হাসিমাখা মুখে আমায় বিদায় দাও। আজ শঙ্খাসুরের পরমানন্দের দিন! গৃহে ব'সে দান-বারি হরিকে লাভ ক'রেছি।

দৈত্যপত্নী। কার কাছে বিদায় চাইচো নাথ? কে থাকবে আর কে যাবে? আজ যে তোমার আমার এবং আর আর তোমার কামিনীগণের সকলেরি বিদায়ের দিন। পবিত্রাণ তরণী ল'য়ে যে দয়াল-ভব কাণ্ডারী হরি এসে উপস্থিত হ'য়েছেন।

শঙ্খাসুর। কি ব'ল্লে প্রিয়তমে? তোমার ও সকল কথা আমি যে ভালরূপ বুঝতে পারিনে। যাক্, তুমি অন্তঃপুরে যাও আমি দেখি, কেমন অরাতি, কত বল ধরে? চল্ চল্ দূত শীঘ্র দেখিয়ে দিবি চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দৈত্যপত্নী। কেন এমন হ'লো, তেমন সবল প্রাণ হরি-ভক্তের সহসা এমন ভাবান্তর কেন ঘটলো? হরিরই এ খেলা! দয়াময় হয় তো প্রকৃত অরি ভাবেই ভক্তকে পদাশ্রয় প্রদান ক'র্‌বেন বাসনা ক'রেছেন। যাই—আয়োজন করিগে। আমার অন্যান্য স্বপত্নীগণকে এ শুভসংবাদ অবগত করাইগে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

শ্রীকৃষ্ণ ও নারদ।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবর্ষে! কেমন ক'রেই ভক্তের জীবন বিনষ্ট করি?

নারদ। ভগবন্! সে জন্য চিন্তা কি? আমি ইতিপূর্ব্বেই কুমতিকে তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হ'তে অনুমতি ক'রেছি। শঙ্খাসুরের আর সে ভক্তি ভাব নাই, ছলে সে ভক্তি ভাবের সম্পূর্ণ অভাব দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। সে এখন আপনাকে অতি তুচ্ছ ব'লেই ভাববে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব! তা যেন সে ভাবলে, কিন্তু আমি তো আপন মনে বেশ বুঝতে পারছি, শঙ্খাসুর ভক্ত কি অভক্ত?

নারদ। দীননাথ! তাহ'লে আর দীন ভক্তের উদ্ধার কিরূপে হবে? বিভীষণ পুত্র তরণীর ন্যায় এ আপনাকে বিপদে ফেলবে তা জানি, কিন্তু চিন্তামণি হে! আপনিই যে তার পরিত্রাণ তরণী।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি এখন তবে একটু অন্তরালে গমন করুন। এটি রণস্থল, ঐ দানব সেনাপতিসহ বলদেব যুদ্ধার্থী হ'য়ে এদিকে আসছেন।

নারদ। আমি যোগবলে অন্তরীক্ষে অবস্থান করি।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল কথা। (নারদের অন্তর্দ্ধান।)

(কালদণ্ড ও বলরামের প্রবেশ।)

কালদণ্ড। কবে যুদ্ধ শিক্ষা ক'রেছিস রাম? কবে ও করে বীর-কর-শোভি অসি ধনুর্ব্বাণ ধ'র্‌তে শিখেছিস? কবে হ'তে এ ব্যবসায় হাত দিয়েছিস?

বলরাম। যে দিন মথুরানগরে ধনুর্যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হয়, যে দিন মথুরাপতি কংসাসুরকে তোদের সমক্ষে রামকৃষ্ণ তুচ্ছ মৃগ বধের ন্যায় পলক মধ্যে বধ করে, সেইদিন—সেইদিন হ'তে সমর শিক্ষা হ'য়েছে, সেইদিন হ'তে বীর-কর-শোভি অসি ধনুর্ব্বাণ এ করে শোভা সম্পাদন ক'রেছে।

কালদণ্ড। দুর্ব্বৃত্তদ্বয়। আজ নির্ব্বাপিত শোকানল প্রবলরূপে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠলো। অহো—কংসাসুরে, অঘাসুরে, বকাসুরে ও তৃণাবর্ত্তাসুরে মনে প'ড়লো! আজ তাদের কাছে অঋণী হবো। আয়—আয় রে পাপীষ্ঠ পামর রামকৃষ্ণ! আজ তোদের উভয় ভ্রাতাকে সংহার ক'রে অসুর কুলের নিকট অঋণী হই।

বলরাম। অঋণী হবি কি তুইও ঋণী হ'য়ে যাবি তার নিশ্চয় কি? ধর অস্ত্র ধর।

কালদণ্ড। অস্ত্র তো ধ'রেছি। যুদ্ধার্থে এখন অগ্রসর হ।

বলরাম। উত্তম।

(কৃষ্ণ বলরামসহ কালদণ্ডের যুদ্ধ ও পতন।)

কালদণ্ড। ওঃ—বড় আঘাত লেগেছে—যাই—যাই। নারায়ণ! নারায়ণ! কৈ তুমি? সম্মুখে এসে অনন্তদেবকে সঙ্গে ল'য়ে দাঁড়াও।

কৃষ্ণ। ভক্ত! উচ্চ গতিলাভ কর।

কালদণ্ড। জয় নারায়ণ! (মৃত্যু)।

কৃষ্ণ। দাদা! শঙ্খাসুর সেনাপতি কালদণ্ড ও আমাদের পরমভক্ত ছিল।

বলরাম। ভক্ত ভিন্ন কি ভাই ভগবান নারায়ণের হস্তে তনু-ত্যাগ ক'র্‌তে পারে? চল এখন শঙ্খাসুরের অনুসন্ধান করি।

(শঙ্খাসুর ও বিকটাঙ্গ দূতের প্রবেশ।)

শঙ্খাসুর। কৈ দূত! কোথায় সে গোপান্নভোজী রামকৃষ্ণ?

বিকটাঙ্গ। আজ্ঞে—ঐ যে সাদা কালোরূপে জায়গাটা আলো হ'য়ে র'য়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?

শঙ্খাসুর। কৈ? কৈ? রামকৃষ্ণ কৈ? আমি রাম কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না।

বিকটাঙ্গ। আজ্ঞে—সে কি দানবরাজ! এতো বড় আশ্চর্য্য কথাটা ব'ল্‌ছেন কেমন করে? এঁ্যা—জল-জীয়ন্ত দু-দুটো নস্কা করা মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আর আপনি বলেন কি না, দেখতে পাচ্ছি না?

শঙ্খাসুর। ওরে বিকটাঙ্গ! আমি সত্য ব'ল্‌ছি, রাম কৃষ্ণকে তো কৈ দেখতে পাচ্ছি না।

বিকটাঙ্গ। একি চ'খে দিশে লেগেছে মহারাজ? আহা! তা লাগতে পারে, ও যে রূপের ঝক্‌মকানি চক্‌মকানি, তাতে দিশে তো লেগে র'য়েছে ব'লে কথা। দানবরাজ! একটু স্থির হ'য়ে বেশ ক'রে চেয়ে দেখুন দেখি, ঠিক দেখতে পাবেন। ঐ দেখুন সাদা রংএর বলাই, ঐ দেখুন চিক্‌চিকে কালো রংএর কানাই। দেখুন, দেখুন দানবরাজ! কালো কানাই বামে, আর সাদা কানাই দক্ষিণে। দেখুন একবার কি চমৎকার দেখাচ্ছে।

শঙ্খাসুর। পাপীষ্ঠ পামর! আমার সহিত উপহাস? কোথা তোর শুভ্রবর্ণ বলরাম, কোথায় বা কৃষ্ণবর্ণ কেশব? তবে আমি তো দেখতে পাচ্ছি একটি শ্যাম সরোবর—তার মধ্যস্থলে একটি অতি মনোহর নীলেন্দীবর আর একটি অনুপম শ্বেত-শতদল। এ তুই কোথায় আনলি? ভ্রমাচ্ছন্ন হ'য়ে রণস্থল ভ্রমে যে সরোবর তটে নিয়ে এসেছিস।

বিকটাঙ্গ। দানবরাজ! আপনি অনেক দিন হ'তে পিপাশায় বড় কাতর হ'য়ে আছেন, তাই মানস সরোবর সমীপে আপনাকে লয়ে এসেছি। এইবেলা মহারাজ, এইবেলা ও সরোবরে আনন্দ অন্তরে অবগাহন ক'রে আশাপুরে জলপান ক'রে প্রাণ শীতল করুন্।

গীত।

শুনহে রাজন, দাসের বচন কর না এখন ও সরে অবগাহন।
যাবে পিপাসা, যাবে কু আশা দুরাশা জ্বালা হবে নিবারণ॥
ও সরোবর অতি মনোহর,
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাই অমন সরোবর,
কামনা শূন্য হয়ে যে কামনা করে, হয় তার কামনা পূরণ॥
আশা মিটাইয়ে কর জল পান,
জ্বালা যুড়াইবে শীতল হবে প্রাণ,
ভব ক্ষুধানল, হইবে শীতল, হবে সকল যাতনাবসান॥

শঙ্খাসুর। তাই তো দূত? ও সরোবর সলিল দেখেই যখন প্রাণ শীতল হ'লো, তখন অবগাহনে তো সাষ্টাঙ্গের কোন অঙ্গে শীতলতা পেতে বাকী থাকবে না। আয় আয় দূত—সব ছেড়ে দিয়ে আমরা দুজনে শীতল হইগে আয়।

বিকটাঙ্গ। যে আজ্ঞা মহারাজ! শীগ্‌গীর চলুন, শীগ্‌গীর চলুন। বিলম্বে সঙ্কল্পে অনিষ্ট ঘটবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

শঙ্খাসুর। না না, আর বিলম্ব কি? তট সমীপে এসেছি, নীর স্পর্শ ক'র্‌তে আর কতক্ষণ?

বিকটাঙ্গ। ও দানবরাজ! মনে ক'চ্ছেন বটে সরোবর জল অতি নিকটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। ও নীর এখনও বহুদূরে। ঐ সরোবর-জল-পিয়াসী পঞ্চানন ঐ জল পান হেতু আজীবন গমন ক'র্‌ছেন, তথাপি এখনও প্রকৃতরূপে ও সরোবর সলিলে অবগাহন ক'র্‌তে পেরেছেন কি না সন্দেহ।

বলরাম। ব্রহ্মঘাতী পামর! দূরে দণ্ডায়মান হ'য়ে কি ভাবছো? মনে বুঝি ত্রাস জন্মেছে? দৈত্যাধম! আজ তোমার ব্রহ্মহত্যার সমুচিত শাস্তি বিধান হবে। শীঘ্র রণে অগ্রসর হও।

শঙ্খাসুর। কে বলবন্ত বলরাম? অহো—বীর বটে তুমি, তোমার মুখের বীরত্ব কথাও শোভনীয় বটে। হলায়ুধ! বলি, কোনকালে তুমি কৃষ্ণ সঙ্গচ্যুত হ'য়ে কার সঙ্গে কোন সমরে ব্রতী হ'য়ে কাকে পরাজয় ক'রেছ? কোন বীর তোমার বীরত্বে হত-মান হ'য়েছে? হলধর! গিরিধর সঙ্গে থাকলে কে না বিজয়-গৌরব ক'র্‌তে পারে? এসো দেখি, কৃষ্ণ সঙ্গত্যাগ ক'রে রণে ব্রতী হও দেখি, দেখি পলক মধ্যে কেমন তোমার অস্তিত্ব থাকে?

বলরাম। ওরে পামর! তুইও যে রণস্পর্দ্ধা ক'র্‌ছিস, বলি কার বলে বলীয়ান হ'য়ে? এই শক্তিধর কেশবের চরণতল ভাবনা ক'রেই তো এতদূর প্রবল হ'য়ে উঠেছিস?

শঙ্খাসুর। কে ব'ল্লে তোমায় আমি কৃষ্ণপদ চিন্তা করি? আমি কৃষ্ণের ঘোর অরি। কৃষ্ণনাম এ ব্রহ্মাণ্ড হ'তে লোপ

করি এই আমার আন্তরিক বাসনা। আমি এতদিন কেবল কৃষ্ণান্বেষণ ক'রেই দিন-যামিনী অতিবাহিত ক'র্‌ছিলাম, আজ বিধিবশে আমার সুদিন উদয় হ'য়েছে, গৃহে ব'সে তাই পরমারি হরির দর্শনলাভে সক্ষম হ'য়েছি।

কৃষ্ণ। দাদা! কাকে আপনি কৃষ্ণভক্ত ব'লে ধারণা ক'রে-ছেন? শঙ্খাসুর মহাপাপী, বিশেষতঃ যে ব্রহ্মহত্যা ক'রেছে, সেও কি আবার কৃষ্ণভক্ত হ'তে পারে?

বলরাম। ও ভাই নীলকায়! শঙ্খাসুর যদ্যপি কৃষ্ণভক্তই না হবে, ও যদি ব্রহ্মহত্যাকারী ঘোর নারকী ব'লেই পরিগণিত হবে, তবে চক্রধর, চক্রকরে আজ শঙ্খাসুর পুরে কিসের জন্য এসেছ ভাই? যে অভক্ত দুরাচার, তার বিনা আহ্বানে বিনা সাধনে কি অশেষ সাধনের ধন নীলমণি, তুমি এ স্থানে শুভা-গমন কর? আমার বিবেচনায় শঙ্খাসুরের তুল্য অদ্বিতীয় কৃষ্ণ-ভক্ত আর কোথাও কেউ নাই। ত্রেতায় লঙ্কেশ্বর রাবণ এইরূপ তোমার অসামান্য একজন বীর ভক্ত ছিল। কৃষ্ণ! আজ এই কৃষ্ণভক্ত শঙ্খাসুরকে বিনাশ ক'র্‌তে তোমায় অশেষ মনবেদনা পেতে হবে।

গীত।

হইবে পাইতে বেদন।
শঙ্খাসুরে বিনাসিতে হইবে সঙ্কট ঘটন॥
ভক্তজন অরি ভাবে,
ইচ্ছা কৈল মোক্ষলাভে,
কেমনে বাসনা পুরাবে ভাবি তাই অনুক্ষণ॥
ভক্তঘাতী কীর্ত্তি ভবে,
চিরদিন তরে রবে,
জগৎবাসী কবে সবে ভক্তহন্তা ভগবান॥

কৃষ্ণ। দেব! শঙ্খাসুরের জীবন বিনাশ ক'র্‌তে হবে তার কারণ কি? ওর নিকট মধুমঙ্গলের শবদেহটি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হ'চ্ছে সেই দেহটি ও সম্প্রীতে অর্পণ করুক, বিবাদের প্রয়োজন কি?

শঙ্খাসুর। কি, কি ব'লে, বৎস মধুমঙ্গলের শবদেহ তোমাদের দান ক'র্‌বো? শুন রাম-কৃষ্ণ। আমি আমার জীবন দান ক'র্‌বো, তথাপি মধুমঙ্গলের শবদেহ কোনক্রমে দান ক'র্‌বো না। তোমাদের সাধ্য থাকে আমাকে দমন ক'রে মনোরথ পূর্ণ কর।

কৃষ্ণ। শুন্‌লেন দাদা, দুর্ব্বৃত্তের মদগর্ব্বের কথা শুন্‌লেন? ধরুন অস্ত্র ধরুন্, পাপীষ্ঠকে এইক্ষণে বিনষ্ট করুন্। আমাদের গুরুদেবের কামনা তো পূর্ণ ক'র্‌তে হবে।

বলরাম। শঙ্খাসুর। তবে আর কালবিলম্ব কেন? বল প্রয়োগ ক'র্‌তে যত্নবান হও।

শঙ্খাসুর। হলধর। আমি তো প্রস্তুত হ'যে আছি, শুধু আজ ব'লে নয়, আমি বহুদিন পূর্ব্বে হ'তে প্রস্তুত হয়ে আছি। এসো সমরে প্রবৃত্ত হই।

[রাম-কৃষ্ণসহ শঙ্খাসুরের অসিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(ক্ষণকাল পরে শঙ্খাসুরের প্রবেশ।)

শঙ্খাসুর। জগদীশ! শাপান্তকাল নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে, তোমার শাণিত-শায়কে আমি আপন গতিপথের উজ্জ্বল আলোক রেখা দেখতে পেয়েছি। এ সময় আমার পরম হিতৈষী গুরুদেব কোথা রৈলেন? আমি তাঁকে অনেক মন্দ কথা ব'লেছি। এই সময় তাঁর দেখা পেলে চরণ ধরে মার্জ্জনা চাইতেম। দেখা

পাবনা কি ? আসন্নকালে গুরু আর পরম গুরুর পাদপদ্ম এক-স্থানে নয়নভরে দেখতে পাব না কি ? যদি কৃষ্ণপদে আমার মতি থাকে, তবে মনোবাসনা অবশ্য পূর্ণ হবে। ঐযে আমার মুক্তি-দাতা প্রাণসখা আয়ুধ হস্তে রোষাবেশে আগমন ক'র্‌ছেন। আহা—আহা ! নীলকমলের কোমলেতে বীর-লীলা কি সুন্দর ! নয়ন রে ! নয়নভরে নয়ন-রঞ্জন শ্রীরাধারঞ্জন ধনে দেখে নে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

এস হে শ্রীহরি, নিকুঞ্জ-বিহারী,
হৃদিকুঞ্জ শ্রীমন্দিরে।
সুমতি শ্রীমতী, তথায় শ্রীপতি,
জাগিতেছে হে বাসরে॥
ইচ্ছা আদি হরি, যত গোপনারী,
ল'য়ে প্রেম-পুষ্পমালা।
আছে অপেক্ষায়, পরাতে গলায়,
ফুলমালা নন্দলালা॥
ক'রোনা বিলম্ব, দয়াল ত্রিভঙ্গ,
হৃদয় কুঞ্জেতে এসো।
হউক বাসনা, পূর্ণ কালোসোণা,
জয় জয় জয়দীশ॥

(প্রণাম করণ।)

গীত।

এসো এসো দীনবন্ধু।
তুমি দীন জন বন্ধু কৃপাসিন্ধু বিতর কৃপাবিন্দু॥

হৃদয় কুঞ্জ সাজায়েছি,
সুমতি শ্রীমতী করেছি,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আদি অষ্টসখী করেছি—
তারা লয়ে প্রেম ফুল,
সাজাতে শ্রীপদ রাতুল,
বাতুল প্রায় আশা পথ নিরখে অনাথবন্ধু॥

কৃষ্ণ। শঙ্খাসুর! পরমভক্ত! আমি যে ঘোর সঙ্কটে পতিত হ'লাম, কেমন ক'রে তোমাসম ভক্ত অঙ্গে আমি অস্ত্র ক্ষেপণ ক'র্‌বো? কেমন ক'রেই বা তোমার জীবন সংহার ক'র্‌বো? শঙ্খাসুর! আর কাজ নাই, তোমার শাপান্ত না হোক, তুমি দৈত্যদেহ ধারণ করতঃ এই সাগর পুরীতেই অনন্তকাল বাস কর, আমি তোমার সকল অভাব পূর্ণ ক'র্‌বো, আমি সদা সর্ব্বক্ষণ তোমার নয়ন সম্মুখে উপস্থিত থাকবো। তুমি আমায় যখন যা আদেশ ক'র্‌বে আমি তৎক্ষণাৎ তাই প্রতিপালন ক'র্‌বো। শঙ্খাসুর! আমার হস্তে প্রাণত্যাগ ইচ্ছা ভুলে যাও।

শঙ্খাসুর। ব্রহ্মণ্যদেব! তাহ'লে যে ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হবে, তুমি যে ব্রাহ্মণের মান্য রক্ষা জন্য আপন বক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্নকে পরমাদরে স্থান দিয়ে রেখেছ, আজ তাহ'লে যে তোমা কর্ত্তৃকই তোমার মাননীয় ব্রাহ্মণ বাক্য অসত্য হবে হরি?

কৃষ্ণ। তা হয় হোক ভক্ত, আমার ভক্তের আগে কেহ নয়। ব্রাহ্মণ বচন উল্লঙ্ঘন হোক,—তা বরং সহ্য হবে, কিন্তু ভক্তের প্রাণহন্তা হ'তে পারবো না।

শঙ্খাসুর। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! শঙ্খাসুরের দেহতরী দেখছি কূলে এসে ডুবে যায়। এতদিনের আশা, ভরসা, কামনা, ভাবনা এ সবই দেখছি নিষ্ফল হ'য়ে যায়। না না, এমন হ'তে দেব

না, ভগবান করে এ পাপ তনু পরিত্যাগ ক'রে পুলকে পবিত্র লোকে গমন ক'র্‌বোই ক'র্‌বো। এক্ষণে দশাননের ন্যায় ভগবান বিবাদী হ'তে হ'লো, নতুবা নিরুপায়। তাই তো ব্রহ্মাণ্ড পূজিত, ব্রহ্মা, শিব, সনকাদি প্রশংসিত জগৎমোহন কৃষ্ণকে কিরূপে নিন্দাবাদে যাতনা দিই? কৃষ্ণ পদসেবি হ'যে কৃষ্ণ-নিন্দাটা করা কি যুক্তিসিদ্ধ? কেন, দোষ কি? চৌষট্টি বিদ্যায় সুনিপুণ পৌলস্ত্যেয় অপেক্ষা কি আমি জ্ঞানবান্? তিনি যখন সমরস্থলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামকে কটু কথায় যাতনা দিয়ে ভব-যাতনা হ'তে মুক্তিলাভ ক'রেছিলেন, তখন আর চিন্তা কি? আমি অবিচার্য্য ভাবে রাক্ষস রাজের আচরণ অনুকরণ ক'রে অনন্ত যাতনা সিন্ধু হ'তে পরিত্রাণ লাভ করি। দেখো কৃষ্ণ! দেখো হে দীনবন্ধু! দীন দৈত্যাধমের যেন দোষ নিও না।

কৃষ্ণ। ভণ্ড-প্রবর! আপন মনে কি চিন্তা ক'র্‌ছো?

শঙ্খাসুর। কি চিন্তা ক'র্‌ছি? চিন্তা ক'র্‌ছি এই তুমি পরম মায়াবী, তোমাকে আজ মায়াযুদ্ধে নিহত ক'রে জগতে যশস্বী হবো। কৃষ্ণ! বাসুদেব! আর তোমাদের গৃহে প্রত্যাগমন ক'র্‌তে হবে না, এই অনন্ত সাগর গর্ভেই অনন্তকাল অনন্ত-শয়নে শায়িত থাকবে। ধর, অস্ত্র ধর, সত্বর সমরে প্রবৃত্ত হও।

কৃষ্ণ। একি! অমৃতে এ গরলোৎপত্তি কেন দৈত্যনাথ? অকস্মাৎ এ ভাবান্তর কেন জন্মালো?

শঙ্খাসুর। মূর্খ গোপাল পালক! ভাবান্তর না জন্মালে দৈত্যদলনকারী রাম-কৃষ্ণের পাপ প্রাণ দেহান্তর হবে কি প্রকারে? তুমি বুঝি মনে ভেবেছ, আমি তোমাকে দুটো মিষ্ট কথা ব'লেছি ব'লে আমি তোমার মিত্র হ'য়েছি? আমি তোমাকে ভূত-ভাবন ভগবান মনে ক'রেছি? হা—হা—হা—

রে অবোধ গোপসন্তান! ব্যাধ যেমন মোহনস্বরে সঙ্গীত গেয়ে মৃগ পক্ষীকে ভুলিয়ে এনে প্রাণ বিনাশ করে, এও জান্‌বে তদ্রূপ, কিষ্ট কথার চারে তোমায় তুষ্ট ক'রে শেষে তোমার জীবন বিনাশ ক'র্‌বো।

কৃষ্ণ। উত্তম সঙ্কল্প স্থির ক'রেছ শঙ্খাসুর, এতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট বই রুষ্ট নই। আমি তোমার মায়া মাখা কথায় আপনাকে বিপদাপন্ন ব'লে মনে ক'রেছিলাম, এখন সে মহাসঙ্কট হ'তে নিস্তার পেলাম। ধর দৈত্যবর অস্ত্র ধর—যুদ্ধ কর। আমি যুদ্ধার্থে অগ্রসর।

শঙ্খাসুর। দামোদর! আমি অগ্রসর। তবে শরযুদ্ধ অপেক্ষা এ সময় মল্লযুদ্ধই প্রশস্ত। কেন না, মল্লযুদ্ধ ভিন্ন প্রকৃত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। (স্বগতঃ) আমার ইচ্ছা অন্ত-কালে হরি অঙ্গস্পর্শ ক'রে কৃতার্থ হবো।

কৃষ্ণ। তোমার যা ইচ্ছা, আমি সকল যুদ্ধেই পারদর্শী।

শঙ্খাসুর। এসো তবে বালকবীর।

(উভয়ের রণ ক্ষণপরে অবসাঙ্গ হওত শঙ্খাসুরের পতন।)

শঙ্খাসুর। কুমতি! তুমি আমার যথার্থই হিতৈষিণী! তুমি উপদেশ না দিলে আমি কখনও আজ শাপানলের জ্বালা হ'তে শীতল হ'তে পারতেম না! ভগবান কৃষ্ণকে কটু কথা না ব'ল্লে উনি কখনও আমার মুক্তিসেতু প্রস্তুত ক'রে দিতেন না। কৃষ্ণ হে! কমললোচন কেশব হে! আর না, আর বৈরীভাবে ভাববো না প্রভু! এখন তুমি অন্তরের ধন, এখন তুমি আমার পরমদয়াল প্রাণের দেবতা। বাঁকা সখা! তোমায় কু-বাক্য ব'লেছি কেবল নিজের মুক্তিপথ সৃজন হেতু। হরি! হরি!

অরি ব'লে যেন এ সময় ঘৃণা ক'রোনা। দেহতরী এখন টলমল ক'র্‌ছে, এ ভব-তরঙ্গে আতঙ্ক উদয় হ'চ্ছে। ত্রিভঙ্গ হে! শীঘ্র এখন তরণী অঙ্গে শ্রীপদারবিন্দ দিয়ে দাঁড়াও।

গীত।

দাঁড়াও দাঁড়াও হরি কৃপা বিতরি।
ভব তরঙ্গে পতিত এ দেহতরী॥
কর্ণধার কর পার ভব তরঙ্গে,
(হরি মরি মরি ঘোর আতঙ্গে)
(দাঁড়াও পদ দিয়ে তরণী অঙ্গে)
(পারের কড়ি নাই দীনের সঙ্গে)
(ত্রিভঙ্গে দাঁড়াও পরমরঙ্গে)
কর কিঙ্করে পার এ সঙ্কটে দয়াময় বংশীধারী॥

কৃষ্ণ। শঙ্খাসুর! কেন ক্ষণেকের জন্য ভক্তিভাব ভুলে গেলে? কেন আমায় অরি ভাবে ভাবলে? এখন তোমার এ দশা আমি কেমন ক'রে চ'ক্ষে দেখি? দৈত্যবর! আমাকে ক্ষমা কর।

শঙ্খাসুর। পতিতপাবন! পতিতবান্ধব নারায়ণ! পতিত-জন সনে আর কেন ছলনা? জগদীশ! তুমি কি অন্তরে জান না যে, এই শঙ্খাসুর তোমার করে জীবন ত্যাগ ক'রে পূর্ব্বভাব পূর্ব্ব-দেহ প্রাপ্ত হ'য়ে স্বলোকে গমন ক'র্‌বে? ত্রিলোকারাধ্য ত্রিলোক-তারণ! এ জীবন কণ্ঠাগত প্রায় হ'য়ে এসেছে, সম্মুখে এসে দাঁড়াও। তোমার ঐ নবীন-নীরদ-নিন্দিত-নবনীত-জনিত, কম-লানি সেবিত কোমল তনুখানি নয়নভরে দর্শন করি।

কৃষ্ণ। ভক্তের বাসনা পূর্ণ হোক। (শঙ্খাসুরের নয়ন সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

শঙ্খাসুর। আহা—আহা। কি সুন্দর রূপ রে! নয়ন মন ভুলে গেল।

কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম, নব-জলধর শ্যাম,
প্রাণারাম জীবন রতন।
কিবা সুকোমল ভাবে, বীর লীলাচিত্র সাজে,
বাজে কিবা নূপুর মোহন॥
কিবা অলকা তিলকা, শোভিতেছে হ'য়ে বাঁকা,
আঁকা ভালে চন্দনের চাঁদ।
কিবা মধুর অধরে, মধুর হাসি সঞ্চারে,
মনভোলা মনোহর ফাঁদ॥

পূর্ণ। পূর্ণ। মনোবাসনা সম্পূর্ণ। অহো—না না, মনো আশা কৈ পূর্ণ হ'লো? আমি যে আমার গুরুপদ দর্শন ক'র্‌তে পেলাম না। হে জগৎগুরু। আমার বড় বাসনা আছে, আমি শাপান্ত-কালে পরমগুরু আর দীক্ষা গুরুর চরণ একস্থানে এক সময়ে নয়নভরে দর্শন ক'র্‌বো। হে পূর্ণরূপ জগৎ ভূপ! দীন শঙ্খা-সুরের সে চির-বাসনাটি পূর্ণ কর।

কৃষ্ণ। শঙ্খাসুর! তোমার গুরুদেব ঐ আগমন ক'র্‌ছেন।

(নারদের প্রবেশ।)

শঙ্খাসুর। গুরুদেব আস্‌ছেন। গুরুদেব! গুরুদেব।

নারদ। কেন বৎস! ব্যাস্তভাবে ডাক্‌ছো?

শঙ্খাসুর। প্রভো এসেছেন? আসুন আসুন, দীন-হীন অভাজন শিষ্যের কারণ যে যাতনা প্রাপ্ত হ'য়েছেন, আজ সে যাতনা ভোগ সার্থক হ'যেছে। গুরুদেব! আপনার কৃপায় কৃপাময় হরি অরি ভাবে এসে আমায় শাপঘোর হ'তে নিস্তার

ক'র্‌লেন। গুরুদেব! আপনার চরণে এ দাস অশেষ ঋণে ঋণী হ'য়ে থাকলো। আপনি দেবকুলে পরম দয়াল, জগতের হিত-সাধন জন্য আপনার উদ্ভব।

নারদ। বৎস শঙ্খাসুর! আমি উপলক্ষ্য মাত্র, তুমি আপন গুণে আপনার উদ্ধার পথ পরিষ্কার ক'রেছ। শঙ্খাসুর! তোমার তুল্য হরিভক্ত আর কেহ নাই, বিষ্ণু ভক্তিতে তুমি সকল বৈষ্ণবকে পরাস্থ ক'রেছ। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, কৃষ্ণপ্রেম তোমার হৃদয়ে পরিপূর্ণ ভাবে সতত থাকুক।

শঙ্খাসুর। গুরুদেব। অন্তকাল উপস্থিত। এ সময় আপনি আর দেবদেব চিন্তামণি আমার মস্তকে পদধূলি দিন।

নারদ। কমললোচন কৃষ্ণ! ভক্তের কথা রক্ষা কর, ভক্ত শঙ্খাসুরের শিরে পদধূলি দান কর।

কৃষ্ণ। আপনি অগ্রে শঙ্খাসুরের শিরে পদধূলি দান করুন, পরে আমি শিরস্পর্শ ক'র্‌বো।

নারদ। কত ছলনা জান ছলনাময় হরি? ভাল তোমার কথা সত্য হোক। (শঙ্খাসুরের শিরে পদস্পর্শ করাওন) এই ত কৃষ্ণ, দীক্ষা গুরুর কাজ সমাপন হ'লো, এইবার জগৎ গুরুর কৃপাদৃষ্টি হোক্।

কৃষ্ণ। আপনার আদেশ অবহেল্য। (শঙ্খাসুরের শিরে পদস্পর্শ করাওন)।

শঙ্খাসুর। নারায়ণ! নারায়ণ! শ্রীগুরুদেব! গুরু কৃষ্ণ! গুরু নারায়ণ! (মৃত্যু)।

কৃষ্ণ। শঙ্খাসুর তো দানবদেহ ত্যাগ ক'র্‌লে? দেবর্ষে! এক্ষণে মধুমঙ্গলের শবদেহে প্রাণদান করতঃ মহর্ষি সন্নিধানে গমন হেতু অনুমতি দান করুন।

নারদ। ওহে হৃষিকেশ! এখনও যে বিশেষ কাজ আছে। শঙ্খাসুরকে নিষ্কৃতি দান ক'র্‌লে, শঙ্খাপত্নীগণকেও মুক্তি দাও।

(গাহিতে গাহিতে শঙ্খাসুর পত্নীগণের প্রবেশ।)

গীত।

জয় দীননাথ দীনবন্ধু হরি নারায়ণ।
জয় জগদীশ জগন্নাথ পতিতপাবন॥
মুরহর মাধব মদনমোহন,
পাপহারী মুরারী যশোদানন্দন,
শ্রীগোপাল নন্দলাল ত্বং হি ভগবান,
ভব ধব শব শিব ত্বং হি নারায়ণ।
কর পার গুণাধার লইনু হে স্মরণ॥

প্র, স্ত্রী। জগদীশ!
দিয়াছ কৃপা করি মুকতি পতিরে
দেহ এবে নারায়ণ পতিতপাবন,
শ্রীচরণ আমাদের শিরে।

দ্বি, স্ত্রী। আমরা অবলা,
বয়ে যায় বেলা
চিকণকালা কর কৃপাদান।

তৃ, স্ত্রী। পতিসঙ্গ ছাড়া,
নাহি হই মোরা
হও প্রভু হও কৃপাবান।

চ, স্ত্রী। কমললোচন,
কোমল চরণ,
দাও একে একে সবার শিরে।

প, স্ত্রী। হরি হরি ব'লে,
পতিসহ চ'লে,
যাই সবে এবে সাধের পুরে।

প্র, স্ত্রী। কর ওগো ঋষি,
কর অনুমতি,
শ্রীধরে শ্রীপদ দিতে এখনি,
পতিহারা হ'য়ে,
সতী নাহি চাহে
ধরিতে ধরাতে পাপ পরাণী।

নারদ। বলিতে হবেনা মাতা তোমা সবে,
দীনবন্ধু হরি জানেন সকলি,
বনমালি!
দেহ পদধূলি অবলাগণের মাথে,
পতি সাথে
আনন্দেতে যাক্ সবে চলি।

কৃষ্ণ। মুনি! তব আজ্ঞা করিব পালন।

(পদদিয়া একে একে সকলের শিরস্পর্শ করণ।)

(দানবীদেহ ত্যাগান্তে সকলের অপরূপ গন্ধর্ব্বীদেহ ধারণ পরে শঙ্খাসুরের পবিত্র গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হওন ও পত্নীগণকে উভয়পার্শ্বে লইয়া জানুপাতিয়া শঙ্খাসুরের স্তব গীত।)

গীত।

কেশবং করুণাময়ং দেবং হরি।
পরম দয়াল জয় দেবং মুরারী॥

ভুভার হরণ কারণ,
ভূতলে তব আগমন,
দেবেশ সত্যসনাতন সর্ব্ব ত্রাণকারী।
কত ছলে কত সন্ধানে,
উদ্ধার পাপী তাপীগণে,
তোমার মহিমা কে জানে রাসবিহারী॥

কৃষ্ণ। হে গন্ধর্ব্ব প্রধান!
বড় তুষ্ট আমি তব প্রতি,
যাও এবে হৃষ্টচিতে ;—
পত্নীগণ সাথে,
অলকা পুরীতে চলি।
হের ঐ মতিমান্!
সারথী তব সত্যজীত,
সাজাইয়া পুষ্পরথ আসিতেছে হেথা,
কর আরোহণ,
হ'য়ে হৃষ্ট মন রামাগণ সনে।

শঙ্খাসুরের গীত।

যাই তবে নারায়ণ যাই স্বপুরে।
বন্দিয়া চরণ আনন্দ অন্তরে॥
যাই গো গুরুদেব এবে,
কর আশীষ গো সবে,
প্রেমময় পদযুগ যেন ভাবি পুলকভরে।
এসো এসো পত্নীগণ,
এসো এসো সতীগণ,
বিভু গুণগান গেয়ে রঙ্গভরে মধুস্বরে॥

(শঙ্খাসুরের পত্নীগণ সকলে সমস্বরে)

গীত।

চল চল চল পতি গেল গো দুর্গতি।
নমি নমি নমি পদে দেব রমাপতি ॥
আনন্দে তুলিয়ে গগণে তান,
আনন্দ সাগরে ভাসায়ে প্রাণ,
হরি হরি হরি বিভু গুণগান কর না প্রেমমাতি।
জয় হবে মুরারে ভুবন পাবন পরমজ্যোতি

[সকলের নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

নারদ। অখিল তারণ! এইবার তো মধুমঙ্গলের প্রাণদান ক'রে তারে গুরুদক্ষিণা রূপে গুরু ও গুরুপত্নী স্থানেই অর্পণ ক'রেই নিশ্চিন্ত হবে?

কৃষ্ণ। না দেবর্ষে! আমার নিশ্চিন্ত হবার একবিন্দু সময় নাই। মধুমঙ্গলকে তার জনক জননী সন্নিধানে অর্পণ ক'রে, আমাকে আমার পরমভক্ত সুধামার আশ্রমে গমন ক'রতে হবে। সুধাম বড় আশা ক'রে আমার তরে আশ্রমে দিনযাপন ক'রছে। আমি ভক্ত সুধাম আশ্রমে গিয়ে তারে মুক্তি দিয়ে পিতা মাতার স্থানে গমন ক'রে তাঁদের আনন্দবর্দ্ধন ক'রবো।

নারদ। লীলাময় হে! তোমার অনন্তলীলা অনন্ত কার্য্য! এক্ষণে চল দেবেশ, আমরা শঙ্খাসুর পুরে প্রবেশ ক'রে মধুমঙ্গলের শবদেহ গ্রহণ করি।

কৃষ্ণ। মহর্ষে! শিশু মধুমঙ্গল এতক্ষণ পুনর্জ্জীবিত হ'য়েছে, জলেশ বরুণ আমার নিকট আগমন ক'রেছিলেন, আমি তাঁর উপর মধুমঙ্গলের জীবন দানের ভারার্পণ ক'রেছি! চলুন বহু

পূর্ব্বে দেব হলায়ুধ সে আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শন হেতু গমন ক'রেছেন।

নারদ। হরি হে! তোমার কার্য্য আবার আশ্চর্য্য কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সান্দিপনীর গৃহ সম্মুখ।

(সান্দিপনী ও তদীয় পত্নী সুমনা আসীনা।)

সা, পত্নী। কি হ'লো গা—কি ক'র্‌লাম? আহা হা—সেই রাম সেই কানাই—উঃ—মুখ দুটি যেন বুকের ভিতর জাগছে। কেন ঠাকুর এমন কু-কাজ ক'ল্লেম, কেন আমার এমন মতি হ'লো? আমার মধুমঙ্গল তো গেছে, তাদের আবার কেন পাঠালেম গা?

সান্দিপনী। পত্নি! স্থিরোভবঃ! স্থিরোভবঃ! রাম কানাই-য়ের জন্য আকুল হওনা, তারা দুই ভায়ে তোমার মধুমঙ্গল সমভি-ব্যাহারে অতি শীঘ্র উপস্থিত হবে। পত্নি! যে কৃষ্ণ বাল্য-কালে বন-দাবানলকে ভক্ষণ ক'রেছিল, যে কৃষ্ণ শৈশবে কালী-দহে ঝাঁপ দিয়ে বিষম বিষধর কালীয় নাগকে দমন ক'রেছিল, যে কৃষ্ণ সুরেন্দ্র কোপে গোপ-গোপিনী আদি গোকুলস্থ যাবতীয় জীবগণকে বাম করের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ-করতঃ রক্ষা ক'রেছিল, তারে কি পত্নী মানব সন্তান ব'লে মনে কর? সরলে! রাম কানাই মানব নয়, মানবের আরাধ্য ধন

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নারায়ণ ও নারায়ণ সঙ্গী অনন্তদেব এ মহীতে মানব রূপেতে লীলারস আস্বাদন ক'র্‌তে উদয় হ'য়েছে।

গীত।

পত্নী তাহা কি জাননা।
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান সহ অনন্ত দেখে দেখ না॥
কারে ভাব মানব বলে,
মানব নহে রাখি বলে,
মানব ছলে গোলক ভুলে এসেছেন সে কালসোণা।
বাল্যকালে পুতনা নিধন,
করিল যে নন্দ-নন্দন,
সেকি কভু মানবনন্দন সেত নহে সাধারণ;—
বাঁচাতে গোকুলবাসীরে,
গিরি ধরে যে বামকরে,
অমরে নরে কভু কি পারে মনেতে ভেবে দেখ না॥

সা, পত্নী। স্বামিন্‌! সে কথা বল, সে কথা শুন্‌তে চাই, রাম কানাই তারা তো গৃহে ফিরে আসবে? তারা তো আবার তেমনি ক'রে মধুস্বরে মা ব'লে ডেকে আমার প্রাণ শীতল ক'র্‌বে।

নেপথ্য হইতে রাম কৃষ্ণ সমস্বরে। মা! মা! কেন মা কাতরা হ'চ্ছ? আমরা তিন ভায়ে যাচ্ছি, আপনাদের চরণ বন্দনা ক'রে জীবন পবিত্র ক'র্‌তে যাচ্ছি।

সা, পত্নী। ওকি শুনি! ওকি শুনি! স্বামিন্‌! কার ও মধুমাখা মা কথা শুন্‌লেম?

সান্দিপনী। আর কার পত্নী? সেই জগত জীবন জনার্দ্দন ঐ তোমার হৃদয়ানন্দ ধনকে সঙ্গে ল'য়ে আসছে। সাবধান

পত্নী সাবধান, আগে যেন আপন নন্দনে কোলে নিও না, আগে নন্দ-নন্দনকে হৃদয়ে তুলো।

(কৃষ্ণ, বলরাম ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ।)

বলরাম। গুরুদেব! আমরা তিন ভ্রাতায় আপনার শ্রীচরণে প্রণাম ক'চ্ছি, কৃপা-দৃষ্টিপাতে কৃতার্থ করুন্। (সকলের প্রণাম করণ)।

সান্দিপনী। বাপ রাম-কৃষ্ণ। তোমাদের আর আশীর্ব্বাদ কি ক'র্‌বো, তোমরা কার আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা কর বাপ? তোমাদেরি আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী তোমাদের এই গুরুদেব। তবে মধুমঙ্গলকে আশীর্ব্বাদ করি, মধুমঙ্গলের যেন মতি গতি কৃষ্ণ প্রতি চিরকাল সমভাবে থাকে।

কৃষ্ণ। মা! আমরা আপনার মধুমঙ্গলকে এনেছি, এই দেখুন, আপনার অঞ্চলের ধন মধুমঙ্গল আপনাকে প্রণাম ক'চ্ছে, আমরাও দুই ভায়ে আপনাকে প্রণাম ক'চ্ছি। (সকলের প্রণাম করণ)।

কৃষ্ণ। একি মা! এমন আনন্দের দিনে বিমর্ষভাবে কেন? আপনার হারানধন মধুমঙ্গলকে আদর ক'রে বুকে ধরুন্।

(সান্দিপনী পত্নীর গীত।)

আজ কিবা হেরি, দু-নয়ন ভরি, মরি মরি কিরূপ মাধুরী।
আজ দ্বাদশ বৎসর, যে ধন অন্তর, সে ধন দেখিনু নয়ন উপরি॥
রাম কৃষ্ণধন. অখিলের ধন, আয় বাপ আয় ত্বরা করি,
আমি তোদের দুজনে, পরম যতনে, আয় রে বাপ বুকে ধরি।
কাঙ্গালিনীর ধনে, তোমরা বিহনে, এনে দিত কে এ ভুবন ভিতরি,
আমি চিনেছি গোবিন্দ, তুমি নিত্যানন্দ, সদানন্দ পূজা করে তোমারি॥

সা, পত্নী। বাপ রাম-কৃষ্ণ। আজ হ'তে আর আমি তোমাদের কোল হ'তে নামাব না বাপ, অমূল্যনিধি কোলে পেয়েছি, আর কোল ছাড়া ক'র্‌বো না। স্বামিন্! দেখছো কি? রাহু হ'য়ে এ যুগলচাঁদে গ্রাস কর। জন্ম জন্মান্তরের জন্য কল্প কল্পান্তরের তরে এ যুগল শশধরে উদরস্থাৎ ক'রে রেখে দাও। আহা—আহা গো বসুদেব দৈবকী কি ভাগ্যবান্, কি ভাগ্যবতী? তাদের তুল্য সুখি সুখিনী এ অনন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আর কেউ নাই, আর কেউ নাই। বিশ্বমাতা দক্ষসুতা দীনতারিণী দুর্গে গো! তুমি কি সুখে সুখিনী মা? তুমি কি দিবানিশি কৃষ্ণ শশীর মুখ-নিঃসৃত মধুর মা কথা শুনে মন রসনা এবং বাসনার তৃপ্তিসাধন ক'র্‌তে পেরেছ?

সান্দিপনী। আরে অবোধিনী! কৃষ্ণমাতা তবে কে? বসুদেব ঘরণী দৈবকী আর নন্দরাজ পত্নী যশোমতী, একি সতী অন্য কোন কামিনী ভেবেছ, সেই হর-কামিনী ত্রিলোচনী ঈষাণীই দেবী দৈবকী আর গোপরাজ ঘরণী নন্দরাণী। পত্নি! সে আদ্যাশক্তি ভগবতী ভিন্ন পূর্ণব্রহ্ম সনাতনকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়, কার এমন সাধন, কার এমন আরাধন পত্নী? যুগে যুগে সেই শিব বনিতাই ঐ পূর্ণব্রহ্মের মাতারূপে এ জগতে অবতীর্ণা হ'য়ে থাকেন।

সা, পত্নী। স্বামিন্! তোমার কথায় আমার মনের ভ্রম দূর হ'লো। চল, এখন রাম কৃষ্ণকে ল'য়ে গৃহে যাই।

কৃষ্ণ। মা! আপনি আমাদের আদর ক'রে কোলে নিলেন, কিন্তু আপনার প্রাণাধিক ধন মধুমঙ্গলকে তো একবার স্নেহমাখা কথায় মধুমঙ্গল ব'লেও ডাক্‌লেন না? হাঁ মা! এই কি পুত্রস্নেহের পরিচয়?

সা, পত্নী। বাবা! আমরা বা আমাদের মধুমঙ্গল ধন কে? এ অনন্ত জগৎটাই বা কি? সবি তো তুমি? গোবিন্দ ধন। তোমার আগে কার আদর কার যত্ন? তুমি সামনে থাক্‌তে কাকে কোলে নিয়ে কোল পবিত্র ক'র্‌তে হয়? হাঁরে গোপাল। লোকে কায়ার যত্ন করে না ছায়ার যত্ন ক'রে থাকে বাপ?

বলরাম। আপনিই ধন্যা। ভাই মধুমঙ্গল। তোমার জনক জননী কৃষ্ণকে পেয়ে আমাদের দু-ভাইকে আর আদর যত্ন ক'র্‌ছেন না। চল ভাই, আমরা এ স্থান হ'তে চ'লে যাই।

মধুমঙ্গল। দাদা। আর কি অভিমান আছে? পাপ অভিমান ছুটে পালিয়েছে। এখন এমনি জ্ঞান হ'য়েছে কৃষ্ণচন্দ্রের মানেই আমাদের মান, আবার কৃষ্ণচন্দ্রের অপমানেই আমাদের অপমান। আমার পিতা মাতা আমাদের অনাদর ক'রে যে, কৃষ্ণচন্দ্রের আদর ক'র্‌ছেন, এতে দাদা। ওঁরা আমাদের অধিক পরিমাণে আদর যত্ন ক'র্‌ছেন।

বলরাম। ধন্য রে মধুমঙ্গল তোকেও ধন্য। তুইও ভাই কৃষ্ণগত প্রাণ।

সান্দিপনী। চল বৎস রাম-কৃষ্ণ। চল রে মধুমঙ্গল, চল পত্নী গৃহে চল।

বলরাম। দেব। বহুদিন গত হ'য়ে গেল, আমাদের অদর্শনে আমাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই উদ্বিগ্ন চিত্ত হ'য়েছেন। প্রার্থনা—কিঙ্কর দ্বয়কে স্বদেশ গমনের অনুমতি দান করা হোক।

সান্দিপনী। বৎস রাম। তুমি তো অমূল্য ধনকে নয়নপথ হ'তে সরিয়ে ল'য়ে যেতে সততই বিব্রত, কিন্তু বাপ মনে ভেবে দেখ দেখি, যার নয়ন একবার ঐ মদনমোহন মূর্ত্তিটি অবলোকন

ক'রেছে, তার নয়ন কি সহজে তো নয়ন ভুলান মূর্ত্তিটির বিরহ বেদন সহ্য ক'র্‌তে চায়? তবে বাপ, এ কথা নিশ্চয়, শুধু আমরাই যে ও ধনের প্রত্যাশী তা নয়, এ জগতে অগণ্য অগণ্য লোক ও ধনের আশায় আশাপথ লক্ষ্য ক'রে আছে। তাদেরও বাসনা পূর্ণ করা বাসনা পূর্ণের ধন নিত্য-নিরঞ্জন কৃষ্ণের আবশ্যক। হলধর! আর বাধা দান ক'র্‌বো না বাপ, তবে আজকের দিনটি এ দীন-দরিদ্র গুরুগৃহে অতিবাহিত কর, কল্য অতি প্রত্যুষে দুইভায়ে শুভযাত্রা ক'র্‌বে।

বলরাম। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

সান্দিপনী। চল পত্নি! আমার রাম কৃষ্ণের ভোজন আয়োজন করিগে চল। বাপ মধুমঙ্গল! তুমি অন্যান্য ছাত্রবৃন্দকে সঙ্গে ল'য়ে অদূরে গোপ-পল্লী হ'তে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ ভিক্ষা ক'রে ল'য়ে এসো। আজ আমি স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত ক'রে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মকে নিবেদন ক'র্‌বো। আমি জানি, কৃষ্ণ পায়সান্ন ভক্ষণ ক'র্‌তে সন্তুষ্ট। মুনিবর কণ্ব কর্ত্তৃক প্রস্তুত পায়সান্ন ঐ গিরিধর সপ্তবার ভয়-বিহ্বল চিত্তে চুরি ক'রে ভক্ষণ ক'রেছিলেন। অহো—মহর্ষি কণ্ব! তুমি ধন্য তুমি ধন্য! আমি তোমার মত কত পুণ্য ক'রেছি যে, তুমি যেমন গোবিন্দের গিলিত চর্ব্বন মহাপ্রসাদকে রসনা পুষ্ট ক'রেছিলে, আমি সেরূপ পারবো? হবে না কি? কমল আঁখি, তাঁর এ দীন গুরুর মনোবাসনা পূর্ণ ক'র্‌বেন না কি? ভাল দেখি না কেন, কতদূর কৃতকার্য্য হ'তে পারি। সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই আজ পতিতপাবন হরিকে মথুরা গমনে বাধা প্রদান ক'র্‌লাম। (প্রকাশ্যে) চল বৎস রাম কৃষ্ণ!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুধাম আশ্রম।

সুধাম পত্নী সুমনা আসীনা।

সুমনা। যা কখন দেখিনি, আজ তাই দেখছি। এ মহারণ্যে অপূর্ব্ব পবিত্রতা স্রোত ছুটছে, মৃদু-মন্দ-মলয়ানিল বাহিত হ'য়ে অপূর্ব্ব সৌরভে বনভূমি আমোদিত ক'র্‌ছে। আমারও মনে শান্তি ধারা প্রবাহিত হ'চ্ছে। কেন আজ এ ভাব? স্বামী কুটীরে নাই ভিক্ষায় গেছেন, পুত্রটিও স্বামী সঙ্গে ভিক্ষার্থে গমন ক'রেছে, কারে এ ভাবের কারণ শুধাই? তবে পতিমুখে একদিন শুনেছিলাম। তিনি ব'লেছিলেন, এই প্রকার শুভ লক্ষণ প্রকাশ হ'লে সে স্থানে কোন মহাপুরুষের অচিরাৎ শুভাগমন হবে। তবে কি আজ এ মহারণ্যে সত্য সত্যই কোন মহাপুরুষ পদার্পণ ক'র্‌বেন? আজ কি আমাদের এ অরণ্য আশ্রম পবিত্র হবে? না না, এমন তো বিশ্বাস হয় না।

(ব্রাহ্মণবেশে দূরে কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ।)

বলরাম। (উচ্চৈঃস্বরে) এ মহারণ্যে কে আছ শীঘ্র উত্তর দাও? দুইজন পথিক পথভ্রান্ত নিতান্ত বিপন্ন।

সুমনা। ওকি শুনি! মনুষ্য কণ্ঠ নিঃসৃত কাতর কণ্ঠস্বর নয়?

বলরাম। (পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে) এ বন-ভূভাগে যদি কেহ মনুষ্য থাক, সত্বর উত্তর দাও। দুইজন বিপন্ন পথিক আশ্রয় ভিক্ষা ক'চ্ছে।

সুমনা। কণ্ঠরব অতি নিকটে। ভাল এইবার শুনি কি বলে।

বলরাম। কি আশ্চর্য্য ! পুনঃ পুনঃ পরিত্রাহি স্বরে বনভূমি প্রকম্পিত ক'র্‌লাম, কেহই কোন উত্তর দান ক'ল্লে না। বুঝেছি এ অরণ্যে ঘোর নরাধমগণের বাস, তাই পথভ্রান্ত, শ্রান্ত, বৃদ্ধ পথিকদ্বয়কে কেহ আশ্রয় দিতে সম্মত হ'চ্ছে না।

সুমনা। সর্ব্বনাশ ! কি শুন্‌লেম, সর্ব্বাঙ্গ যে কম্পিত হ'য়ে উঠলো ! দুইজন ব্রাহ্মণ পথিক অরণ্য ভিতরে বিপন্ন হ'য়ে আশ্রয় ভিক্ষা ক'চ্ছেন। কি করি, আমি স্ত্রীলোক, কেমন ক'রে উচ্চৈঃস্বরে পথিক ব্রাহ্মণদ্বয়কে আহ্বান করি ?

বলরাম। সব ধ্বংস ক'র্‌বো ? এই মহারণ্যসহ অরণ্যস্থিত যাবতীয় প্রাণীকে অভিশাপানলে এখনি ভস্মরাশি ক'র্‌বো।

সুমনা। কি করি ! কি করি ! কি উপায়ে পথিকদ্বয়কে আশ্রমে আনি। যাই ছুটে যাই, পথিকের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য ক'রে ছুটে যাই। গলে বস্ত্র দিয়ে তাঁদের আশ্রমে ল'য়ে আসি। নতুবা সর্ব্বনাশ হবে, পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত পথিক ব্রাহ্মণদ্বয় এখনি ঘোর অভিসম্পাতে বিষম অনর্থোৎপত্তি ক'র্‌বেন। তদ্ব্যতীত অতিথী বৈমুখ হ'লে আমার স্বামী অসন্তুষ্ট হবেন। যাই আর ক্ষণবিলম্ব ক'র্‌বো না। (গমনোৎযোগ)।

(কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ।)

এই যে, এই যে বিপন্ন ব্রাহ্মণদ্বয় এ দিকে এসেছেন। (অগ্রসর হওত) আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক্, আপনাদের আগমনে আজ এ অরণ্যাশ্রম পবিত্র হ'লো। স্বামী পুত্রসহ এ সুদীনা রমণীও কৃতার্থ হ'লো। দেব ! আমি স্ত্রীজাতি, তাই

আপনাদের পরিত্রাহি রব কর্ণে শুনেও প্রত্যুত্তর দিয়ে আপনাদের আশ্বস্ত ক'র্‌তে পারি নাই, সে গত অপরাধ জন্য এ অধিনীকে আপনারা ক্ষমা করুন্।

বলবাম। তুমি কি ব্রাহ্মণ মহিলা?

সুমনা। আজ্ঞে হাঁ।

বলরাম। তা বেশ, তাহ'লে তোমার আর কোন দোষ নেব না। যাক্, এখন তোমায় একটা কথা বলি, তুমি আমাদের এই দুজন ব্রাহ্মণকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করাতে পার্‌বে?

কৃষ্ণ। বলেন কি মহাশয়, তা আব উনি পার্‌বেন না, ওঁর স্বামী আছেন, পুত্র আছে, ওঁরা হ'লেন গৃহাশ্রমী, অথিতী সেবন করাই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।

সুমনা। বিপ্রদেব! এমন কি সৌভাগ্য ক'রেছি যে, আপনাদের সেবা গ্রহণ ক'রে স্বামী পুত্রসহ কৃতার্থ হ'তে পার্‌বো? তবে দীনবন্ধু হরি যখন এ দীন ভিখারী ও ভিখারিণীর পর্ণকুটীরে আপনাদের এনে দিয়েছেন, তখন সেই পরম দয়ালের দয়া বলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না হোক্ কথঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষুধা শান্তি হবে।

বলরাম। ভাল ভাল, শুনেও সন্তুষ্ট হ'লাম। যা হোক্ সমস্ত দিন উপবাসের পর অপরাহ্নে কিছু ভক্ষ্য দ্রব্য উদরে দিতে পাবো। দেবী! তবে আর কালবিলম্ব কেন? আমাদের বড় ক্ষুধা হ'য়েছে, খেতে দেবে চল।

সুমনা। দ্বিজবর! আমার স্বামী ও পুত্র ভিক্ষার্থ নগরে গেছেন, এখনি তাঁরা এলেন ব'লে, আপনারা কিছুকাল অপেক্ষা করুন্।

বলরাম। সর্ব্বনাশ, একে এই অপরাহ্ন এর উপর কিছুকাল অপেক্ষা ?

সুমনা। কৃপা ক'রে কুটীরে চলন, আপনাদের পদ প্রক্ষালনাদি ক'রে দিয়ে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে দিইগে।

বলরাম। তা ভাল ভাল, সে বড় মন্দ যুক্তি না। তবে দেবি ! আমার এক কথা আছে, গুরুর নিষেধ, আমি কারে পদস্পর্শ ক'র্‌তে দেব না, পদ প্রক্ষালন ক'রে দিতে মানস কর যদি তবে এঁর তুমি চরণ ধৌত ক'রে দিও।

কৃষ্ণ। না না, উনি ব্রাহ্মণ পত্নী, ব্রাহ্মণ পত্নীকে আমি পদস্পর্শ ক'র্‌তে দেব না।

সুমনা। আপনারা পরম জ্ঞানী হ'য়ে এ কথা কেন ব'ল্‌ছেন? অতিথী যে কোন বর্ণ হউক না কেন গৃহীর পক্ষে গুরু বিশেষ। আমি আপনাদের পদ প্রক্ষালন ক'রে দিতে ছাড়বো না, আপনাদের পদ প্রক্ষালন বারি শিরে স্পর্শ ক'র্‌তে ছাড়বো না।

বলরাম। না না, আমি কোনক্রমে পদ প্রক্ষালন ক'র্‌তে দেব না, আমার গুরু আজ্ঞা অবহেলা জনিত পাপ আসবে। তবে এই বিপ্রবরের তুমি পদ প্রক্ষালন ক'রে দিও এবং এঁর পদ প্রক্ষালিত বারি শিরে স্পর্শ ক'রো।

সুমনা। চলুন কৃপা ক'রে পর্ণকুটীরে চলুন।

(ইত্যবসরে সুধাম ও সুশীলের প্রবেশ।)

সুধাম। পত্নি ! পত্নি ! এঁরা দুইজন কে ?

সুমনা। নাথ ! দেখছেন কি, এতদিনে আমাদের পর্ণকুটীর পবিত্র হ'য়েছে। দয়াময় হরি অতিথীর গৃহে আজ অতিথী এনে দিয়েছেন।

সুধাম। কি ব'ল্লে পত্নী কি ব'ল্লে, এঁরা অতিথী? দীনের দীন অতি কাঙ্গাল সুধামের জর্ণ পর্ণকুটীরে আজ এঁরা আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছেন? অহো কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! হরি হে! তোমার অপার মহিমা! এ মহারণ্যে অতিথী সেবার জন্য কত-দিন সাধ্যমত প্রয়াস পেয়েও যে শুভকার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে পারি নাই, আজ দীনবন্ধু! তোমার কৃপায় এ দীনের মনোবাসনা পূর্ণ হ'লো। পত্নি! এঁদের পদ প্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাধা ক'রেছ কি?

সুমনা। বিপ্রদ্বয় এইমাত্র আগমন ক'রেছেন। আমি এঁদের কুটীরে নিয়ে গিয়ে পদ প্রক্ষালনাদি ক'রে দেব মানস ক'চ্ছি, এমন সময় আপনি সুশীলসহ উপস্থিত হ'লেন।

সুধাম। চল পত্নী চল, বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

সুমনা। নাথ! এঁরা অত্যন্ত ক্ষুধিত, পুনঃ পুনঃ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রার্থনা ক'র্‌ছেন।

সুধাম। তা ক'র্‌বেন বৈ কি পত্নী, দেখছো না দিবা যে তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়। যাও—তুমি আমাদের এই ভিক্ষা-লব্ধ তণ্ডুলগুলি ল'য়ে তৎপর অন্ন প্রস্তুত করগে। আমরা পিতা পুত্রে মিলে এই অতিথীরূপী নারায়ণের সুশ্রুষা কার্য্য সম্পাদন করিগে।

সুশীল। পিতা! দয়াল হরির কি দয়া! তিনি আজ আমা-দের গৃহে অতিথী এনে দেবেন ব'লে আজ গৃহীদিগের অন্তরে দয়ার ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। নগরবাসিনী রমণীগণ আজ প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা দিয়েছেন। দেখুন পিতা দেখুন, আমার ভিক্ষাধারে কতগুলি তণ্ডুল দেখুন।

সুধাম। তাই তো বাপ, তোমার ভিক্ষাধারের তণ্ডুলগুলি একটি গৃহস্থের দুই দিনের উপযোগী, উত্তম হ'য়েছে।

বলরাম। দ্বিজবর! আমরাও বড় ক্ষুধা কাতর, বিশেষতঃ এই যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটিকে দেখছেন, এঁর প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য দ্রব্য চাই, এঁকে কেউ কখনও আহার করিয়ে পরিতোষ ক'র্‌তে পারেন নি। এঁর নাম দামোদর ঠাকুর, ইনি নামেও দামোদর, কাজেও দামোদর।

সুধাম। তবে কি আর আমার ক্ষমতা হবে যে, দামোদর উদর পূর্ণ ক'র্‌তে পার্‌বো? তবে কৃপাময় হরি কি ক'র্‌বেন তিনিই জানেন।

সুশীল। পিতা! তবে আমি নয় পুনরায় ভিক্ষায় যাই, আপনি রৈলেন, মা রৈলেন, অতিথী সেবার যেন কোন অঙ্গ-হীন না হয়। আমি এবার নিকটস্থ গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা ক'রে আনি। মা তৎক্ষণ আমাদের আনিত তণ্ডুল গুলিকে পাক করুন্। (গমনোদ্যোগ)।

কৃষ্ণ। আহা হা, কর কি বালক, নিরস্ত হও, এই সমস্ত দিন ধরে ঘুরে ফিরে এলে, মুখে একটু জল দাও নি, আবার কি এখন ভিক্ষায় যাওয়া চলে? আমার নয় উদর পূর্ণ না হবে।

সুশীল। না প্রভু না, বাধা দেবেন না, একদিনের জন্য এ শুভযোগ ঘটেছে, দয়াল হরি একদিনের জন্য আমাদের আশ্রম পবিত্র ক'র্‌তে এবং আমাদের জীবন কৃতার্থ ক'র্‌তে আপনাদের এনে দিয়েছেন, এ শুভোদয় আর ঘটবে না আর পাবো না। যাতে আপনাদের পরিতোষ ক'র্‌তে পারি, প্রাণ দিয়ে সে চেষ্টা ক'র্‌বো।

কৃষ্ণ। বালক! তোমার মঙ্গল হোক্। আমি দেখছি, তোমা হ'তে আজ আমার জঠর জ্বালা নিবারণ হবে। ভাল বিপ্র-কুমার! আমি যা বলি তা যদি কর, তাহ'লে আমি বড়

সন্তোষ লাভ ক'র্‌বো, তাতে আমার উদর পূর্ণও হবে আর তোমার ও তোমার পিতা মাতার যথার্থরূপে অতিথী সৎকার করারও ফললাভ হবে।

সুশীল। বলুন প্রভু বলুন, আপনি যা অনুমতি ক'র্‌বেন, আমি এখনি তাই পালন ক'র্‌তে প্রস্তুত হবো।

কৃষ্ণ। তবে আর বিলম্ব ক'রোনা, এখনি এই অরণ্যের দক্ষিণভাগে ছুটে চ'লে যাও। সেখানে গিয়ে দেখতে পাবে, একজন ব্যাধ একটা মৃগ শিকার ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি যে কোনরূপে পার অর্থাৎ স্তবে হোক, বিনয়ে হোক, তাকে তুষ্ট ক'রে সেই মৃগটিকে ল'য়ে এসো, আমার মৃগমাংস ভক্ষণ ক'র্‌তে বড় আশা, বড় লালসা জন্মেছে। যাও বালক শীঘ্র যাও— শীঘ্র যাও।

সুধাম। প্রভু! আমার প্রতি ও আদেশ হোক না, আমার বালক পুত্র অপেক্ষা আমি দ্রুত গিয়ে কার্য্যোদ্ধার ক'র্‌তে পারবো।

কৃষ্ণ। না, তুমি তা পারবে না, তুমি সে ব্যাধকে বহু স্তুতি মিনতি ক'রে মৃগভিক্ষা ক'রলে, সে তোমার কথায় কর্ণপাত ক'র্‌বে না, বরং তোমার বালক পুত্রের সকরুণ প্রার্থনায় তার পাষাণ মন বিগলিত হ'তে পারে।

সুধাম। পুত্র! অতিথী সৎকার পরমধর্ম্ম! দীনবন্ধু হরি ব'লে যাও বাপ, হরির কৃপায় যেন অতিথীর অভিলাষ পূর্ণ হয়।

সুশীল। পিতা! আমি চ'ল্লেম, আপনি আর মা প্রাণপণে এঁদের সেবা সুশ্রূষায় মন নিবেশ করুন্। হরি! হরি! দীননাথ মধুসূদন! যেন প্রভু মৃগমাংসে অতিথী পরিতুষ্ট ক'র্‌তে পারি। যাই মা, পিতা মহাশয়, আসি তবে। [সুশীলের প্রস্থান।

সুধাম। বিপ্রদেব! আপনারা এক্ষণে কুটীর মধ্যে চলুন। পত্নি! তুমি আর বিলম্ব ক'র্‌ছো কেন? অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করগে।

সুমনা। যে আজ্ঞা প্রভু।

[সুমনার প্রস্থান।

সুধাম। কৃপা ক'রে অধীনের পর্ণকুটীর পবিত্র ক'রবেন আসুন।

কৃষ্ণ। চল চল, আপাততঃ একটু জলযোগ ক'র্‌তে হবে।

সুধাম। যে আজ্ঞা আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য পথ।

(ব্যাধবেশে ধর্ম্মের প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। হরি আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালন ক'রতে হবে। অনুমতি যতই কেন কঠিন কঠোর হোক না, পাষাণে মন বেঁধেও লক্ষ্মীপতির অনুমতি মত কার্য্য ক'র্‌তেই হবে। কৈ? এখনও তো হরিভক্ত সুধামের হরিভক্ত পুত্র শিশু সুশীলকে নয়নপথে দেখতে পাচ্ছি না। পাবো—আরও একটু অপেক্ষা করি।

(অদূরে সুশীলের প্রবেশ)

সুশীল। হা—হরি! হা—মধুসূদন! এই ক'ল্লে প্রভু, অতিথীর মনোরথ পূর্ণ ক'র্‌তে পারলাম না। অরণ্যের সকল স্থান অন্বেষণ ক'র্‌লাম, কৈ সে মৃগজীবির তো দেখা পেলাম না, কি হবে, কিরূপে কুটীরে ফিরে যাবো, গিয়ে সে ব্রাহ্মণকে কি ব'লে সন্তুষ্ট ক'র্‌বো? না না, আর গৃহে ফিরে যাব না, যখন মৃগজীবির সহিত সাক্ষাৎ ক'রে, তাকে তুষ্ট ক'রে মৃগমাংস নিয়ে যেতে পার্‌লাম না, তখন আর কুটীরে ফিরে যাব না, হরি হরি ব'লে ঐ দূরস্থিত তরঙ্গিণীর তরঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন করিগে।

ধর্ম্ম। ঐ সেই সুশীল। মৃগ হননকারী ব্যাধের সাক্ষাৎ না পেয়ে আক্ষেপ ক'র্‌ছে। ভাল, আমিই বালককে আহ্বান করি। (প্রকাশ্যে) কে তুমি আক্ষেপ ক'র্‌ছো বালক? এ মহারণ্যে এরূপ ভাবে কেন বিচরণ ক'র্‌ছো?

সুশীল। এই কি বিপ্রদেব কথিত সেই ব্যাধ? হাঁ সেই ব্যাধই বটে। মধুসূদন হরি বালক ব লে মুখ তুলে চেয়েছেন।

ধর্ম্ম। কি ভাবছো বালক?

সুশীল। ভাবছি, তোমার নিকট আমার কোন প্রার্থনা আছে, তুমি দয়া ক'রে এই বালকের প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌বে কি না।

ধর্ম্ম। আমি নীচ ব্যাধ, আমার কাছে আবার কিসের প্রার্থনা?

সুশীল। আছে, আমি এই অরণ্যে তোমারই অন্বেষণ ক'র্‌ছিলাম।

ধর্ম্ম। আচ্ছা, কি প্রার্থনাটা কৈ বল দেখি শুনি।

সুশীল। তুমি কি একটি মৃগ বধ ক'রেছ?

ধর্ম্ম। হাঁ ক'রেছি।

সুশীল। সে মৃগটিকে ব্রাহ্মণ সেবায় অর্পণ ক'র্‌বে কি?

ধর্ম্ম। না।

সুশীল। তাতে যে তোমার ধর্ম্ম আছে।

ধর্ম্ম। আমরা ব্যাধ জাতি, আমাদের আবার ধর্ম্ম। বালক! নিত্য নিত্য জীব হিংসাই আমাদের পরমধর্ম্ম।

সুশীল। দেখ ভাই ব্যাধ, এ সংসারে পরোপকার তুল্য সৎ-কার্য্য কিছুই নাই, আজ যদিও ভাই শোণিত শুক্রের তেজে ধর্ম্মা-ধর্ম্ম পাপ পুণ্য কিছুই কিছু নয় ব'লে ভাবছো, কিন্তু ভাই! এক-দিন এমন দুর্দ্দিন আসবে, সেদিন অনুতাপানলে সর্ব্বদেহ জ্বলতে থাকবে। তখন ভাববে, হায় হায়! কি কুকর্ম্ম ক'রেছি, কেন আমি অমূল্য ধর্ম্ম-ধন সঞ্চয় করি নাই। ভাই! তাই তোমায় উপদেশ দিচ্ছি, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হওনা, একটু দয়ার নয়নে চাও।

ধর্ম্ম। বারে ছোক্‌রা! চালাকি তো বেশ শিখেছিস? আমি দয়া ক'রে তোমায় হরিণ ছানাটা দিই আর কি। স'রে পড়ো, স'রে পড়ো।

সুশীল। ভাই ব্যাধ! তোমার পায়ে ধরি, তুমি দয়া ক'রে মৃগটি আমাকে ভিক্ষা দাও, আমি ব্রাহ্মণ সমীপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছি তাঁদের মৃগমাংস ভক্ষণ করাবো। ভাই! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। দীনবন্ধু হরি তোমার মঙ্গল ক'র্‌বেন।

ধর্ম্ম। ছাড় ছাড় পা ছাড়। তোর মিষ্টি কথায় আমি ভুলছি না।

সুশীল। তুমি এত কঠিন, এত নিষ্ঠুর, আমার এত অনুনয় বিনয়ে তোমার মনে দয়া হ'লো না।

ধর্ম্ম। ওরে আমার কাছে দয়া মায়া নাই।

সুশীল। ভাই ব্যাধ! আমার প্রাণ তোমাকে দিচ্ছি, আমার প্রাণের বিনিময়ে তুমি আমাকে মৃগটি দাও।

ধর্ম্ম। তুই আমাকে প্রাণ দিবি?

সুশীল। হাঁ নিশ্চিত দিব।

ধর্ম্ম। আমি কিন্তু তোমার প্রাণটিকে নেব, এই হরিণকাটা তরয়ালে তোমার মাথাটা কেটে ফেলবো। দেখ বালক, এতে যদি রাজী হ'তে পার তো আমি হরিণ ছানাটা দিতে পারি।

সুশীল। আমি সম্মত হ'লেম। তুমি হরিণ ল'য়ে আমার সঙ্গে এসো, আমি জন্মের মত একবার আমার পিতা মাতার সঙ্গে দেখা ক'রে তোমার হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।

ধর্ম্ম। সে কতদূর?

সুশীল। অধিক দূর নয়, এই অরণ্যের ভিতর।

ধর্ম্ম। দেখিস সেখানে গিয়ে তোর পিতা মাতাকে দেখে যেন সব ভুলে যাস্‌নে, তাহ'লে তোদের সকলকে আমি খুন ক'রে ফেল্‌বো।

সুশীল। তোমার কোন চিন্তা নাই। আর বিলম্ব ক'রো না, শীঘ্র আমার সঙ্গে এসো। তবে চলো চলো. ঐ গাছটায় সে হরিণ ছানাটা টাঙ্গান আছে। পেড়ে নিয়ে যাই চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ণ কুটীর।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ, বলরাম, সুধাম ও তদীয় পত্নী।

কৃষ্ণ। উঃ—উঃ—বড় ক্ষুধা। আর সয় না, ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য হয় না।

বলরাম। বালক এখনও যে ফিরছে না, সন্ধ্যা হ'তে যায় যে।

সুধাম। (করযোড়ে) আরও একটু অপেক্ষা করুন, বালক পুত্র বনপথ অতিক্রম ক'রে আসতে বোধ হয় অশক্ত হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। যদি অশক্তই হ'য়েছে, তবে আর তার আসবার আশা কোথায়? সে বালক মিথ্যাবাদী।

সুধাম। আজ্ঞে না, প্রাণান্তেও সুশীল মিথ্যা বলে না। সে এখনি আসবে।

সুমনা। ঐ যে—ঐ যে আমার সুশীল আসছে। ঐ যে বাছার সঙ্গে একজন ব্যাধ একটি মৃগশাবক স্কন্ধে নিয়ে আসছে।

সুধাম। কৈ পত্নী কৈ?

সুমনা। এই যে নাথ, সম্মুখে।

(মৃগশাবক স্কন্ধে লইয়া ব্যাধবেশী ধর্ম্মসহ
সুশীলের প্রবেশ।)

সুধাম। এসেছ বাপ? এসো এসো, তোমার আশাপথ লক্ষ্য ক'রে আমরা অপেক্ষা ক'র্‌ছি। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, মৃগমাংস হেতু এখনও অতিথী সেবা হয় নাই।

সুমনা। আহা! বাছার আমার মধুর কথায় ভুলে এই ব্যাধ যুবক হরিণ শিশুটিকে ল'য়ে সঙ্গে এসেছে।

ধর্ম্ম। না গো বাছা না, তোমার ছেলের মধুর কথায় ভুলে আমি হরিণছানা নিয়ে সঙ্গে আসি নাই। তোমার ছেলে আমার কাছে পণ ক'রেছে, "আমার হাতে ওর প্রাণ দেবে" তবে আমি হরিণছানা নিয়ে ওর সঙ্গে এসেছি।

সুমনা। এঁ্যা! একি কথা শুনি! ওরে সুশীল! ওরে বাপ! ব্যাধ যুবক যা ব'ল্‌ছে, ওর কথা কি সত্য?

সুশীল। মা! ব্যাধের কথা সত্য। আমি সত্য সত্যই ওর কাছে আমার জীবন বিনিময়ে মৃগশাবক গ্রহণ ক'র্‌বো ব'লে অঙ্গীকার ক'রেছি।

সুমনা। সুশীল রে! সুশীল রে! কি সর্ব্বনাশের কথা শুনালি রে বাপ?

ব্যাধ। অমন অধীর হ'লে চ'ল্‌বে না। আমি এখনি এই তরয়ালে ওর মাথাটা কেটে ফেলবো।

সুমনা। না বাপ—না বাপ! আমার অমন সর্ব্বনাশ ক'রো না বাপ, তোমার করে ধরি, বিনয় করি, আমার সুশীলের প্রাণ ভিক্ষা দাও।

ব্যাধ। বেশ তো বাছা, তোমার ছেলে তুমি নাও, আমার হরিণছানা আমি দেব না, এই নিয়ে চ'ল্লেম।

কৃষ্ণ। মৃগমাংস না ভক্ষণ ক'র্‌তে পেলে সর্ব্বনাশ হবে। আমি বড় আশা ক'রে আছি, আমার দাবানলের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানল আমি চেপে রেখেছি শুদ্ধ মৃগমাংস দিয়ে অন্ন ভক্ষণ ক'র্‌বো ব'লে।

ব্যাধ। দুরন্ত বালক! আমি তবে চ'ল্লেম। আমাকে এত কষ্ট কেন দিলি বল দেখি? (গমনোদ্যোগ)।

সুশীল। তুমি কোথা যাবে ভাই? যেওনা। আমি যখন স্বীকৃত হ'য়েছি তোমার করে প্রাণ দেব, তখন আমার পিতা মাতার কথায় তুমি হতাশ্বাস হ'ওনা।

ব্যাধ। কি ক'র্‌বো গো বাছা?

সুমনা। বাবা! বাবা! এ দুখিনী ব্রাহ্মণ রমণীর প্রতি মুখ তুলে চাও, তুমি দয়া না ক'র্‌লে আমার সর্ব্বস্বধনকে আমি জন্মের মত হারাবো।

ব্যাধ। তোমার কি ইচ্ছাটি, তোমার ছেলেটিকেও ছেড়ে দেব আর হরিণ ছানাটিও দিয়ে যাবো?

সুমনা। না বাবা—তা ব'ল্‌ছি না, তুমি আমার সুশীলকে ছেড়ে দিয়ে আমার প্রাণ নাও, আমার প্রাণের বিনিময়ে মৃগ-শাবকটি ব্রাহ্মণ সেবায় দাও।

ব্যাধ। সে কথা আমি শুনি না। আমি এই জানি, তোমার সুশীলকে আগে এই তরয়ালে দু-খণ্ড ক'র্‌বো, তারপর হরিণ ছানাটিকে দিয়ে চ'লে যাবো।

কৃষ্ণ। এত বিলম্ব! উঃ—ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য হয় না।

সুদাম। প্রভু! অন্ন ব্যঞ্জনাদি তো প্রস্তুত হ'য়েছে, কৃপা ক'রে সেবায় উপবেশন ক'র্‌বেন চলুন।

কৃষ্ণ। মৃগমাংস কোথায়? মৃগমাংসের ক্ষুধায় তনু জ্বলে যায়, মৃগমাংস রন্ধন ক'রে দাও। নতুবা স্পষ্ট ক'রে বল, অতিথী সেবনে আমার অভিলাষ নাই। আমরা এখনি চ'লে যাই, তোমার ধৃষ্টতার সমুচিত দণ্ড দিয়ে পাপস্থান পরিত্যাগ করি।

সুশীল। ক্রুদ্ধ হবেন না প্রভু, আমার পিতা মাতা অবশ্যই আপনাদের মৃগমাংস দিয়ে সন্তোষ ক'র্‌বেন।

বলরাম। কৈ ক'র্‌ছেন? সে ভাব তো দেখি না। তোমার প্রতি তো ওঁদের যথেষ্ট মমতা দেখছি, অতিথী সেবনের প্রতি তো তেমন মনযোগী দেখি না।

সুধাম। পত্নি! পত্নি! হা পুত্রপ্রাণা! হা অভাগিনি! আর কেন, আর কেন, পাষাণ দিয়ে মন বাঁধ প্রিয়ে পাষাণ দিয়ে মন বাঁধ। দাও দাও সতী প্রাণ পুত্রধনকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দাও, হত্যা তরে হৃদয়-পিঞ্জর-স্থিত পোষা শুখ পাখীটিকে ব্যাধের করে সঁপে দাও। অহো—হো—দীনবন্ধু হে! অনাথ তারণ মধুসূদন হে! এতদিন পরে বিপদ সাগরে ডুবালে প্রভু?

বলরাম। (কৃষ্ণের প্রতি) ছি ছি! একি! একি! হরি-নিন্দা? চলুন মহাশয় এ আশ্রম এখনি ত্যাগ ক'রে যাই। যেখানে হরি-নিন্দা হয়, সেখানে কি সাধু সন্ন্যাসী বা অতিথীর এক লহমা দাঁড়াতে আছে? চল এদের বেশ হরিভক্তি, এরা বেশ হরিভক্ত! এদের ভাবভক্তি বেশ বোঝা গেল।

কৃষ্ণ। চলুন তবে, আমি তো ক্ষুধানলের জ্বালা আর কোনক্রমে সহ্য ক'র্‌তে পাচ্ছি না, এ জ্বালা এখন এদের উপরই দিই। ক্ষুধানল! ক্ষুধানল! তুমি প্রবল হও, শাপানলরূপে, এই দুরন্ত শিশুসহ এই পাপী পাপিনীকে অচিরাৎ দগ্ধ ক'রে ফেল। জ্বল—জ্বল! কালানলসম তেজে প্রজ্জ্বলিত হও।

সুমনা। ভস্ম কর—এখনি ভস্ম কর ঠাকুর! আমরা শাপাগুণে সচ্ছন্দে ভস্ম হবো, তথাপি পুত্র বিনিময়ে মৃগমাংস দিয়ে অতিথী সেবা ক'র্‌তে পারবো না। আমি মা, আমি আমার সুশীলকে বুকের শোণিত দিয়ে পোষণ ক'রেছি। আমার স্বামী

ভিক্ষা ক'রে এনে এই ভিক্ষা ঝুলীটিকে এত বড় ক'রেছেন, আজ সে ধনে কোন প্রাণে জন্মের মত বিদায় দেব। এই চাঁদ-মুখখানি আমার অন্তরে লেখা আছে, সে লেখা—সে হৃদয়ের লেখা কেমন ক'রে মুছে দেব? পারবো না, হৃদয় নিধিকে নয়নান্তরাল ক'রতে পারবো না। আমাদের অদৃষ্টে যে নরক ভোগ হয় হবে। নরকানলের জ্বালা বুক পেতে নিয়ে সহ্য ক'র্বো।

গীত।

পারিব না প্রাণ থাকিতে প্রাণধনে বিদায় দিতে।
যে দণ্ড হয় হোক আমাদের পারিব তা সহিতে॥
প্রসবিয়ে পুত্রধনে,
নিধন মুখে দিব কেমনে,
কেমনে ও বয়ানে ভুলিব জনমের মত,
(তা কি ভোলা যায় ভোলা যায়)
(পুত্র ধনের মুখচাঁদ) (মা হয়ে সন্তানের বদন)
যায় যাক্ আমাদের জীবন দুঃখ কিছু নাহি চিতে॥

সুশীল। মা! পায়ে ধরি মা, অমন কথা মুখে এনো না অতিথী সেবন হেতু, অতিথী পরিতুষ্ট হেতু, আমার জীবন ব্যাধের করে অর্পণ কর। অলীক মায়াবশে আপনাদের কর্ত্তব্য চ্যুত হ'ওনা।

সুধাম। পত্নি! ধর্ম্মপত্নি! হৃদয়কে দৃঢ় কর। সুশীল ধনকে ভুলে যাও। দীনবন্ধু হরির ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।

সুমনা। স্বামিন্! আপনি পিতা হ'য়ে এমন কথা ব'ল্তে পার্লেন? আর তবে আমার সুশীলকে বাঁচাতে পারলাম না। সুশীল রে! বাপ রে আমার, একবার জন্মের শোধ মা ব'লে ডাক।

সুশীল। মা! মা! তুমি আমার পুণ্যবতী মা! তোমার পুণ্যফলেই আজ আমার জীবন মহৎ কার্য্যের বিনিময়ে লাগলো। মা! প্রসন্নময়ী মা! হরি তোমার সকল কষ্টের শান্তি ক'র্‌বেন। দীন-দয়াময় তোমার মনোক্লেশ নাশ ক'রবেন। আশীর্ব্বাদ কর মা, যদি আবার জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হয়, তবে যেন তোমার পুণ্যময় গর্ভ কোষে স্থান পাই। যেন তোমাকেই মা ব'লে জীবন সার্থক ক'র্‌তে পাই। পিতঃ! আপনি পরম হরিভক্ত! অনিত্য শোক আপনাতে স্থান পাবে না। আপনি আমার মাকে সতত প্রবোধ দিয়ে অনিত্য সংসার মায়া হ'তে মার মনকে শোক বিনাশন হরির শ্রীচরণ চিন্তনে নিযুক্ত করাতে যত্ন পাবেন। আর কি ব'ল্‌বো, আমার বিনিময়ে ঐ মৃগশাবককে ব্যাধের নিকট হ'তে নিয়ে উত্তমরূপে রন্ধন দ্বারায় যাতে ক্ষুধিত অতিথীদ্বয়ের মনস্তুষ্টি বিধান হয় তা ক'র্‌বেন। ভাই ব্যাধ! তুমি আমাকে সচ্ছন্দে এইবার হত্যা কর।

ব্যাধ। তা ক'রবো বৈকি, যখন হরিণ ছানাটা দেব, তখন তোর প্রাণটাকে নেবই নেব। তুই ঠিক্ হ'য়েছিস?

সুশীল। হাঁ ভাই, আমি প্রস্তুত। যাই মা, যাই পিতা। হে অতিথীরূপী মহাজন! আপনারা এ অবোধ বালকের প্রতি প্রসন্ন হোন্। আশীর্ব্বাদ করুন, জন্ম জন্ম যেন পরার্থের জন্য জীবন বিসর্জ্জন ক'র্‌তে পারি।

কৃষ্ণ। তথাস্তু।

সুশীল। জনক-জননী! আপনারা নয় একবার চক্ষু মুদ্রিত করুন্।

সুধাম। পত্নি! চক্ষু মুদ্রিত কর, চক্ষু মুদ্রিত কর।

সুমনা। না, চক্ষু মুদ্রিত ক'র্‌তে পারবো না, আমার সুশীল

ধন কেমন ক'রে আমায় ছেড়ে চ'লে যায়, আমি তাই একবার নয়নভরে দেখবো।

সুধাম। তবে পত্নী, আমারও তাই পণ। ব্যাধ! তোমার অভিলাষ তুমি পূর্ণ কর।

সুশীল। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!! (চক্ষু মুদিয়া উপবেশন)।

গীত।

সাঙ্গ হলো হে ত্রিভঙ্গ ভবের রঙ্গ এতদিনে।
তোমার খেলা খেলে যাই মিশ্‌তে তব চরণে॥
আদর করে আপনার বলে লওনা প্রভু এ দীনে,
তোমার আমি জগৎস্বামী ঠেলনা যেন চরণে।
ধন্য জীবন মধুসূদন দিব জীবন শুভ কাননে,
হে দয়াময়! দিও পদাশ্রয় না লয় যেন শমনে॥

হরি হরিবোল! হরি হরিবোল!! ব্যাধ! ভাই, অস্ত্রাঘাত কর।

ধর্ম্ম। (স্বগতঃ) হৃদয় ফেটে গেল! অহো—আমি ধর্ম্ম, ধর্ম্মের এই নিষ্ঠুর কর্ম্ম! হা ধিক্ আমায়। না না কি ব'ল্‌ছি, হরি আজ্ঞা প্রতিপালন! সনাতনধর্ম্ম! ধর্ম্মের অতি পুণ্যকর্ম্ম!

(সবলে অস্ত্রাঘাত ও সুশীলের মস্তকছেদন।)

সুমনা। পালালো—সুশীল আমার ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল! (পতন)।

ব্যাধ। এই হরিণছানা রৈলো, এই তরোয়ালটাও রৈলো। আমিও পগার পার হ'লাম।

[প্রস্থান।

সুধাম। অপরূপ দৃশ্য! বেশ দেখলাম! পত্নি! সুশীল-জননী! পুত্রপ্রাণা অভাগিনী! না না—কি ব'ল্‌ছি—পুত্রপ্রাণা

ভাগ্যবতী রমণী! স্বার্থক পুত্রের জননী! ওঠ ওঠ, ধরাশয়ন কেন? আনন্দে মৃগশাবক ল'য়ে রন্ধন ক'রে অতিথীর রসনা তৃপ্তি হেতু তৎপর হইগে চল। অতিথী সেবন মহাধর্ম্ম! মহা-পুণ্য! ওঠ সতী, ওঠ সতী।

সুমনা। (উত্থিত হওত) চল স্বামিন্! এইবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে অতিথী সেবনে নিযুক্ত হইগে। তুমি মৃগশাবকটিকে লও, আমি সুশীলের শবদেহটি বুকে নিয়ে কুটীরে যাই।

কৃষ্ণ। আর আমরা বুঝি এইস্থানে অবস্থান ক'র্‌বো? পাপীয়সি। এতদূর অবমাননা? আমাদের অভ্যর্থনা না ক'রে স্বামী সঙ্গে কুটীরে প্রবেশ ক'র্‌বে? পুত্রশোকে পাগলিনী হ'য়েছ? ভাল, এইবার তোমায় পতিশোকেও উন্মাদিনী ক'র্‌বো? পিশাচি। আপাত-মধুরে! তুই এই দণ্ডে এইক্ষণে এই মুহূর্ত্তে স্বামী হীনা হ।

সুমনা। কি ক'ল্লেন, কি ক'ল্লেন প্রভু। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ। হা মধুসূদন!

সুধাম। পত্নি। পত্নি! ধর আমায়—শীঘ্র ধর, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে, সব অন্ধকার দেখছি। ব্রহ্মবাক্য সত্য হ'লো, ম'লাম—ম'লাম। নারায়ণ! হরি নারায়ণ! দীনবন্ধু! পত্নি! প্রাণপণে অতিথী সৎকার ক'রো। হরি! হ—রি! হ-রি। (মৃত্যু)।

সুমনা। হা নাথ! হা স্বামিন্! একি হ'লো! একি হ'লো! পলকে-প্রলয় ঘটনা ঘটলো! কোথা তুমি—কোথা গেলে? সুশীল প্রাণাধিক ব'লে সুশীলের সঙ্গে চ'লে গেলে? দাঁড়াও,— দাঁড়াও ঈশ্বর, দাঁড়াও হৃদয়েশ! আমি যাই। অতিথী সেবন হ'লোনা, পতি-পুত্র-শোকানলে বুক জ্বলে গেল।

গীত।

দাঁড়াও দাঁড়াও পতি পদে করি মিনতি।
(দাঁড়াও ক্ষণেক দাঁড়াও আমায়)
পতি ভিন্ন সতী নারীর নাহি কোন গতি॥
তুমি গেলে পুত্রপাশে হ'য়ে সুখমতি,
(মনে ভাবিলে না নাথ) (অভাগির কি হবে গতি)
পতি পুত্র হারায়ে কি (রয়) পুত্রবতী সতী।
সঙ্গিনী এখনি হবো কে বোধিবে মম গতি,
(আমি আর রহিব না) (পতি পুত্রহারা হ'য়ে নাথ)
কাতরা ধরিতে কোলে আমায় দেবী বসুমতী॥
একি হৈল সর্ব্বনাশ হ'যে ধর্ম্মব্রতে ব্রতী,
(কিছু বুঝলাম না হে) (ধর্ম্ম কর্ম্মের কেমন মর্ম্ম)
বংশ বিনাশ হইল নাথ উঠিল বসতি।
কেবা এই দুইজন ব্রাহ্মণ মুরতি,
(কাল মহাকাল এলো কি) (সবকারে গ্রাসিবারে)
ভবের বাসা উঠাইল বিচিত্র ভারতী॥

ঐ—ঐ—পুত্র শোণিত-রঞ্জিত ঐ তরবারি খানি পতিত র'য়েছে, ঐখানি এ অসহায়া অবলার অসময়ের গতি বিধায়ক। (অসি গ্রহণান্তে) পুত্রঘাতী অসি! তুমি আমার পুত্র-রক্তে অতি সুন্দর ভাবে রঞ্জিত হ'য়েছ, এইবার এ অভাগিনীর হৃদয় শোণিতে অপূর্ব্ব রঞ্জিত হও। যাই তবে, পতি-পুত্রপাশে মনের হরষে যাই। বিপ্রদেব! আপনাদের সেবা গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারলেম না। শোকের সাগর প্রবলবেগে বহমান! সেই সাগরে ডুবেছি। যাই—যাই—হা পতি! (বক্ষে অস্ত্রাঘাত পতন ও মৃত্যু।)

বলরাম। কৃষ্ণ! এই তো সব শেষ হ'লো? কৃষ্ণ ভক্তের পরিণাম ফল বেশ দেখলাম? চল ভাই মথুরাযাত্রা করি।

কৃষ্ণ। দাদা! কৃষ্ণ ভক্তের পরিণাম ফল এখনও সম্যক্-রূপে দেখা হয় নাই।

বলরাম। এখনও কি কিছু বাকী আছে নাকি ভাই? তা যদি থাকে, তবে সে অবশিষ্ট টুকু থাক কৃষ্ণ, শেষাংশ টুকু দেখতে আর বাসনা নাই। ওরে ভাই কেশব! আমি নাকি তোমার সঙ্গে থেকে এক প্রকার পাষাণ হ'য়েছি, তাই আজ এ হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখেও স্থির আছি, নতুবা কোমল মানব হৃদয় কখনও এ ভীষণ অন্তর্দ্দাহ কর ঘটনা চ'ক্ষে দেখতে পারে না।

কৃষ্ণ। দাদা স্থির হোন্। এইবার একবার নয়ন মুদ্রিত করুন্, এখনি কৃষ্ণ ভক্তের চরম ফল দর্শন ক'র্‌বেন।

বলরাম। আচ্ছা ভাই, চক্ষু মুদ্রিত ক'ল্লেম। তোমার সঙ্গে যখন এতদূর এসে প'ড়েছি—তখন নয় আরও একটু পথ হাঁটি—দেখি কি হ'তে কি হয়।

ক্রোড় অঙ্ক।

বৈকুণ্ঠধাম।

(রত্নাসনে সুধাম ও তদীয় পত্নী বালক সুশীলকে ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট ও
উভয়পার্শ্বে চামর হস্তে লক্ষ্মী-নারায়ণ দণ্ডায়মান ও
অদূরে সখীগণ দণ্ডায়মান।)

কৃষ্ণ। হের দেব মিলিয়া নয়ন,
কৃষ্ণ ভক্তের কিবা পরিণাম!

বলরাম। একি! একি!
অপরূপ দৃশ্য!
ওকি হেরি!
বৈকুণ্ঠ আলয়ে,
রত্নাসনোপরে,
পত্নীসহ সুধাম বিরাজে,
কোলে শোভে সুশীল সুমতি।
লক্ষ্মীসহ লক্ষ্মীপতি,
হ'য়ে হৃষ্টমতি—
ভক্ত-ভক্তায় চামর ঢুলায়।
কি সুন্দর! কি সুন্দর!
নয়ন জুড়ালো কৃষ্ণ—
কৃষ্ণ ভক্তের হেরি পরিণাম।

কৃষ্ণ। অনন্তদেব!
মম ভক্ত হয় যেইজন,

ল'য়ে গিয়ে স্বভবনে তারে
তুষি আমি সমাদরে।

বলরাম। ধন্য কৃষ্ণভক্ত জন!

সখীগণের গীত।

হের হের হের ভাব মধুর ভক্ত প্রবর কেমন ধন।
রমাসনে আনন্দিত চামর ঢুলায় নারায়ণ॥
ধন্য সুধাম ভকত প্রধান,
ধন্য সুশীল সুধামের প্রাণ।
ধন্যা নারী সুশীল জননী পতি-পুত্রসহ হরষিত মন॥

বলরাম। অতি মনোহর।

কৃষ্ণ। চলুন দাদা, মথুরাযাত্রা করি।

[প্রস্থান।